বেলা শেষের গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
মূল্য ১৸৹

প্রকাশক,
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

১৩৪৫

৯১।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নববিভাকর যন্ত্রে
শ্রীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত

উৎসর্গ

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী

[illegible]হামায়া দত্ত

পূজনীয়াসু—

সূচী

সূচী

(প্রথম লাইনের সূচী)

বেলা শেষের গান

প্রণাম

অতনু আকাশে যাঁর বিহার,
যাঁর প্রকাশ চিত্তে ভায়,
সবিতা বারতা বয় যাঁহার,
আজ প্রণাম তাঁর দু' পায়।

সাগরে সরিতে মূর্চ্ছনায়
হয় নিতুই যাঁর বোধন,—
প্রভাতে প্রদোষে রোজ জোগায়
অর্ঘ্য যাঁর পুষ্পবন ;—

দেহে দেহে যিনি প্রাণ প্রবল,—
প্রাণ-পুটের প্রেম অনুপ ;—
প্রেমে প্রেমে যিনি হন্ উজল,—
রূপ যাঁহার বাক্ অরূপ ;—

ভারতী আরতি-হেমপ্রদীপ,
যাঁর পূজায় নিত্য দিন,
মানসে যিনি আনন্দ-নীপ
বন্দি তাঁয় জাগ্‌রে, দীন !

জাগিয়া, মাগিয়া লও আশিস্,
গাও নবীন ছন্দে গান,
নব সুরে ওরে! আজ বাঁধিস্
তোর তানেই বিশ্বপ্রাণ।

তাজা তাজা আজি ফুল ফোটায়
এই আলোয় এই হাওয়ায়!
কচি কিসলয়ে কুঞ্জ ছায়—
সব তরুণ আজ ধরায়!

তরুণী আশারে সঙ্গী কর্
আজ আবার, মন রে মন!
চির নূতনেরি যেই নিঝর
ব্যক্ত আজ সেই গোপন।

প্রাণে প্রাণে শুধু যাঁর প্রকাশ,
যাঁর আভাষ মন্-পবন,
গানে গানে নিতি যাঁর বিলাস
বন্দি আজ তাঁর চরণ।

ভোরাই

ভোর হ'ল রে, ফর্সা হ'ল, দুল্‌ল উষার ফুল-দোলা!
আন্‌কো আলোয় যায় ভাখা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা!
জাগ্‌ল সাড়া নিদ্‌মহলে, অ-থই নিথর পাথার-জলে—
আল্‌পনা ভায় আল্‌তো বাতাস, ভোরাই সুরে মন্ ভোলা!

ধানের ক্ষেতের সবুজে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে!
সেই সোহাগের একটু পরাগ টোপর-পানায় টুপিয়েছে।
আলোয় মাঠের কোল ভরেছে, অপ্‌রাজিতায় রং ধরেছে—
নীল-কাজলের কাজল-লতা আস্‌মানে চোখ্‌ ডুবিয়ে যে।

কল্পনা আজ চল্‌ছে উড়ে হাল্‌কা হাওয়ায় খেল্‌ খেলে'!
পাপ্‌ড়ি-ওজন পান্‌সি কাদের সেই হাওয়াতেই পাল পেলে!
মোতিয়া মেঘের চামর পিঁজে পায়রা ফেরে আলোয় ভিজে
পদ্মফুলের অঞ্জলি যে আকাশ-গাঙে যায় ঢেলে!

পূব্‌ গগনে থির নীলিমা ভুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে!
পশ্চিমে মেঘ মেল্‌ছে জটা—সিংহ কেশর ফুলিয়েছে!
হাঁস চলেছে আকাশ-পথে, হাস্‌ছে কারা পুষ্প-রথে,—
রামধনু-রং আঁচ্‌লা তাদের আলো-পাথার ছুলিয়েছে!

শিশির-কণায় মাণিক ঘনায়, দূর্ব্বাদলে দীপ জ্বলে!
শীতল শিথিল শিউলি-বোঁটায় সুপ্ত শিশুর ঘুম টলে!
আলোর জোয়ার উঠ্‌ছে বেড়ে গন্ধ ফুলের স্বপন কেড়ে,
বন্ধ চোখের আগল ঠেলে রঙের ঝিলিক্‌ ঝল্‌মলে!

নীলের বিথার নীলার পাথার দরাজ এ যে দিল্‌-খোলা!
আজ কি উচিত ডঙ্কা দিয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ঝড় তোলা?
ফির্‌ছে ফিঙে ছুলিয়ে ফিতে, বোল ধরেছে বুল্‌বুলিতে!
গুঞ্জনে আর কূজন-গীতে হর্ষে ভুবন হর্‌বোলা!

সরযূ

বিস্মরণের ভস্মমাঝে কি গান তুমি গাইছ উদাস-মনে,
রঘুকুলের হে রাজলক্ষ্মী ! হে সরযূ ! স্বর্ণ-স্রোতস্বতী !
দুঃখ-দিনেও ললাট তোমার অঙ্কিত যে ইন্দ্রাণী লক্ষণে,
হে সুন্দরী ! অনিন্দিতা ! অঙ্গে তোমার চন্দ্রমালার জ্যোতি !
সন্ন্যাসিনীর বেশে রাণী ! কি কথা হায় জপ্‌ছ নিরজনে,
কোন্ অতীতের সঙ্গীতে মন তরঙ্গিয়া চল্‌ছ শ্লথগতি !

স্তন্যে তোমার পুষ্ট হল দিগ্বিজয়ী রঘুর বিপুল সেনা,
সুহ্ম-মগধ-পাণ্ড্য-কেরল-হূণ-পারসীক-যবন-দর্পহারী ;
ধাত্রী তুমি সম্রাটেদের ; সরিৎ-স্রোতে সাগর-ঢেউএর ফেনা
উথ্‌লাতে বল ধরে যারা, তেমন ছেলে পুষ্‌লে বারম্বারই
পীযূষদানে। কবির গানে অমর যারা, যারা সবার চেনা,
মানুষ হ'ল তোমার স্নেহে তারা সবাই জৈত্র-ধনুর্ধারী।

মান্ধাতারও ধাত্রী তুমি ! গঙ্গারে যে আন্‌লে স্বর্গ হ'তে
সে পঙ্গুরে বল দিয়েছ মুক্তি দিতে ষাট হাজারে, মরি !
ইক্ষ্বাকুরও তুই প্রভৃতি, ফির্‌ত যে জন নিত্য ইন্দ্ররথে ;
যে যোদ্ধাদের পরাক্রমে নাম এ পুরীর অযোধ্যা নগরী,
—অ-যোধ্য যা' সর্ব্ব যোধের— তারা সবাই অগ্নি শুচিব্রতে !
তোর মমতায় স্নান করেছে, পান করেছে স্নেহের সুধা তোরি।

তোমার স্নেহের রাখী হাতে রাক্ষসেদের বশ করেছে নরে,
সগর-খাত সাগর-জলে বাঁধ্‌লে সেতু তোমার সন্তানেরা !
ডঙ্কা দিয়ে দিগ্বিদিকে, ঝাণ্ডা নিয়ে দেশে দেশান্তরে—
গড়্‌লে কতই উপভারত, উপনিবেশ বাঁধ্‌লে কতই ডেরা ;

তাদের কীর্ত্তি নব-পুরী সে, মগের দেশে আজো বিরাজ করে,
আর দ্বিতীয় অযোধ্যাপুর মেকং-তীরে স্মৃতির ডোরে ঘেরা!

বিভীষণের ভীষণ মুখে ভক্তি রেখা ফুটিয়েছে যে রাজা,
যার অভিমান হৃদয় জয়ী, গেড়েছে যে জয়ের ধ্বজা মনে;—
বাল্মীকি আর কালিদাসের কাব্যে যাহার কীর্ত্তি চির তাজা,
পায় যে পূজা কৃত্তিবাসের তুলসীদাসের ছন্দ-সুচন্দনে,—
হরের ধনুক ভাঙ্‌লে যে জন,— দর্পীজনে দিলে উচিত সাজা,
তোমার বুকের সেই শতদল ঘুমায় আজি তোমার আলিঙ্গনে।

যাত্রী এসে দেশ-বিদেশের তোর তীরে তার চরণ-চিহ্ন খোঁজে,
চোখের জলে ঝাপ্‌সা দু'চোখ,—খোঁজে সীতার রাঙা পায়ের রেখা!
নিমেষ-মাঝে নিমেষ-হারা, তিনটা যুগের স্বপ্ন ত্যাখে ও যে,—
সৈকতে তোর সোনার রেণু, জলে নব দূর্ব্বাদলের লেখা!
পাণ্ডা হেঁকে চমক ভাঙায়, একাল সেকাল সম্‌ঝাতে মন ফেরে—
কোথায় সীতা? কোথায় বা রাম? লোকের ভিড়ে
একা নেহাৎ একা?

রাবণ-জয়ীর জনম-ঠাঁইএ দাঁড়িয়ে আজি ধ্বজা বাবরশাহী,
যে বাবরের ধর্ম্মী-গরব ডুবে গেছে রাঙা মদের হ্রদে;
"মুণ্ড-পাহাড়" ভিন্ন যাহার ভূমণ্ডলে অন্য কীর্ত্তি নাহি,
সেই গড়েছে ভজন-শালা, ভিতের পাথর ভিজিয়ে দেমাক-মদে;
বাহুবলের মদের মাতাল কোথায় গেছে সুরা সরিৎ বাহি'?
মৌলবীরা হয় ত জানেন,— পরলোকের পরম কোন্ গারদে।

রক্ত-কাদায় তক্ত-তাউস্!...মস্ত কীর্ত্তি প্রাচীন কীর্ত্তিনাশে!...
কোন্ "যবনে রুধ্‌লে সাকেত"...সে-কথা আজ কেউ রাখেনা মনে?

বিরূঢ়কের রূঢ়তা লীন বাবরশাহী বর্ব্বরতার পাশে ;
নিষ্ঠুরতার কাহিনী, হায়, যায় তলিয়ে অগাধ নিষ্ঠীবনে !
ভয় জাগিয়ে যে-সব পশু বানায় পশু মানুষকে ভয়-ত্রাসে
দুঃস্বপনের মতোই তারা, দিন দুদিনে ডোবেই বিস্মরণে।

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় নাগর-দোলায় চল্‌ছে ঘোরাঘুরি,
ওঠা-নামার চল্‌ছে তুফান, আগমনী ডাক্‌ছে বিসর্জ্জনে,
ছায়াবাজীর পুতুল চলে সারি সারি উঁচিয়ে ছায়া-তূরী,
নেচে চলে হিন্দু মোগল, প্রসেনজিতের প্রাচীন ও পত্তনে।
রয় না দেমাক, রয় নাক' জাঁক, অটুট কারো না রয় জারিজুরি,
থাক কেবল পুণ্যশ্লোকের পুণ্যস্মৃতি প্রাণের রামায়ণে।

আজ সরযূ ! তোর ছেলেরা কুলির বেশে যাচ্ছে ফিজিদ্বীপে,
যাচ্ছে সুদূর মরীচ-শহর, পেটের দায়ে বিকিয়ে দিয়ে মাথা,
কূলে কূলে কান্না ওঠে, চিরবিদায়-বার্ত্তাতে যায় নিবে
কত ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ, কেঁদে মরে কন্যা জায়া মাতা।
অধীনতার ধিক্কারে হায় সকল আশায় মার্‌ছে গলা টিপে,
ধোঁয়ায় ভ'রে যাচ্ছে দু'চোখ, ধোঁকায় ভ'রে উঠ্‌ছে মনের খাতা।

ঘুর্‌ছে ধাঁধায় হিন্দু-তুরক লাঞ্ছনা আর সইছে গ্লানির বাণী,
আত্ম-লাভের নাই যেন বল আঁধির আঁধার রয়েছে দিক্ ভরি',
রঘুকুলের ক্ষত্রিয়েরা একা-গাড়ীর কর্‌ছে গাড়োয়ানী,
বাবর-শাহের খান্দানীরা আজকে শুনি রেঙ্গুনে দপ্তরী !
বিজিত আর জেতার ধূলায় চোখের জলে আজ্‌কে সাঁতার-পানি,
আজ সরযূ অশ্রুনদী, সরিৎ-রূপা এ রাজ-রাজেশ্বরী !

—*—

ময়ূর-মাতন

ও কে আস্‌ছে গো মুখ ঢেকে লোর-পর্দ্দায়!
ছেয়ে কদমের পেখমের ডোর জর্দ্দায়!
ওরে দূর থেকে দেখে মেতে উঠ্‌ল ভুবন,
তাই হাওয়া ফেরে ফর্‌ফর্‌ সর্‌ফর্দ্দায়!

কোন্‌ দেয়াসিনী রূপসীর বাজ্‌ল নূপুর!
তাই কেয়া-বনে দেয়া সনে মাত্‌ল ময়ূর!
মরি পাথ্‌নার ঢাক্‌নায় স্পন্দে তনু,
ভরি' পালকের এস্‌রাজ পুলকের সুর!

—"ওরে! নড়্‌ল কি ঘোম্‌টার মেঘলা আষাঢ়?
ওরে! উড়্‌ল কি পর্দ্দার এতটুকু পাড়?
হেথা অন্তরে সন্তরে সাত শো স্বপন,
হোথা লাগ্‌ল কি ঢেউ তার জাগ্‌ল কি সাড়?"

কেকা রব তুলে বলে শিখী টলে পায় পায়!
হানে লাবণির পশ্‌লা সে অবনীর গায়!
তার স্পন্দনে ছড়াছড়ি ইন্দ্রধনু!
তার গোপনের শিহরণে বীণ বেজে যায়!

আজি মন ফেরে মেঘে-মেঘে, অভ্র-শিখায়
খুঁজে দূর রাকা, দূর রাস, দূর রাধিকায়!
আজ আকাশের রুধি' দ্বার রসের রণ!
সারা স্ব'পুরের নূপুরের শিঞ্জিনিকায়!

সুশ্বেতা

(বৌদ্ধ যুগের একটি কাহিনী অবলম্বনে)

পথে যেতে আজ কুড়ায়ে পেয়েছি প্রাণের পরশমণি !
চির অধন্য হয়েছি হঠাৎ সকল ধনীর ধনী !
আহ্লাদ মোর সকল অঙ্গে !—অঙ্গে ধরে না আর !
বন্ধ্যা এনেছি তব তরে স্বামী সন্তান-উপহার !
জঠরে ধরিতে স্থান্ নি যা' বিধি সে ধন পেয়েছি পথে,
মন ছোটে আজ আট ঘোড়া জুড়ে মনের মানস-রথে।
জগতের আগে আজিকে আমার লজ্জার অবসান,
আঁটকুড়া নাম দূর হ'ল, দেহে জেগেছে মায়ের প্রাণ !

স্নানে চলেছিনু শোণ-গঙ্গার সঙ্গমে আজ প্রাতে
অশথে বাঁধিতে আঁচলের সুতা মাথার চুলের সাথে,
হারীতির বরে সূতা ধ'রে সুত আঁচল ধরিবে এসে
এ ছিল কামনা ; তখন জানি না এত ত্বরা পূরিবে সে।
ছাড়ি 'সুগন্ধপ্রসাদের ঘাট' 'সঙ্কর্ষণ-ঘাটে'—
স্নান সারি ভরি' লয়ে হেমঝারি অশথ বটের বাটে,—
চলেছিনু জল-অঞ্জলি ডালি' ছায়াতরু মূলে যত—
ভুট্টার দানা ভিখ্ দিয়া ছুটো ভুখারে রোজেরি মত।
মহা-পদ্মের নগর জুড়িয়া ধোঁকে আজি পালে পাল
কোটর-চক্ষু বারো বছরিয়া আকালের কঙ্কাল।
কঙ্কাল-পাণি পেতে ব'সে কেহ, বলিবার নাহি বল,
অধর ওষ্ঠ কেঁপে থেমে যায়, ঘোলা চোখ নিশ্চল।
জন্মের মত নেছে কেউ মাটি, চোখের মণিতে মাছি,
দাঁতে কাটে চানা অবিকারে কেউ ব'সে তারি কাছাকাছি !

মন করে যাই মাটিতে লুকায়ে ; যেদিকে ফিরাই আঁখি
মহামরণের অট্টহাস্য আঁখি-জলে মাখামাখি।
আকালে বেহাল মানুষের পাল পলে পলে মেশে চুপে
মহাপদ্মের মহানগরের আবর্জ্জনার স্তূপে।
ধিক্কার বুকে ওঠে ঢেরি হ'য়ে, মানুষ-জনমে গ্লানি,
আয়ু না ফুরাতে টুটে প্রাণ-বায়ু অনশনে মরে প্রাণী।
বিক্ষত মনে স্খলিত গমনে চলিতে পথের বাঁকে
সহসা কি শুনি !...শিশুর রোদন !...কি নড়ে ঝোপের ফাঁকে !
কঙ্কাল-সার শবরীর কোলে চাঁদ সে পড়েছে খসি !
সদ্য শিশুরে দংশিছে ! আরে ! প্রসূতী না রাক্ষসী !
ছেড়ে দে !...ছেড়ে দে !...লইনু কাড়িয়া,.. সহজে কি ছায় ছেড়ে ?
দশটা আঙুল বঁড়শীর মত মাংসে বসেছে গেড়ে !
লইনু কাড়িয়া ঝট্‌কান দিয়া ; লট্‌কান রাঙা দাঁতে
জিভটা বুলায়ে বলে রাক্ষসী কর হানি বুকে মাথে,
'মরি,...মরে যাই...ক্ষিদের জ্বালায়, . বুকে পিঠে খিল ধরে,
একে অনাহার তাহে লহু ক্ষয়, দেহ ঝিম্ ঝিম্ করে.
এক মুঠা ভাত ভিক পাওয়া ভার দুর্ভিক্ষের দিনে,
ধিক্ দিল শুধু ভিক্ দিল না রে, সবারে নিয়েছি চিনে,
কেউ দিলে নাকো',...বিধাতা দিয়েছে,...এ মোর মুখের গ্রাস—
কোথা হ'তে এলি তুই চণ্ডালী !...কেড়ে নিয়ে কোথা যাস্ ?'
দাঁড়ানু থমকি' একহাতে রুখি' ক্ষুধা-উন্মাদ নারী,
আর হাতে বুকে চাপিয়া শিশুরে ফেলিয়া জলের ঝারি।
আঁচলে যে ছিল ভুট্টা সেগুলো ছড়ায়ে পড়িল ভুঁয়ে ;
মোরে ছেড়ে নারী ভুট্টার লোভে মাটিতে পড়িল নুয়ে।

ভুট্টার বেশী কাঁকর কুড়ায়ে চিবায় বিকৃত মুখে,
ধক্‌-ধক্‌ পেট কুত্তা ক্ষুধার দংশনে মুহু ধুঁকে।
হাঁকুপাঁকু করে, কি যে গালে ভরে রুখু চুল লোটে ধূলে,
চোখে জল এসে ভরে' গেল তার দশা দেখে আঁখি-কূলে।
"হল না, হল না, মিটল না ক্ষুধা", সহসা ফুকারি কহে,
"ফিরে দে মাংসপিণ্ডটা মোরে, খাইব তোরেই নহে।"
কথা শুনে তার আঁখি থির, ফেরে আঁখিতারা শিশু 'পরে,
পড়িল নজর মাংসপিণ্ড বন্ধ্যার পয়োধরে।
কহিলাম, "ওরে! দিবনাক তোরে খেতে এ দুধের বাছা,
মাংসপিণ্ড চাস্‌ যদি নে রে এ মোর মাংস কাঁচা;
বৃথা মাংস এ বন্ধ্যার স্তন, আয় ক্ষুধাতুরা আয়,
এতে ক্ষুধা যদি মেটে তোর কেটে নে রে তুই খাপ্‌রায়।
বাঁচুক প্রসূতি বাঁচুক কুমার বাঁচুক দু' দুটা প্রাণ,
বন্ধ্যার দানে বন্ধ হউক সন্তান বলিদান।
তা' সনে ঘুচুক বওয়া এ অপয়া পয়োহীন পয়োধর।"
বিস্ফারি' নারী কোটর চক্ষু চাহে মোর মুখ 'পর!
ক্ষুধায় হন্যা বন্যের মত মুখে তার যুগপৎ।
ফোটে বিস্ময়, বিশ্বাস, ভয়, উল্লাস সুমহৎ।
"দেখি, দেখি খুঁজে; না, না, না, পালাবি আঁচলটা ধ'রে রাখি"
বলি' তরুমূলে খাপ্‌রা সে খোঁজে দুই-মুখো দুটো আঁখি!
খোলা খুঁজে ফেরে ক্ষুধাতুরা নারী খোলা দুটা চোখ রাঙা,
দৈবে মিলিল শিকড়ের ভিড়ে আঁক্‌ষির ফলা ভাঙা।
মুঠা ক'রে ধ'রে টুক্‌রা লোহায় নেহাৎ নিকটে এসে
চোখে চোখ রেখে সুধায় "পারিবি?" নিশাসে নিশাস মেশে—

"পরের ছেলের পরাণ বাঁচাতে পারিবি সহিতে দুখ?
কাঁটাটি ফুটিলে কী ক্লেশ জানিস্? কেন দিবি নিজ বুক!"
"জানি রে পারিব; করিস্ না দেরী।" "বড় দেখি বুক দড়,
তার চেয়ে মোর পেটের ফসল দে রে খাই ক্ষুধা বড়।
পারিবি না তুই আপনার দেহ কেটে দিতে, ঠাকুরাণী,
কেহ পারে নাক'; শুধু ক্ষুধা খেদ বাড়াইবি মোর, জানি।"
কহিনু, "গরবী! আর্য্যের নারী যা বলে কাজে তা করে;
দে' দেখি লোহাটা, মাংস কাটিয়া দিব আমি নিজকরে।"
লোহা হাতে যেন কাঠের পুতুল চাহে সে মূঢ়ের মত,
আঁকৃষীর ফলা দিতে মোরে করে ঈষৎ ইতস্তত।
মুঠা থেকে তার নিয়ে হাতিয়ার অধর চাপিয়া দাঁতে
দিনু বসাইয়া নিজের বুকের মাংসে নিজেরি হাতে।
ভোঁতা হাতিয়ারে ছেঁচে গেল গাটা, টপ্ টপ্ লহু ঝরে
শিরে উপশিরে শিহরে তড়িৎ তীক্ষ্ণ ব্যথার ভরে!
আবার হানিনু,—নিশ্বাস রুধে; নাড়ী-ছেঁড়া একি ব্যথা,
চক্ষু ঠিকরে যন্ত্রণা-ভরে ঝিম্ ঝিম্ করে মাথা।
টলমল মন, টলমল পণ, সজারুর কাঁটা—চুল,
সংজ্ঞা টুটিলে টুটে প্রতিজ্ঞা,—এই ভয়ে সমাকুল।
সহসা কাঁদিয়া উঠিল ছেলেটা, যন্ত্রণা গেনু ভুলে;
অশরণ সেই মুখ চেয়ে, আঁখি ঝটিতি উর্দ্ধে তুলে,
"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" কহিলাম মনে-মনে
নিজেরে সঁপিনু বিশ্ববোধের বুদ্ধের শ্রীচরণে।
তার পর শুধু দৃঢ় করি মুঠা নিজেরে হেনেছি নিজে
জানি না কখন লোহুর বদলে পীযূষে উঠেছি ভিজে!

পাগলের মত কেবলি হেনেছি, যন্ত্রণা-বোধ-হারা,
জানি নাই ছেঁড়া হাজারো নাড়ীতে ঝরিছে দুধের ধারা !
মমতায় লহু ক্ষীর যে হয়েছে জানিতে পারিনি আমি
বুদ্ধের বরে বন্ধ্যার বুকে পীযূষ এসেছে নামি !
হুঁশ ছিল নাক' দুর্দ্দম বেগে হেনেছি দু'চোখ মুদে,
জানিনে বসনে রক্তের লেখা ধুয়ে গেছে দুধে দুধে !
ভাঙিল চমক শবরীর স্বরে, কহে সে "চমৎকার !"
অঞ্জলি ভরি পিয়ে ক্ষুধাতুরা বন্ধ্যার ক্ষীরধার !
ক্ষতক্ষীণ স্তনে পান করে মাতা, ক্ষতহীন স্তনে ছেলে,
স্বপ্ন এ যেন দেখি জাগ্রতে বিস্মিত আঁখি মেলে !
ক্ষুধা-উপশমে কহিল শবরী, "মা তুই জীবনদাতা,
উপোষে যে পশু হ'তে বসেছিল বাঁচাইলি তারে মাতা !
তুই দেবী, তুই অঘট ঘটাস্ ; চরণে নোয়াই শির ;
ক্ষীরমাতা ক্ষীরভবানী গো তোর লোণা-লহু মিঠা-ক্ষীর !
এ ছেলে তোমার নিয়ে যাও তুমি, জীবন দিয়েছ এরে,
আমি রাক্ষসী ক্ষুধার তাড়নে চেয়েছি ফেলিতে মেরে।
আমার বুকে মা স্তন্য নাহিক, আমার জঠরে ক্ষুধা,
পেটে যা ধরেছি বাঁচাতে পারি যে নাহি মা বুকে সে সুধা
তাহার উপর ক্ষুধা বর্ব্বর, মানে না পেটের ছেলে,
জঠরে আগুন জ্বলিলে কি ঘটে জানি না মা ক্ষুধা পেলে।
নিয়ে যাও ছেলে, দয়াময়ী দেবী, নিয়ে যাও তুমি ওরে,
বাঁচে যদি, বড় হয় যদি, মায়ী ! রেখো কিঙ্কর ক'রে।
নিয়ে যাও মাতা ; মায়ের মমতা কলিজায় জ্বালে বাতি,
আপন মনের প্রভু নই মোরা অবর শবর জাতি।

ও ছেলে তোমার, কিনেছও তুমি নিজের মাংস দিয়ে ;
লোভ করিব না, চলে' যাই আমি বাছার বালাই নিয়ে !"

এত বলি ছুঁয়ে শিশুর ললাট কঙ্কাল-করে' খালি
স্খলিত গমনে মিলাইল বনে এলোকেশী কঙ্কালী।
আমি ফিরে এনু, ছেলে নিয়ে, স্বামী, সঁপিতে তোমার কোলে,
আর পায়ে তুমি ঠেলিতে আমারে নারিবে বন্ধ্যা ব'লে।
ভিখ্ দেছে দুর্ভিক্ষ আমারে, নিধি দেছে আলো-করা,
বুকের মাংস বিনিময়ে, ছাখো, পেয়েছি কী !—বুক-ভরা !

সুরার কাহিনী

('কুম্ভজাতক' অবলম্বনে)

মধু মোম আর শিলাজতু খুঁজে
পাহাড়ের জঙ্গলে,
বনচারী সুর ক্লান্তি-আতুর
বসেছিল শিলাতলে।
'অদূরে ত্রিশাখ বিশাল পাদপ
দাঁড়ায়ে ভগ্ন-চূড়া,
সারা-গায়ে তার শুষ্ক শেহালা
রুখু গুগ্‌গুলু-গুঁড়া।
কলরবে মুড়া-গাছের মাথায়
ঠোঁট হানে এসে পাখী,
কি যে পান করে, কি যে গান করে,
কি যে করে ডাকাডাকি !

ট'লে ট'লে চলে, উড়িবার ছলে
মেলে পাখা কুতূহলে ;
ক্ষণে অচেতন মৃতের মতন
লুটি' পড়ে তরুতলে !
বিস্মিত স্থর ভাবে, কালকূট
ও তরু-কোটরে আছে,
তাই ক'রে পান হারাইছে প্রাণ—
পাখীরা নিমেষ-মাঝে।
বিস্ময় ভারি মানে বনচারী
আঁখির পাতা না মুড়ে ;
ক্ষণ পরে, একি ! মূর্চ্ছিত পাখী
ডানা ঝেড়ে যায় উড়ে !
"এ তো ভারি মজা !" ভাবে মনে স্থর,
"দ্যাখা যাক্ উঠে গাছে,
বিচুড় তরুর চূড়ার হাঁড়লে
সুধা কি গরল আছে।"
সন্তর্পণে কুতূহল-মনে
উঠে গাছে ত্থাখে স্থর—
ডগের হাঁড়ল বৃষ্টির জল-
ভরা টইটুম্বুর !
ঝড়ে-পড়া তাতে পচে আমলকী
গাজনি অহর্নিশ,
পচে পাখীদের চঞ্চু-চ্যুত
নীবার-ধানের শীষ।

তীব্র-মধুর ওঠে সৌরভ
বাতাসেতে ভর্ ভর্,
অঞ্জলি ভ'রে নিল পান ক'রে
কুতুহলী বনচর।
রিম্‌ঝিম্ মাথা, ফুর্ত্তির গাথা
রক্ত আলোড়ি' ঘুরে,
অকারণে হাসে, অকারণে গায়
বিকৃত-বিষম সুরে!
নেশা চ'ড়ে গেল মাথায় সুরের
জবাফুল হ'ল আঁখি,
চক্‌মকি জ্বেলে পুড়িয়ে সে খেলে
মাতাল তিতির-পাখী!
মদের সঙ্গে মাংসও হ'ল,
চার পোয়া হ'ল পূরা,
সুর সে প্রথম পান যা করিল
তার নাম হ'ল সুরা।

(২)

বনের প্রান্তে সীমান্ত গ্রাম
আজ সেথা হাটবার,
সুর সে চলেছে বাঁশের চোঙায়
সুরাটুকু নিয়ে তার।
মধু-মোম আর মৃগনাভি যারা
কিনিত সুরের ঠাঁয়ে,—
ঘিরিয়া ধরিল, বহুদিন পরে
দেখিয়া তাহারে গাঁয়ে

সুর বলে, "ভাই মৃগনাভি নাই,
এবারে নতুন চীজ্,
হিমাচল হ'তে এনেছি এ হাটে
করি' বহু তজ্‌বিজ।
পাবে আনন্দ আপন মুঠায়
এ চীজ্ করিলে পান।
"বটে! বটে!" ব'লে যত হাটুরিয়া
সুরা করে আঘ্রাণ।
ঘ্রাণ শেষে পান, ক্রমে নাচ গান,
বাখানে সওদাগরে,
গ্রাম হ'তে ক্রমে বার্ত্তা ছুটিল
নগরের ঘরে ঘরে।
রাজা খায় সুরা, প্রজা খায় সুরা,
"আনো! আনো!" রব ওঠে,
সুরার জন্যে ঘন অরণ্যে
বারে বারে সুর ছোটে।
কারো জমে নেশা, কারো বা ব্যবসা—
এই সে দুনিয়াদারী,
সুর ভাবে, সুরা লাগি বারে বারে
বনে ছোটা ঝক্‌মারি।
গ্রামে গ্রাম-ভাঁটি ক্রমশঃ বসিল,
পিয়ে সুরা জনে জনে।
রাজা পান করে মণ্ডপ রচি'
বিপুল রাজাঙ্গনে।

প্রজা পান করে ছাড়ি' সব কাজ,—
বাড়ে দুর্গতি ক্লেশ,
নগর শূন্য,—ব্যসনে পূর্ণ,
শ্মশান-সমান দেশ !

(৩)

প্রমাদ গণিয়া পলাইল সুর
সীমান্ত গ্রাম ছাড়ি',
বারাণসী পুরে করিল প্রবেশ
লইয়া সুরার হাঁড়ি।
পসার জমায়ে ঢুকিলে সেথায়
নেশা ধরাইয়া লোকে
পয়সা লুটিল দুই হাতে সুর
সুরা-ঘূর্ণিত চোখে।
সুরায় ডুবায়ে শূদ্র বৈশ্য
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে,
ছারেখারে দিয়ে ধর্ম্ম, কর্ম্ম,
সুর শুধু টাকা গণে।
চোরে জুয়াচোরে ভ'রে গেল দেশ
লক্ষ্মীছাড়ার দলে ;
রাহাজানি করে সরাবের তরে ;
বারাণসী রসাতলে।
"ফুরায়েছে পুঁজি, নেশার পয়সা
দিতে পারিবে না এরা,"
মনে বিচারিয়া সুরা বিক্রয়ী
তুলিল ডাণ্ডা-ডেরা।

কাশী ছেড়ে এল অযোধ্যাপুর,
সেথাও অমনি ক্রমে
আবাল বৃদ্ধ বদ্ধ মাতাল
বিমুখ পরিশ্রমে।
নিষ্কর্ম্মার বেড়ে গেল দল,
বেড়ে গেল অনাচার,
দেখিতে দেখিতে সুরার প্রসাদে
অযোধ্যা ছারখার।
দেশে দেশে দিয়ে কদভ্যাসের
দীক্ষা এমনি রীতে,
সুরা-বিজ্ঞান-সুবিজ্ঞ সুর
পশিল শ্রাবস্তীতে।
সুরার বাখান করি' গান সেথা
ভিজায়ে রাজার মন
রাজাদেশে সেথা পাঁচ শ' জালার
করিল সে আয়োজন।
সারি সারি ভাঁড়ে পচে গুড়-চাল
রাজার ভাঁড়ার-ঘরে,
পাশে পাশে বাঁধে বিড়াল, সুরায়
ইঁদুর সে পাছে পড়ে।
দিনেক দু'দিনে পচিয়া গাঁজিয়া
ভাঁড়ে ভাঁড়ে মদ মাতে ;—
সুখাদ্য গুড়, ক্ষুধার অন্ন
পরিণত মদিরাতে।

ভাণ্ডের গায় মগু চুয়ায়
মিঠা মিঠা বাস তার,
ভাঁড় সাথে বাঁধা লুব্ধ বিড়াল
শোঁকে আর চাটে ভাঁড়।
শুঁকিতে চাটিতে মাতাল বিড়াল
ঢুলে ঢুলে পড়ে ভূমে,
মূর্চ্ছিত কিবা মৃত, কে বা জানে?
মগ্ন নেশার ঘুমে।

(৪)

সারারাত গেল অমনি কাটিয়া;
রাজার ভাঁড়ারী প্রাতে
ভাঁড়ার-দুয়ার খুলিয়া যখন
ঢুকিলেন চাবি-হাতে,
চমকিয়া তিনি দেখিলেন, একি!
ইঁদুরের পল্টন
পাঁচ শ' বিড়ালে ডিঙায় মাড়ায়
করে একি কীর্ত্তন?
"এ কি হল? মৃত পাঁচ শ' বিড়াল!
কি দেখি ভাঁড়ার ঘুরে,
ইঁদুরে খেয়েছে বিড়ালগুলার
নাক কান কুরে কুরে।
পাঁচ শ' জালায় কী চীজ্ রেখেছে?
পাঁচ শ' বিড়াল মৃত;
লোকটা বিদেশী, সন্দেহ হয়
বিষ-টিশ রাখেনি ত?"

রাজ-দর্‌বারে গেল সমাচার,
রাজা শুনে ক্রোধে ফুলে,
সুরার আবিষ্কর্ত্তা খবীশ
সুরকে দিলেন শূলে ;
সভা ছেড়ে রাজা গেলেন ভাঁড়ারে
ভাঁড় দিতে ভেঙে টুটে,
অপগত-নেশা পাঁচ শ' বিড়াল
তখন বসেছে উঠে !
ব'সে আছে সব ছিন্ন কানের
ক্লিন্ন শোণিত মেখে,
বিস্মিত চোখে রহি' ক্ষণকাল
রাজা কহিলেন হেঁকে ;—
"মরেনি বিড়াল ; তবু জঞ্জাল
কাজ নাই ঘরে রেখে ;
ভেঙে ফ্যালো ভাঁড়, করো ও সাবাড়
যেতে চাই চোখে দেখে
ভালো সামগ্রী পচিয়ে সড়িয়ে
সৃষ্টি হয়েছে যার
সকল ভালো সে পচিয়ে সড়িয়ে
সব দেবে ছারেখার।
নগরের বার ক'রে ফেলে, ঢেলে,
দাও গে উষর মাঠে,
ঘরে ও থাকিলে বিড়ালের কান
সাহসে ইঁদুরে কাটে !

উড়ো জাহাজ

ঘ্যানর্ ঘ্যানর শব্দে আকাশ ভরি',
কে তুমি শূন্যে ফিরিছ ঘুরিছ, মরি !
'পুষ্পক রথ !' ভট্চায বলে দেঁখি' ;
ঠান্‌দিদি বলে 'নারদ-মুনির ঢেঁকি !'
'গরুড়-যন্ত্র !' বিষ্ণুশর্ম্মা বলে,
উঠিছে নামিছে কীলিকা-প্রয়োগ কলে !
তেল পিয়ে পিয়ে ফিরিছ আকাশময়,
তৈলপ ! তুমি তেলাপোকা, পাখী নয় ।
কি চেহারা ! যেন উড়ো কড়িকাঠখানি !
গোলোকের ছাদ ধ্বসিল বা অনুমানি !

*　　　　*　　　　*

ছাদে ছাদে লোক হাঁ ক'রে ও-রূপ গেলে,
পথে আ-দেখ্‌লে দাঁড়ায় দন্ত মেলে ;
ঘাড়ের উপরে মোটর আসিয়া পড়ে,—
গালাগালে মন, ধাক্কায় দেহ ছড়ে,—
ঘাড় খ'চে যায়,—তবু পুরুরবা হেন
উড্ডীয়মান উর্ব্বশী দেখে যেন !
আয়সী প্রেয়সী তুমি যাও স'রে স'রে
ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ শব্দে বধির ক'রে ।
জানালায় ব'সে আমি ভাবি অবিরত—
কবে ছ্যা-ছ্যা হবে ছ্যাক্‌ড়া-গাড়ীর মত ?

কলের চিম্‌নি কুশ্রী করেছে ধরা,
করোগেটগুলো দেখে দেখে আঁখি জরা ;
চোখ জুড়াইতে নীলাকাশ ছিল বাকী,
তারেও কুশ্রী করিলে টিনের পাখী !
হাঁফ্‌ ছাড়ে লোক যে আকাশ পানে চেয়ে,
তাও দিতে চাও বিজ্ঞাপনেতে ছেয়ে !
সৃজিয়াছে তোরে বিজ্ঞান বুড়ো কাণা,
ওরে কদাকার ভূত-বাদুড়ের ছানা !
ওরে ভূতে-পাওয়া ! ওরে ও সাগর-পারী !
দেশে দেশে তুমি অচিরে ছড়াবে মারী ।

* * *

পেট পূরে পূরে পেট্রোল খালি পিয়ে,
দেমাকে বেড়াও মাথার উপর দিয়ে ;
ঘর ব'লে কিছু রাখিলে না গরীবের,
বেপর্দ্দা আজ কোণটি ইজ্জতের ;
লাজ ঢেকে ছিল কুঁড়েয় গরীব মেয়ে,
তুমি এলে তার আব্‌রুর মাথা খেয়ে ।
ঘর ব'লে কিছু রহিল না ঢাকাঢুকি,
পরের দৃষ্টি সেখানেও দেবে উঁকি !
কবন্ধ-রথ মোটর মারিছে প্রাণে,
তুমি কোপ দিলে গরীবের সম্মানে ।

* * *

আফ্রিদি যদি হতাম আমি রে আজ,—
বন্দুক-বাজ তীক্ষ্ণ তীরন্দাজ,—

তাহলে তোমায় মাথার উপর দিয়া,
যেতে না দিতাম কখনো ঘর্ঘরিয়া ;
তা হ'লে নিরীহ চিড়িয়া-শিকার ছাড়ি,
করিতাম শুধু শিকার চিড়িয়া-গাড়ী ;
বাস্তু আমার, আমার কেল্লা মানি,
তার নিভৃততা পরে ক'রে যাবে হানি ?
ভরতের যদি বাঁটুলটা পাই আমি,
বাঁদর না মেরে শুধু মারি বাঁদরামি।

*　　*　　*

সম্ভ্রম নাই নারীর স্নানের ঘাটে,
ট্রেস্‌পাস্ করো না মাড়ায়ে চৌকাটে !
লাঙ্ঘিয়া যাও মন্দির গির্জ্জারে,
নমাজের ঠাঁই ডিঙাও নির্ব্বিচ'রে !
সাধুর সমাধি পীরেদের আস্তানা,
ডিঙাও হেলায়, মানো না কোনই মানা !
সিংহকারক প্রতীচ্য বিদ্বান্,
অস্থি কুড়ায়ে সিংহে দিয়েছে প্রাণ !
বিদ্যাগরবে জাগায়েছে শয়তানে,
ফল যে কি হবে বিষ্ণুশর্ম্মা জানে।

*　　*　　*

মেঘে মেঘে ফেরো রাবণ রাজার নাতি,
ধাড়ি-আর্সুলা দম্ভ-মদের হাতী ;
রাক্ষসী রীতি শিখায়েছ তুমি রণে,
আব্রুর নাশ কর্‌ছো শান্তির ক্ষণে ;

গ্রাহ্য করো না দুনিয়ার কোনো কথা,
ওরে কিম্ভূত! নব্য-বর্ব্বরতা!
পৃথিবীর পেটে যতদিন পেট্রোল্,
করে নে রে পাপ! ততদিন সোরগোল্;
নরে নিতি নব শয়তান-পনা শিখা,
উদ্গত-পাখা জাঁদ্‌রেল্-পিপীলিকা!

ভারতের আরতি

(ছালিক্য ছন্দের অনুসরণে)

জয় জয় ভারত! জয় জয় মাতা!
ঋদ্ধির নিধান! সিদ্ধির দাতা
অক্ষয় তোমার কীর্ত্তির গাথা! জয়! জয়!

দুর্দ্দম তোমার শৌর্য্যের বরে
পর্ব্বত দাঁড়ায় গর্ব্বের ভরে
সূর্য্যের গমন রোধ্‌বার তরে! জয়! জয়!

উদ্দাম সাগর মন্থন করো!
আদ্যের 'বরুণ ছত্তর' ধরো!
সিংহল শ্রীভোজ লাখ্‌দ্বীপ ভরো! জয়! জয়!

পাণ্ডব-রাঘব-মৌর্য্যের প্রসূ!
ক্ষত্রের স্বরগ! বৈশ্যের বসু!
পায় তোর লুটায় হিংসার পশু! জয়! জয়!

ডঙ্কায় তোমার ডিণ্ডিম ওঠে !
কাশগড় খোটান কম্বোজ লোটে !
ঝাণ্ডায় তোমার গৈরিক ফোটে ! জয় ! জয় !

গান্ধার, ইরাণ, মিস্রাম, মিতান্,
পুত্রের তোমার কীর্ত্তির নিধান ;
চীন, শ্যাম, জাপান, শিষ্যের বিতান ! জয় ! জয় !

পুণ্যের অমল দর্পণ তুমি !
বিশ্বের হৃদয়-তর্পণ তুমি !
কর্ম্মের ফলের অর্পণ-ভূমি ! জয় ! জয় !

শক্তির গরুড় ! ভক্তির চাতক !
আত্মার গভীর শান্তির সাধক !
নৈরাশ-হরণ উজ্জ্বল পাবক ! জয় ! জয় !

জয় জয় ভারত ! বিশ্বের স্তুতা !
পৃথ্বীর তিলক ! তীর্থস্তূতা !
মন্দার-মুকুল ! নন্দনচ্যুতা ! জয় ! জয় !

ঋক্ সাম তোমার কুণ্ডল কানে !
দিগ্‌গজ তোমার কিঙ্কর স্নানে !
মেঘ-দূত তোমার মঞ্জীর দানে ! জয় ! জয় !

ছয় ছয় ঋতুর পল্লব-গাঁথা
ফুলময় তোমার কিঙ্খাব পাতা ;
লাখ্ লাখ্ যুগের শিল্পীর মাতা ! জয় ! জয় !

মন্দির-গোপুর-চৈত্যের-বীথি !
পর্ব্বত-পটের গৌরব স্মৃতি !
বল্মীক-শয়ান উল্লাস গীতি ! জয় ! জয় !

অঙ্গন তোমার চম্পক-ঢাকা.
অঙ্গের পরশ চন্দন-মাখা,
চৌরস ললাট চন্দ্রক আঁকা ! জয় ! জয় !

ব্রহ্মার আদিম ওঙ্কার তুমি !
মুক্তির বীণার ঝঙ্কার তুমি !
হিন্দোল বিলাস গঙ্গার তুমি ! জয় ! জয় !

বিক্রম প্রতাপ বাপ্পার দেবী !
বুদ্ধের বোধন ! জয় নির্লেপী !
বিশ্বের প্রেমেই ওই পদ সেবি ! জয় ! জয় !

জয় জয় ভারত ! যজ্ঞের মাতা !
আত্মার আপন অন্নের দাতা !
উষ্ণীষ তোমার ধুস্তুর-গাঁথা ! জয় ! জয় !

বিশ্বের নাথে বল্লভ বরি'
নিষ্ঠুর ফণী-কঙ্কণ পরি'
গৌরীর গায়ে গৈরিক, মরি ! জয় ! জয় !

চিত্তের গভীর নৈমিষ মাঝে
তন্ময় শোনো 'ওম্' 'ওম্' বাজে.
নিত্যের নিদেশ উজ্জ্বল রাজে ! জয় ! জয় !

আত্মার অমল দীপ্তির খনি!
পৃথ্বীর মাঝে অদ্বয় গণি;
কোটায় তোমার কৌস্তুভ মণি! জয়! জয়!

পদ্মের মেলায় লক্ষ্মীর ছবি!
কাব্যের কবির তুই বান্ধবী!
নিষ্কাম যাগের নির্ম্মল হবি! জয়! জয়!

আস্তের গুরু অর্দ্ধেক ধরার!
মৃত্যুর ডেরায় মুক্তির করার!
চিন্ময়!…অতীত তন্দ্রার স্বরার! জয়! জয়!

নির্ম্মল তোমার নির্ভয় আঁখি,
কল্যাণ-করে মৈত্রীর রাখী,
সংসার নীড়ে স্বর্গের পাখী! জয়! জয়!

অর্হৎ শ্রমণ-তীর্থঙ্করে
গৌরব তোমার কীর্ত্তন করে,
সৌরভ তোমার অম্বর ভরে! জয়! জয়!

জয় জয় ভারত! বুদ্ধের মাতা!
নিষ্ঠার নিধান! শুদ্ধির দাতা!
অক্ষয় তোমার শান্তির গাথা! জয়! জয়!

দধীর দুলাল, খৃষ্টের আগে
অক্ষোভ তোমার অক্রোধ জাগে!
বিশ্বের হিয়ায় বিস্ময় লাগে! জয়! জয়!

নিত্যের প্রেমে দুষ্কর করো,
সত্যাগ্রহে লাঞ্ছন বরো,
হেমহার ফেলি' শৃঙ্খল পরো ! জয় ! জয় !

তপ তোর অটুট তাণ্ডব নাচে,
দুর্ব্বোধ দাঁড়াস্ শত্রুর কাছে,
পায়-পায় ফিরিস্ মৃত্যুর পাছে ! জয় ! জয় !

মৃত্যুর পারের নিত্যের লাগি'
ক্লেশ তুই সহিস যুগ যুগ জাগি'—
যুগ যুগ অসীম দুঃখের ভাগী ! জয় ! জয় !

বুদ্ধের ধারায় যুদ্ধের ধারা
চেষ্টায় তোমার হয় ফের হারা—
গঙ্গায় গ্লানি পঙ্কের পারা ! জয় ! জয় !

ক্ষুদ্রের পরম দুর্ভোগ তুমি,
ধূর্ত্তের চরম দুর্য্যোগ তুমি,
সত্যের কৃপাণ নির্ম্মোঘ তুমি ! জয় ! জয় !

অম্লান তোমার আত্মার বাণী !
অক্ষয় তোমার আশ্বাস, জানি ;
বিশ্বাস-কিরীটি বিশ্বের রাণী ! জয় ! জয় !

জয় জয় ভারত ! আত্মার দাতা !
আকবর-অশোক-ভীষ্মের মাতা !
অক্ষয় তোমার কল্যাণ-গাথা ! জয় ! জয় !

জয় জয় ভারত ! সংশয় ত্রাতা !
চিত্তের অমোঘ শক্তির দাতা !
ত্রিশ ক্রোর ব্রতী পুত্রের মাতা ! জয় ! জয় !

রাজা-কারিগর

(গান)

রাজা কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
দুনিয়ার আদি মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে হাতুড়ি হাঁকাই,
করাতের দাঁতে শাল চিরি !
ঘাঁটা পড়া কড়া লাখো হাতে তুমি
গড়িছ কত কি কৌশলে !
কামার শালের গন্‌গনে রাঙা
আগুনে তোমার চোখ জ্বলে !
হাপরে তোমার নিশ্বাস পড়ে
খুব জানি মোরা খুব চিনি,
মাকু-ইঁদুরের গণেশ তুমি হে
ছুটোছুটি চোপর দিনই !
সিদ্ধি তোমার হাতে-হাতিয়ারে,
সোনা করো তুমি থাক্ নিয়ে,
দুনিয়ার সমৃদ্ধি, তোমার
গলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে!

*

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
দুনিয়ার সেরা মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে লোহা হ'ল নিম্নু,
পদানত যত গজ্ গিরি।

* * *

ইন্দ্রের তুমি বজ্র গড়েছ
দধীচির দৃঢ় হাড় কুঁদে,
গ্রহ তারা তুমি গড়েছ ফুঁ দিয়ে
ফুলিয়ে আগুন-বুদ্বুদে !
অগ্নির তুমি জন্ম দিয়েছ
কাঠে কাঠে ঠুকে চকমকি,
সূর্য্যের শান-যন্ত্রে চড়ায়ে
গড়িলে বিষ্ণুচক্র কি !
ছিন্ন ভানুর জ্বালার মালায়
গড়িলে শিবের শূল তুমি,
যমের জাঙাল গড়িতে গড়িতে
রেখে দিলে কেন মুলতুবি !
তারার খিলান রয়েছে যে তার
আধখানা আস্মান জুড়ে,
কীর্ত্তি তোমার উজ্জ্বল জাগে
অনাদি অন্ধকার ফুঁড়ে !

* * *

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
স্বর্গলোকের মিস্তিরি !

তোমার হুকুমে যত কারিগরে
ঘরে ঘরে নব স্থায় ছিরি !

*　　　*　　　*

পথ গড় তুমি, রথ গড় তুমি,
নখ-দর্পণে শিল্প-বেদ,
সকল কর্ম্মে সিদ্ধহস্ত
যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বমেধ।
অষ্টবসুর কুলের দুলাল
হুনর তোমার সাত বুড়ি,
হাজার হাতের হাতুড়ি তোমার
তুড়্-তুড়া-তুড়্ স্থায় তুড়ি !
তুর্‌পুন্ হ'ল তান্‌পুরা তব,—
নেহাইএ নেহাইএ দাও তেহাই,
উল্লাস-ভরে হুল্লোড় কভু,
গুন্-গুন্ গান শুন্‌তে পাই।
তোমার ভক্ত সেবক যে তার
বুকে পিঠে যেন ঢাল বাঁধা,
দর্‌কচা মারা জোয়ান্ চেহারা
কোঁচ্‌কানো ভুরু, মন শাদা !

*　　　*　　　*

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিস্তিরি !
তোমার প্রসাদে শ্রমেও আমোদ;
ধমনীতে ছোটে পিচ্‌কিরি

তোমার হুকুমে হাতিয়ার ধরি
আমরা বিশ্ব-বাংলাতে ;
থল্‌থলে মাটি, ঠন্‌ঠনে লোহা
অনায়াসে পারি সাম্‌লাতে ।
মণি-কাঞ্চনে আমরা মিলাই,
মণি-মালঞ্চে হার গাঁথি,
বন-কাপাসীর হাসি কুড়াইয়া
টানা দিই তাঁতে দিন রাতি ।
রুখো শুখো কাঠে ফুল যে ফোটাই
বাটালির ঘায়ে বশ করি,
কর্ণিক, ছেনি, হাতুড়ি চালাই,
তুরপুন্‌ মাকু বাঁশ ধরি ।
তোমার প্রসাদে শ্রমে অকাতর
মোরা দড় বিশ কর্ম্মেতে
দীক্ষা নিয়েছি তোমারি হুকুমে
পরিশ্রমের ধর্ম্মেতে ।

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
সকল কাজের মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে হীরা কাটি মোরা,
অনায়াসে ইস্পাত চিরি ।

* * *

তোমার প্রসাদে স্রোত বাঁধি মোরা,
পুল বেঁধে করি জয় জলে ,

হাওয়া করি জয় গরুড়-যন্ত্রে
কীলিকা-প্রয়োগ-কৌশলে
বিদ্যুতে বাঁধি তামার বেড়ীতে
দস্তার দিয়ে হাতকড়ি,
বে-ঢপ্‌ বে-গোছ বে-গোড় মাটিতে
প্রাসাদ দেউল দেব গড়ি,
অষ্টবসুর যজমান মোরা,
ত্বষ্টা ঋষির সন্ততি ;
লস্কর মোরা সূর্য্যদেবের ;
স্বাস্থ্য মোঁদের সঙ্গতি।
রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
বুনিয়াদি আদি-মিস্তিরি !
তোমার আশিসে হাতিয়ার হাতে
হাসি-মুখে ত্রিভুবন ফিরি।

সাঁঝাই

সাঁঝে আজ কিসের আলো,
ভুলালো মন ভুলালো।
ফাগুয়ার ফাগ মিলালো
শরতের মেঘের মেলায়।
আলোতে ডুবিয়ে আঁখি
পুলকে ডুব্‌তে থাকি।
হুবহু সোনার ফাঁকি
ঝুরুঝুরু হাওয়ার খেলায়।

মরি, কার পরশ-মণি
গগনে ফলায় সোনা।
হৃদয়ে নূপুর-ধ্বনি—
অজানার আনাগোনায়।

সোনালি জর্দ্দা চেলি
দিয়ে কে শূন্যে মেলি'
নিথরের পর্দ্দা ঠেলি'
উদাসে আঁচল হেলায়।

ধ'রে রূপ জর্দ্দা আলোর
ঝরে কার রূপের আতর।
নয়নের কার্ব্বা যে মোর
ছাপিয়ে ঢেউ খেলে যায়।

নলিনীর ক্লান্ত ঠোঁটে
অবেলায় হাসি ফোটে।
গহনে স্বপন-কোটে
সেফালি চোখ মেলে চায়।

অলকার রত্নাগারে
ঢুকেছি হঠাৎ যেন।
ডুবে যাই চমৎকারে!
সায়রে শিশির হেন;

আঙুলে হিঙুল নিয়ে
ফেরে কে মেঘ মাড়িয়ে।
গোপনের কিনার দিয়ে
পারিজাত-ফুল ফেলে যায়।

বলি, ও স্বর্গনদী !
বিলালে স্বর্ণ যদি,
তবে কি এই অবধি ?
এসো আর একটু নেমে ;

থেকনা আধেক পথে,
এস গো এই মরতে,
অতসীর এই জগতে
প্রতিমার কপোল ঘেমে।

মরতের কুঞ্জগেহে
ঝ'রে যে যায় গো চাঁপা,
তারা রয় তোমার দেহে,
সে বরণ রয় কি ছাপা ?

ধরণী সাজ্‌ল ক'নে
যে আলোর সুচন্দনে
সে আলোর আলোক-লতা
থেকনা শূন্যে থেমে।

ফুলেরা তোমায় সাধে,
সুবাসের শোলোক বাঁধে,
নিরালায় উশীর কাঁদে,
থেকনা বধির হ'য়ে,

এস গো অরূপ হ'তে
মূরতির এই মরতে,
স্থাখা দাও আলোর রথে,—
ডাকে প্রাণ অধীর হ'য়ে।

থেকনা আব্‌ছায়াতে
কিরণের হিরণ-মায়া ?
প্রদোষের পদ্মপাতে
থেকনা লুকিয়ে কায়া,
তোমারি মূক আরতির
কাঁপে দীপ প্রজাপতির,
দ্যুলোকের মৌন দু' তীর
উঠেছে মন্দির হ'য়ে।

যুক্তবেণী

হিল্লোলে হেথা দোলে লাবণ্য পান্নার !
বিভূতির বিভা ছায় সারা গায় হোথা কার !
কার রূপে পায় রূপ নিশীথের নিদালি !
কার.বুকে ভস্মে ও চন্দনে মিতালি !
ললিত-গমনা কে গো তরঙ্গভঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ; জয় জয় গঙ্গা !
খর রবি মূরছায় কার শ্যাম অঙ্গে !
তোড়ে পাড় তোলপাড় কার গতি-রঙ্গে !
নীল মাণিকের মালা শোভে কার বেণীতে !
কে সেজেছে ফেনময় ধুতূরার শ্রেণীতে !
মাধব-বধূটী কে গো হর-অরধঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !
কালীয় নাগের কালো নির্ম্মোক পরে কে !
হর-জটা ভুজগেরে ভুজতটে ধরে কে !

আঁখি হায় কে ভুলায় তরলিত তন্দ্রা !
সাগরের বোল বলে কে ও ভাল-চন্দ্রা !
শরীরিণী স্বপ্ন এ, সরণি ও সংজ্ঞা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

ছায়া-ঘন দেহে কার স্নেহ আর শান্তি !
কে চলেছে ধুয়ে ধুয়ে ধরণীর ক্লান্তি !
এ যে আঁখি ঢুলাবার—ভুলাবার মূর্ত্তি !
ও যে চির-উতরোল কল্লোল-স্ফূর্ত্তি !
সুখে এ যে মোহ পায় ও বাজায় ডঙ্কা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বাহুপাশে বাঁধা বাহু গৌরী ও কৃষ্ণা !
কোলাকুলি করে একি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা !
কালোচুলে পিঙ্গলে একি বেণীবন্ধ !
ঘুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব !
সখী-সুখে মুখে মুখে ছুছঁ নিঃসঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

খুলে যায় মুহু আজ অন্তর-দৃষ্টি !
অবচন একি শ্লোক ! অপরূপ সৃষ্টি !
সাম্যের একি সাম ! পূত হ'ল চিত্ত !
নিত্যের ইঙ্গিত—এ মিলন-তীর্থ !
টুটে ভেদ-নিষেধের শিলাময় জঙ্ঘা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বিধি-কৃত সংহিতা ! হের ছাখ নেত্র
আর্য্য-অনার্য্যের সঙ্গম-ক্ষেত্র !

গলাগলি কোলাকুলি আলো আর আঁধারে!
ঢেউএ ঢেউ গেঁথে গেঁথে চলে যেতে পাথারে!
আঙুলে আঙুল বাঁধা ভেদ-বাধা-লঙ্ঘা!
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!

দেহ প্রাণ একতান গাহে গান বিশ্ব!
অমা চুমে পূর্ণিমা! অপরূপ দৃশ্য!
চুয়া মিলে চন্দনে! বর্ণ ও গন্ধ!
চির চুপে চাপে বুকে শতরূপা-ছন্দ!
অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলঙ্কা!
জয়তু যমুনা জয়, জয় জয় গঙ্গা!

অপরূপ! অপরূপ! আনন্দ-মল্লী!
অপরাজিতার হারে পারিজাত-বল্লী!
দ্রবময় দর্পণে হরিহর-মূরতি!
অপরূপ! দ্রব-ধূপ দ্রব-দীপে আরতি!
মন হরে! জয় করে সঙ্কোচ শঙ্কা!
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!

অরুন্ধতী

[বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর শত পুত্রকে কল্মাষপাদ রাজা ক্রোধে রাক্ষসের ন্যায় হইয়া বিনষ্ট করেন; এই শত পুত্রের জ্যেষ্ঠ ছিলেন শক্তি। ক্ষমাধর্ম্মী পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ তপঃক্ষয়ের ভয়ে পুত্রহন্তা কল্মাষপাদকে কিছু না বলিয়া আত্মনাশের জন্য নিজেকে পাশবদ্ধ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু নদী তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া পাশ মোচন পূর্ব্বক তীরে নিক্ষেপ করে; সেই হইতে ঐ নদীর নাম বিপাশা। তিনি পুনর্ব্বার অন্য নদীতে নিমজ্জিত

হইলে সে নদীও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া শতদিকে ধাবিত হয়; সেই নদী সেই হইতে শতদ্রু নামে পরিচিত।

শক্তি্র হত্যাকালে তাঁর পত্নী গর্ভবতী ছিলেন; সেই গর্ভজাত পুত্র পরাশর পরে পিতৃবধের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পৃথিবী হইতে রাক্ষস এবং রাক্ষসপনা উচ্ছেদ করিবার জন্য রাক্ষস-সত্রের অনুষ্ঠান করেন।]

জাগো বধূ! জাগো, কত ঘুম মাগো
যাস্ তুই অকাতরে,
স্বপ্ন,—সত্য,—সব কিছু মিলে
মোরে যে পাগল করে।
এখনো কাঁপিছে হৃৎপিণ্ডটা
স্বপনের তাড়নাতে,
স্মর গোবিন্দে চিত্ত রে মোর
বিভীষিকাময় রাতে।
ভোরের বাতাস ওঠে নি এখনো
কালিয়ে গিয়েছে দেহ,
স্তিমিত গার্হপত্য অগ্নি
নিশুতি—নিথর গেহ।
নিদ্-মহলের সাতালি-পাহাড়-
প্রাচীরেতে ঘেরা ঘরে—
সবাই ঘুমায়; কালসাপ শুধু
মোরে দংশন করে।
শয়নে স্বপনে অন্তরে মোর
নাই শান্তির কণা,—
স্মরি' দিনে রাতে মানুষের হাতে
মানুষের লাঞ্ছনা।

জাগো বধূ জাগো, কত মা ঘুমাস্
বিধবার কম্বলে,
ছায়ার মহলে ছুঁয়ে থাকি তোরে,
ভয় ভাঙি কথা ব'লে।

গর্ভে তোমার আশার আধার
শক্তির সন্তান,
স্বপ্ন সে যদি সাঁচা হয়, বাছা,
ঘুচাবে সে অপমান।"

পিতৃ-বধের দিবে প্রতিশোধ
গর্ভ-শয়ান আশা,
বধূ! বধূ! তুমি অস্ত-ভানুর
ন্যস্ত তেজের বাসা।

নর-রাক্ষসে নষ্ট করেছে
মোর সন্ততি-মালা,
এই অনাগত ঘুচাবে সে ক্ষোভ
ঘুচাবে শোকের জ্বালা।

শক্তি আমায় এই ব'লে গেল,
স্বপ্ন সে নয়,—সাঁচা,
তপ্ত বৈতরণী পার হ'য়ে
এসেছিল মোর বাছা।

এসেছিল মোর প্রথম প্রসূন
আমারি শিয়রে হা রে,
শস্ত্রপাণির সস্তা দেমাক
বলি নেছে হায় যারে।

যমলোক হ'তে এসেছিল ফিরে
অতিথি বাঞ্ছনীয়,
শোকাতুর মায়ে সান্ত্বনা দিতে
আমার মমতা-প্রিয়।

নয় সে ভীষণ, নয় কুৎসিত,
একটু কেবল ম্লান।
দ্যাখ্ মেয়ে, তারে ফিরে পেয়ে মোর
অশ্রুর অবসান।

অবাক্ নয়নে রহিনু চাহিয়া,
কথা না জুয়ায় মোর;
হারা মরা তবে ফিরে পাওয়া যায়,
এই বিস্ময়ে ভোর।

সহসা শুনিনু শক্তি, কহিছে!—
"ত্যাজো মা মিথ্যা শোক,
মৃত্যু মিথ্যা, কালে কালে শুধু
ত্যজি মোরা নির্ম্মোক।

অমর আত্মা, সাক্ষী তাহার—
দেখ মা, এসেছি ফিরে,
প্রাণ-লোকে দ্বিজ হয়েছি, ডুবিয়া
মৃত্যুনদীর নীরে।"

চুম্বিয়া শিরে কহিলাম ধীরে—
এসেছিস্ ফিরে যদি,
মায়েরে ছাড়িয়া যাস্‌নে রে দূরে
কাছে থাক্ নিরবধি।

প্রাণে প্রাণে তুই আছিস্ দেখিয়া
হৃদয় অমৃতে ভরে,
দুঃখ-সুখের মিলিত কাকলি
কণ্ঠে কলহ করে।

ভুলে যাই শোক, ভুলে যাই গ্লানি,
ভুলি যত যন্ত্রণা,
কিন্তু ভুলিতে নারি ক্ষত্রের
এই রাক্ষস পনা।

তাই তো তোমার কথা শুনে মোর
মন দিতে নারে সায়,
শত শরতের শ্লথ নির্ম্মোক
নিজে খসে জানি; হায়,—

কাঁচা গায়ে ছুরি বসাবে তা' ব'লে—
সে কি নির্ম্মোক খোলা?
মৃত্যু মিথ্যা ব'লে কভু যায়
হত্যার পাপ ভোলা?

কলুষ-ক্লিন্ন কল্মাষপাদ,—
রাক্ষস নর-বেশে;
হরিণ বরাহ নির্ম্মূল করি
মানুষ মৃগয়া শেষে?

লঘু দোষে গুরু দণ্ড করিবে
হায় রে শস্ত্রপাণি,
দিতে যা' পার না সেই প্রাণ নেবে
এত কি মস্ত মানী!

কেড়ে নেবে কিনা বিধাতার দেওয়া
বাঁচিবার অধিকার,
দম্ভ সুরার ঠুন্‌কো কলস
স্পর্দ্ধা এমনি তার !

পথের কলহ ঘটে অহরহ,
তার নাকি এই সাজা ?
বিস্মৃত হল—বিশ্বপ্রজার
প্রধান সেবক রাজা।

বিনা দোষে বুকে শেল দিল মোর
কোল খালি একেবারে,
শত পুত্রের কঙ্কাল কাঁদে,
এ ব্যথা জানাব কারে ?

নাই প্রতীকার নরহত্যার ?
এ কি নিদারুণ, হায়,
ত্যক্তশস্ত্র—ব্রতধারী—জেনে-
শুনে তবু মেরে যায় !

করে কশাঘাত মদ-গর্ব্বিত
ক্ষত্রিয়-রাক্ষস,
ব্রহ্মনিষ্ঠ সহে অনিষ্ট—
পরবশ ! পরবশ !

ক্ষমা-ধর্ম্মীর ক্ষত হিয়া জ্বলে
স্ববশে আনিতে রোষে,
আপন অঙ্গ কাটে ভুজঙ্গ
অক্ষম আক্রোশে।

সপ্ত সিন্ধু ব্যাপিয়া বাড়ব
বহ্নি-নিশাস ফেলে,
আঁধারে আলেয়া বাতাস বিষায়ে
লেলিহ জিহ্বা মেলে।

পাশ বেঁধে গলে ঝাঁপ দিলে জলে
খোলে পাশ বিপাশায়,
দেহ তুলে দিয়ে কূলে শতদ্রু
শতধা সে দ্রুত ধায়।

বৃহৎ জীবন—ব্রহ্মণ্যের—
মহা আদর্শ নিয়ে
তপঃক্ষয়ের ভয়ে কাটে কাল
অশ্রু-সলিল পিয়ে!

বাছা রে, ব্যথার অন্ত কোথায়?
বুকভরা হাহাকার;
রাক্ষস-পনা করে রাজন্য
কোথা এর প্রতীকার?

প্রাণ করে খালি আথালি-পাথালি
নিষ্ক্রিয় নাগপাশে,
শত সন্তান নিহত আমার
অকারণে অনায়াসে।

হইনু নীরব, দ্রুত অপসারি
তপ্ত অশ্রুনীরে;
হিম হাতখানি থুইল শক্তি
ললাটে আমার ধীরে।

ঝিম্ ঝিম্ মাথা, ছেয়ে আঁখিপাতা
'ধোঁয়া করে গুগ্‌গুল !
দেখিনু বধূ লো নাভিপুটে তোর
ফুটেছে পদ্মফুল !
পদ্মফুলের কোলে হাসে ছেলে
নয়ন-জুড়ানো মুখ,
যে ছেলের তরে আছে প্রাণ ধরে'
হিয়া মরণোৎসুক।
দেখিতে দেখিতে বড় হ'য়ে ওঠে
পদ্মফুলের ছেলে,
করে তপস্যা, বিনা ইন্ধনে
হোমের আগুন জ্বেলে'।
শোকে শুচি সেই তরুণ তাপস
ঋত্বিক্ দৃঢ়মনা,
তপের প্রভাবে পোড়ায় ধরার
পাপের আবর্জ্জনা।
জ্বলে রাক্ষস-সত্রের শিখা—
জ্ব'লে উঠে রণরণি',
পিতৃবধের শোধ নিতে, পড়ে
মন্ত্র আকর্ষণী।
দূর সুদূরের উগ্র ক্রূরের
মন্ত্র সে কেশে ধরে,
পাগলের মত রাক্ষস যত
আঘাতে পরস্পরে !

বাড়ে রাক্ষসে রাক্ষসে রণ
রূঢ় রাক্ষসী রীতে;
বাড়ে রাক্ষস-সত্রের শিখা
নব নব আহুতিতে!
ভূত-তাড়িতের মত এসে পড়ে
আগুনের ঘূর্ণাতে,
পোড়ে নৃশংস অসুর-বংশ
পাপের পাংশু মাথে।
ত্রাণ পেতে কেহ আঁকড়ে পাহাড়,
পাকড়ে বনস্পতি,
মন্ত্রের বলে তবু দলে দলে
পুড়ে মরে মূঢ়মতি!
বিকট শব্দে কাঁপে দশদিক্,
কেঁপে কেঁপে ওঠে ধরা,
যজ্ঞের শিখা জ্বলে অক্ষয়,—
তন্দ্রা নাহিক ত্বরা।
পোড়ে রণ-ব্রত নর-ভোজী যত,
পুড়ে মরে ক্রূরমনা,
ব্যবসা যাদের পরপীড়া আর
পরের উদ্বেজনা।
পোড়ে দর্পিত দর্প-মদের
খর্পর নিয়ে হাতে,
নর-কঙ্কালে গড়া পালঙ্কে
পুড়ে মরে প্রিয়া সাথে।

রক্ষ-কুলের বাঘা পোড়ে, পোড়ে
রক্ষ-কুলের মূষা,
হাঙর-দাঁতের কণ্ঠী গলায়,
সাপের চক্ষু ভূষা।
ধূধূ ধূধূ শুধু বহ্নি বাড়িছে,
ধূমে নভতল ঢাকে,
হুড় ক'রে হুড়োমুড়ি' ক'রে পোড়ে
নিশাচর লাখে লাখে।
দৈত্য—অসুর—রাক্ষস পোড়ে,
পোড়ে রাক্ষস-পনা,
পুড়ে যায় যার যতটুকু আছে
নৃশংসতার কণা।
বাঘের নখের ধার গেল, গেল
বরাহের দাঁত উঁচা,
কাঁটার সাঁজোয়া খোয়ায়ে হঠাৎ
সজারু হইল ছুঁচা!
পোড়ে কত রাজা কত রাজন্য
ক্রূরতার অবতার।
ডান হাত সহ কল্মাষপাদ
জিহ্বা খোয়াল তার।
দেখি সে দৃশ্য ক্রূর আনন্দে
জ্বলজ্বল আঁখি মোর,
সহসা কি দেখি! আঁখি ছুঁতে আসে
সত্রের শিখা ঘোর।

ফাঁফরে পড়িয়া ধাই আতঙ্কে
শিখা ধায় সাথে সাথে,
প্রাণ করে ত্রাহি, মুখে রব নাহি,
অশ্রু নয়ন-পাতে।
ছুটিয়া চলেছি অসীম শূন্যে
পিছে ফেলে দিবা নিশি,
ছুটিয়া চলেছি ; সহসা সমুখে
নেহারি সপ্ত ঋষি !
মোরে যেন তারা নারে চিনিবারে,
মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ;
"ক্রূর আনন্দ—এ তার দণ্ড"
বলে রে পরস্পরে।
বলে—"রাক্ষস-সত্রের শিখা
সব ক্রূরতার অরি,
নিঠুর সুখে সুখিত যে আঁখি
সে আঁখি আহুতি ওরি।"
ডুকরিয়া কেঁদে উঠিলাম জেগে
শঙ্কা-আবেগে কেঁপে,
বধূ! বধূ! এ কি সাঁচা না স্বপন?
মন যে রয়েছে চেপে।
এই আছ তুমি,—এই দৃঢ় ভূমি,—
জেগে আছি, আছি ঘরে ;
সত্যে স্বপনে মিলে তবু, হায়,
আমারে পাগল করে।

রোসো বধূ রোসো, আরো কাছে বোসো,
আর ভয় নাই কোনো,
আশা-ভ্রূণ মোর তোমারি জঠরে
করে বেদগান শোনো।
স্বপ্ন আমার একেবারে মিছে
হবে না জেনেছি প্রাণে,
পাপের পঙ্ক পুড়ে যাবে, তোর
পুত্রেরি কল্যাণে।
ভাবিস্ নে মনে বিশ্ব সৃজিয়া
বিধাতা নেছেন ছুটি,
ভাগ্যচক্র ঘোরায় মোদের
ভৃঙ্গীর ভির্‌কুটি ;—
ভুল কথা, বধূ, মরণের মূল,
ও-কথা আমি না মানি,
চরমে ধরম হবে জয়ী হবে
মরমে মরমে জানি।
নিঠুর দর্প বিপুল সর্প
নোয়াবে নোয়াবে ফণা,
হবে রাক্ষস সবনে ভস্ম
পাপের আবর্জ্জনা।
এই তপোবনে স্বপনের নিধি
পদ্ম-ফুলের ছেলে --
জাগিবে ; জাগিবে তরুণ তাপস
পাপের তিমির ঠেলে।

এই চোখে আমি দেখিব তাহার
ললাটে যজ্ঞ-টীকা,
দেখিব তাহার মহাসত্রের
আহুতি-বিপুল শিখা।
ক্রূর আনন্দ দূর ক'রে দিয়ে
পাঠা রে পাতাল-বাসে,
ধর্ম্মের জয় দেখিব বসিয়া
সপ্ত ঋষির পাশে।

ছন্দ-হিন্দোল

মেঘ্‌লা থম্‌থম্‌, সূর্য্য-ইন্দু
ডুব্‌ল বাদ্‌লায়, দুল্‌ল সিন্ধু!
হেম্‌-কদম্বে তৃণ-স্তম্বে
ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রুবিন্দু!
মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন,
মেঘ-সমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন!
দগ্ধ-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির
মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।
গ্রীষ্ম নিঃশেষ! জাগ্‌ছে আশ্বাস!
লাগ্‌ছে গায়—কার দৈবী নিঃশ্বাস!
চিত্ত-নন্দন দৈবী চন্দন
ঝর্‌ছে, বিশ্বের ভাস্‌ছে দিশ্‌পাশ!
ভাস্‌ছে বিল খাল্‌ ভাস্‌ছে বিল্‌কুল্‌!
ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌টায় হাস্‌চে জুঁইফুল!

ধান্য শীষ্ তার কর্‌ছে বিস্তার—
তলিয়ে বন্যায় জাগ্‌ছে জুল্‌জুল্ !
বাজ্‌ছে শূন্যে অভ্র-কম্বু ;
কাঁপ্‌ছে অম্বর কাঁপ্‌ছে অম্বু ;
লক্ষ ঝর্ণায় উঠ্‌ছে ঝঙ্কার
"ওম্ স্বয়ম্ভু !" "ওম্ স্বয়ম্ভু !"
ঝর্‌ছে ঝর্ঝর্, ঝর্‌ছে ঝম্‌ঝম্,
বজ্র গর্জ্জায়, ঝঞ্ঝা গম্‌গম্,
লিখ্‌ছে বিদ্যুৎ মন্ত্র অদ্ভুত,
বল্‌ছে তিন লোক "বম্ ববম্ বম্" !
'বম্ ববম্ বম্' শব্দ গম্ভীর !
বৃন্তে ছম্‌ছম্ স্তব্ধ জম্বীর !
মেঘ্-মৃদঙ্গে প্রাণ সারঙ্গে
স্বপ্ন-মল্লার, স্বপ্ন হাম্বীর !
সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ কল্লোল !
ঝিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল !
মূর্চ্ছে বীণ্ আর মূর্চ্ছে বীণ্‌কার—
মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দ-হিন্দোল !

কাগজের হাতী

বা

নব্য দিঙ্‌নাগ প্রশস্তি

দূরে থেকে দেখে দিগ্‌গজ ব'লে
ভুল করেছিনু প্রায় তারে,
কাছে এসে দেখি দিগ্‌গজ একি
নজ্‌গজে এ যে একবারে!
পথ জুড়ে চলে প্রতি পদে টলে,
চ্যাচাড়ি-চেরাই-দন্ত রে,
ঘোড়া ভড়্‌কায় দেখে আচম্‌কা,
ছেলে ভয় পায় অন্তরে!
আগে আগে চলে ময়ূরপঙ্খী,
কাগজের হাতী ধায় পিছে,
প্রহ্লাদ মারা শুঁড়ের বহর,
কিন্তু সে ভুয়ো, সব মিছে!—
ও শুঁড় কারেও মুড়ে তুলে কভু
পাটে তুলে রাজা করবে কি?
ও শুঁড় কখনো মহালক্ষ্মীর
অভিষেক-ঘট ধরবে কি?
ও শুঁড়ে পাকড়ি বট-পাকুড়ের
পাতাটাও ছেঁড়া যায় না রে,
ও শুধু থাম্‌কা সমাস ভাঙিতে
পটু টেনিসন-টার্ণারে॥

নাপ্পি-পীরিতি-কথা

বাক্যে অর্থে ফার্‌খৎ হেরি,
ফার্‌খৎ রাধা শ্যামে ;—
রাসের মঞ্চে নাচিছে আয়ান,
শিশু রাই নাচে বামে।
যাস্ক স্মরিছে মুস্কিলাসান,
বররুচি কাঁপে প্রাণে ;
ইস্কুলে ঢোকে অমর-সিংহ
শিখিতে কথার মানে !
ডিগ্‌বাজী খায় ছাপার হরফ,
ডিক্স্‌নারী গেল তল,
রসের কুঞ্জে চাষ দিতে আসে
পদ্মাপারের দল্ !
শব্দ ধুনিয়া ধাঁই ধাঁই, করে—
কার্‌দানী বিস্তর ;
গৌড়-বঙ্গ হাঁ-করিয়া শোনে
'পূর্ব্ব' মানে যে 'পরি' !
অর্থ শব্দ হয়েছে জব্দ
বেফাঁস বাক্য-জালে,
পূর্ব্বরাগের মানে সেই রাগ
ঘটে যাহা পরকালে।
নাপ্পি-খোরের পড়শীরা নোনা-
মাছ গেঁথে বঁড়্শীতে,
করে বাহাদুরী গুম্ফ চুমরি'
নাপ্পি-নায়িকা-প্রীতে !

পূর্ব্বরাগের হাড়েতে দূর্ব্বা
গজাইয়া সারি সারি,
বিশ্বে যা' সাঁচা, বঙ্গে তা' মিছে,
ভণিছে পদ্মাপারী !
বাজাইয়া ধামী রজকিনী রামী
কহিছে চণ্ডীদাসে,
'চল বড়ু রসতত্ত্ব শিখিব
পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে !
তুমি যে রামীর পূর্ব্বপুরুষ
সন্দেহ তার নাই,
পরপুরুষে ও পূর্ব্বপুরুষে
হয়ে গেছে একজাই !
'পূর্ব্ব' মানে যে 'পিছন' হে বঁধু !
সেই কথা পাকা কথা,
ফক্কিকা-কৃত ব্যাখ্যান এ যে,
নাহি মিলে যথা-তথা !
পদ্মা পারের প্রতিভা চেরাগে
নব-বাণী লহ প'ড়ে,
পূর্ব্ব-বঙ্গ মানে সে বঙ্গ
পিছিয়ে যে রয় প'ড়ে !
যাদের কথার টানে সাড়া দেয়,
ডিশিন নিশিন-পাড়া,
তাদের সদনে তত্ত্ব শিখিব,
চল বড়ু, কর তাড়া।"

পূর্ব্বরাগেরে পান্তা করিয়া,
পান্‌সে করিয়া নাড়ী,
নাপ্পি-পীরিতি সাধনার রীতি
বাখানে পদ্মাপারী ॥

সাল্‌-পহেলী

শূন্যে ঘোরে সূর্য্য শত সোনার চাঁপা ছড়িয়ে রে!
অগাধ আকাশ—নাগর-দোলার দেশ!
চক্রে চলে চন্দ্র-তারা জ্যোতির পরাগ উড়িয়ে রে!
নাইক সুরু, নাই সে গতির শেষ!
সেই অশেষের অনির্দ্দেশে অলখ্‌-লেখার দাগ দিয়ে
নূতন হ'য়ে নিচ্ছে চিরন্তন;—
ডালিম্‌-ফুলে উথ্‌লে পুলক,—কুসুম-ফুলে ফাগ দিয়ে,
চন্নাদের গায় দিয়ে চন্দন;—
স্বপন-পুরে চল্‌ছে উড়ে দেখিয়ে আঙুল কোন্‌ দূরে,
না পাই এঁচে কয় কি ইসারায়,
আশার আলোয় গলিয়ে আঁধার জ্বালিয়ে বাতি কর্পূরে
চাঁদের চোখে চমক দিয়ে চায়!
উড়িয়ে ফুঁয়ে তুলোট-পুঁথি ধূলোট খ্যালে চুল্‌বুলে—
ফুল-বিলাসী দখিন হাওয়া, তাই,
সুর হেনে তিন পিচ্‌কিরি পিক ছায় জাগিয়ে বুল্‌বুলে—
পাপিয়া শ্যামার কণ্ঠে বিরাম নাই!
সিঁদুর-মাখা সোনার মোহর কৃষ্ণচূড়া তাই ঢালে
সদর-পথে দরাজ ক'রে মন,

আনন্দেরি মুদ্রা ঝরে বকুল-ফুলের টাঁকশালে,
আলোয় আলো গন্ধরাজের বন !

*　　*　　*　　*

পাওনা দেনার গদিতে আজ গাওনা চলে দিল্‌খোলা,
দম্‌কা খরচ করছে বেনের দল,
কেবল ধূনো-গঙ্গাজলে আজ খুসী নয় হাটখোলা,
আজকে সেথায় চল্‌ছে গোলাপ-জল !
চল্‌ছে খুসীর সওদা শুধু, চল্‌ছে নিছক শিষ্টতা—
প্রসন্নতার সদাব্রত আজ,
আনন্দ আজ মূর্ত্তিমন্ত; কুটিল ভুরুর ক্লিষ্টতা
তলিয়ে গেছে কোন্ অতলের মাঝ !
পান্না-পাঁতির ছিল্‌কে দিয়ে সাজিয়ে অশথ দেবদারু
তরুণ হ'তে ডাক্‌ছে তরুর দল,
নূতন পাতার নূতন খাতা !...আজ বাকী না রয় কারু
খুল্‌তে হৃদয় ভুল্‌তে অকৌশল।
বাতিল হ'ল বকেয়া কেতাব, আর যেন না যায় দেখা
অসংখ্য ভেল অসংখ্য ভুল তার,
নিরঙ্ক এই নূতন খাতায় নিষ্কলঙ্ক লেখ্ লেখা,
পঙ্কে ফুটুক পদ্ম চমৎকার !
জানিয়ে দে রে এই প্রভাতের নবীন প্রভার দেব্‌তাকে
নূতন হবার শক্তি চিরন্তন,
ডুবিয়ে দে রে অনুশোচন, যা কিছু আক্ষেপ থাকে—
আজকে ক্ষ্যাপা ! সব দে বিসর্জ্জন।
তাজা হবার তাগিদ্ এল সৃজন ক'রে নওরোজে,
জঞ্জালে আজ আগুন জ্বালার দিন,

চাকার ভিতর চল্‌ছে চাকা,...বুঝ আছে যার সেই বোঝে,
জমায় পাড়ি অগাধ জলের মীন।

দিন কিনে নে প্রাণের হাটে ঘূর্ণি-ঘোরার মাঝখানে
বৃহৎ প্রাণের চাই রে রসদ চাই,
নূতন তারে সাজিয়ে সেতার চল্‌ সে গুণীর সন্ধানে,
নবীন প্রাণের গান আছে যার ঠাঁই।
প্রাচীন শাখী তরুণ হ'ল কিসলয়ের হাস্যে রে,
বিশ্বে চলে রসের রসায়ন,
নূতন তালে রক্ত চলে হিয়ায়, হাওয়ায়, লাস্যে রে,
নবীন আলোয় বিভোল্‌ দু'নয়ন!
চিরদিনের ঘূরন্‌-পাকে এই যে নূতন মন-গড়া
এর সাথে আজ মিলিয়ে নে রে হাত,
অশোক-ফুলের স্তবকে, ছাথ, রাঙা-চেলীর গাঁটছড়া
জর্দ্দা-চেলীর উত্তরীয়ের সাথ!
বাঘছালে যার নাগের বাঁধন তার দু'নয়ন ঢুল্‌ছে রে
ভুল্‌ছে সে আজ বিষাণ-বাদন তার,
আরম্ভেরি বোল্‌ কেবলি ডমরু তার তুল্‌ছে রে,
অম্বরে ভায় স্বয়ম্ভু-ওঙ্কার!

ভীম-জননী

[ভীম-জননী কুন্তী যখন পঞ্চপুত্র সহ একচক্রাপুরে অজ্ঞাত-বাস করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে একচক্রার রাজচক্রবর্ত্তী বক-রাক্ষসের নিয়মে প্রজাদের ভিতর হইতে প্রতিদিন এক এক জনকে রাজার আহার্য্য হইতে হইত।

কুন্তী যে গৃহে ছিলেন একদিন সেই গৃহের সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারেন যে, সেদিন ঐ পরিবারের মধ্যে কোনো একজনের রাক্ষসের মুখে যাইবার পালা। কুন্তী আশ্রয়দাতা-গৃহস্বামীকে অনেক বুঝাইয়া নিজ পুত্র ভীমকে বকের কাছে পাঠান।]

গায়ের রোয়াঁ যায় না ছাথা, সন্ধ্যা হ'ল রাত্রি আসে ;
কুয়াসা কি জমাট ছাথো, একটি তারাও নেই আকাশে !
পাখীর ডাকা ঘুমিয়ে গেল, ঝিঁঝির ডাকা ঝিমিয়ে জাগে ;
ডাল্-পালাতে অন্ধকারের অন্ধ হাওয়ার উছট্ লাগে।
শব্দ কি ও? ভীম কি এল ?...কেউ না, বুঝি নেক্ড়ে তবে—
সাঁঝ না হতেই গাঁয়ের পথে শুক্‌নো পাতায় ফির্‌চে, হবে।
ব্রাহ্মণেদের বাস্তু এ গ্রাম, বাণের শঙ্কা নাইক মোটে,
তাই শিকারের অন্বেষণে জনপদেও আপদ্ জোটে।
নাই সাহস একচক্রাপুরে, ধর্‌তে ধনুক কেউ না জানে,
নইলে কি বক-রাক্ষসে রাজচক্রবর্ত্তী মান্‌যে মানে ?
পালা ক'রে গাঁয়ের লোকে রাক্ষসে ছায় মানুষ খেতে,
শকট ভ'রে অন্ন জোগায় প্রত্যুষে হায়, প্রত্যেকেতে।
পালা এল এই ঘরে আজ কান্নারোলের মধ্যিখানে—
ঠাঁই দিলে যে নিরাশ্রয়ে রাক্ষসে আজ তাদের টানে।
মাথা গুঁজে যাদের ভিটায় নির্ব্বাসনের ক্লেশ ভুলেছি,
তাদের মুখে কি শুনি আজ ?...চম্‌কে গেছি, চম্‌কে গেছি !
রাজায় প্রজায় খাগু-খাদক ! কেমন রাজা ! কেমন প্রজা !
এ অনাচার সয়না প্রাণে স্পষ্ট ব'লে দিলাম সোজা।
কাঁচা মাথা খাজ্‌না নেবে ? এই কি, ছি ছি, রাজার রীতি,
নইলে পরে শাস্তি দেবে জ্বালিয়ে ভিটা জাগিয়ে ভীতি !

চম্‌কে গেলাম ব্যাপার শুনে, অনার্য্য এ, অনার্য্য এ ;
অব্রহ্মণ্য ব্রহ্মাবর্ত্তে! ব্রাহ্মণেরে বুঝিয়ে ক'য়ে—
উপরোধে পথ রুধি তার, – অনুরোধের আঁচল গলে,—
বন্ধ ক'রে দিলাম যাওয়া ; পাঠিয়ে দিলাম তার বদলে
ভয় বিজয়ী ভীমকে আমার আশীর্ব্বাদের কবচ দিয়ে,
ধনুর্ব্বাণে সাজিয়ে নিজে, বীর যে এ মোর পীযূষ পিয়ে।
বনবাসের দুর্গ যে মোর, মত্ত হাতীর বল যে ধরে,
বৃকের প্রতিমল্ল যে বীর, পাঠিয়েছি সেই বৃকোদরে।
জয়ী হবে পুত্র আমার মুখ তুলে চান্ দেব্‌তা যদি,
হবে সে একচক্রাপুরের চক্রবর্ত্তী দৈত্য বধি'।
ঠাকুর! ঠাকুর! ..চ্যাঁচায় প্যাঁচা!...বুকের ভিতর মুচ্‌ড়ে ওঠে,
গায় কাঁটা দ্যায়...ভীমকে আজি পাঠিয়েছি রাক্ষসের কোটে।
বালাই!...বালাই!...কি ছাই ভাবি...ডেকেছে কর্ত্তব্য তাকে,
নিত্য ভয়ে দ্যায় যে অভয় বিপদে তায় দেব্‌তা রাখে।
তাজা বুকের রক্ত যে চায় খাজনারূপে প্রজার কাছে,
কাঁচা মাথার মজ্জা যে খায়, নিত্য নরমাংস যাচে,
তার দাবীতে সই দিয়ে লোক বেঁচে ম'রে রয় কি ক'রে,
কেমন ক'রে বাঁচে মানুষ কাঁটার শেযে সাপ-শিয়রে!
শুনেছি ক্রূর রক্ষা করে এ-গ্রাম পর-চক্র হ'তে
গলাতে কেউ নারে মাথা হেথায় নাকি কোনই মতে ;
পারে না কেউ দাঁত বসাতে এম্‌নি নাকি জলুস্ দাঁতে,
প্রজার মাথা খরচ শুনি দাঁতের জলুস রক্ষা-খাতে!
শাসন কড়া, শাস্তি চরম, যেমন শাস্তি যমের ঘরে,
রাক্ষসের এই রাখালীতে জীয়স্তে লোক রয় রে ম'রে।

পরের চক্র ব্যর্থ করার বেতন বড় নিচ্ছে বেশী,
তপস্বীদের খাচ্ছে মাংস পশুর মতই এ রাজ-বেশী।
পালা ক'রে প্রাণ দিতে যায় অজগরের-দৃষ্টি-জরা,
বরাদ্দ রোজ একটি মানুষ!—রাক্ষসের কি রক্ষা করা!
বাঁধা-বিধান নিত্য-সেবার—আজ ছেলে যায় কাল্‌কে পিতা,
নইলে ঘটায় অনর্থ হায়, ঘরে ঘরে শোকের চিতা!
নাই মানুষ একচক্রাপুরে, এমন নিদেশ নইলে মানে?
খাজনা নেবে ছেলের মাথা, মানুষ হয়ে সইবে প্রাণে!
ভীম গিয়েছে···তার কাছে আজ···আপ্‌নি দিতে গ্রামের দেয়;
আমার ছেলে,···বীর সে···ছুঁতে পার্‌বে না কেশাগ্র কেহ।
মূর্ত্ত পাতক মানুষ-খাদক নষ্ট হবেই; দেব্‌তা আছে;
ধর্ম্ম-ক্রোধের দীপ্ত-পাবক পারবেনাকো ভীমের কাছে।
জয়ী হ'য়ে ফির্‌বে ছেলে, দিব্য চোখে দেখ্‌ছি আমি,
শুন্‌ছি কানে জয়ধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি আস্‌ছে নামি।
সংশয়ে মন স্থায়না আমল, স্থায়নাকো ঠাঁই আশঙ্কারে,
ব্যথাই পেলাম, পেলাম না ভয় যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারে।
যতই আমায় দুষ্‌ছে লোকে, বল্‌ছে যতই দুঃসাহসী,
টল্‌ছে না মন আজ সে যেমন অত্যাচারের মৃত্যু অসি!
আজ সে যেন বিধির বজ্র, স্বয়ং যোগান্ বল বিধাতা,
আজ দেখেছি ছেলের দেহে অভয়ব্রতী অভয়-দাতা!
তাই পেরেছি পাঠিয়ে দিতে মূর্ত্তিমন্ত মৃত্যু-মুখে,
অন্যায়ে যার প্রতিষ্ঠা তার করতে পরখ দুর্গে ঢুকে।
পাঠিয়েছি আজ কিশোর পুত্রে ক্রূরের ঘরে কৃপাণ পাণি,
প্রাত্যহিকী হত্যালীলা দেখ্‌তে নারি ক্ষত্রিয়াণী।

সর্ত্তে বেঁধে শুষ্‌বে রক্ত !...রাজস্বে প্রাণ কর্‌বে দাবী !
আতঙ্কে লোক সঙ্কুচিত নরলোকে নরক ভাবি' !
অনার্য্য এ রাক্ষসী রীত...এর সাথে নয় কোনোই রফা,—
অজগরের গরাস হ'য়ে পাংশু-মুখে ইষ্ট জপা !
হোক না সে একচক্রাপুরে দৈত্য একছত্র প্রভু,
পরের চক্রে বাঁচায় ব'লেই কুক্রিয়া নয় মান্য কভু !
মানুষ যে খায় মান্‌ব না তায়—অন্যায়ে সে কায়েম করে,
নিত্য পাপে সিক্ত সে নীচ,—বিধির বজ্র তার উপরে ;
সে বজ্র আজ পুত্র আমার—ক্ষুদ্র মানুষ মাত্র সে নয়,
রাক্ষসেদের সেই প্রতিষোধ, আজ বিধাতার নিশান সে বয়।
নিশ্বাসে তার ছিন্ন হবে অন্যায়েরি কুজ্ঝটিকা,
নৃশংস বক-রাক্ষসেরি লুপ্ত হবে রাজার টীকা ;
ভয়ের গুমোট্‌ কাট্‌বে, আবার প্রসাদ-বাতাস বইবে ফিরে,
এ বিশ্বাসেই পাঠিয়েছি তায়, সাজিয়ে তারে ধনুক-তীরে।
দেবতা যদি মুখ তুলে চান্‌, ফির্‌বে সে মোর সগৌরবে,
রুদ্র যদি রোদন পাঠান—সইতে হবে, সইতে হবে।
হৃদয় যারে বল্‌ছে শ্রেয় তাই বরেছি সরল মনে,
অসময়ে ঠাঁই যে দেছে করেছি রোধ তার মরণে।
সাপের মুখে পাঠিয়ে ছেলে দিয়েছি আজ অভয় চিতে,
নগর-জোড়া অভিশাপের আওতারি ঘোর ঘুচিয়ে দিতে।
জয়-পরাজয় হাত কারো নয়, যুঝ্‌তে হবে শ্রেয়ের লাগি ;
অজগরের দাঁড়িয়ে ঘরে লড়াই, বিধির আশিস্‌ মাগি।
আশীবিষের বিষ-দাঁতে হাত ..বীর যে হবে...সেই লাগাবে,
ওপ্‌ড়াতে দাঁত পারুক্‌, হারুক্‌, ম'লেও জগৎ কীর্ত্তি গাবে।

এই তো জানি ক্ষত্র-রীতি, ক্ষত্রিয়াণীর এই সে বাণী,
জয় না হ'লেও মান্‌ব না ভয়, আসুক বিপদ্‌, আসুক হানি

চরকার আরতি

এস এস চির-চারু চির-চেনা চরকা !
এস ঘরে শ্রীর পাদপদ্মের ভোম্‌রা !
অপলক চক্ষের জ্বেলে কোটি দেউটি
তোমার আরতি করি ত্রিশ কোটি আমরা।

শিবের ললাটে চাঁদ, সে চাঁদের বক্ষে
অঙ্কিত তোমারি সে স্বস্তিক-মূর্ত্তি,
ঘরে ঘরে জ্বেলে দাও হরষের জ্যোৎস্না,
ঢেলে দাও দেহে প্রাণে কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি।

খুল্লনা-হেন দীনা শ্রীহীনা এ বঙ্গ,
তুমি এলে ফিরিবে শ্রী,—ফিরিবে শ্রীমন্ত,
বাংলার ফিরে এস পুরাতন বন্ধু,
অশরণা দুখিনীর কর দুখ অন্ত।

এস বাস্তব প্রিয় ! গৃহমেধী শিল্পে—
জীয়াইয়া গৃহে গৃহে পাল হে গৃহস্থে,
বস্তির দস্তর হ'য়ে যাক্‌ লুপ্ত,
দুর্ভিক্ষের রাহু যাক্‌ চির-অস্তে।

যে দেশে বানাত টুপি নিজ হাতে বাদ্‌শা
পদতলে ছিল যার দিল্লীর তক্ত,

চরকার চর্চ্চায় সেথা কার লজ্জা ?
হিন্দু ও মোস্‌লেম চরকার ভক্ত।

তোমারে করিয়া হেলা, শুনি চীন-পুরাণে,
বঞ্চিতা পতি-প্রেমে সূর্য্যের কুমারী ;
হ'ল স্বামী-সোহাগিনী সেবি' পুন' তোমা' সে,
পূজার প্রচার চীনে তদবধি তোমারি।

ময়দানবের দেশে ইন্‌কার পেরুতে
গৃহে গৃহে পূজা পেতে তুমি গৃহ-দেবতা,
পতিপ্রাণা পেনেলোপে ঘেরে পর-পুরুষে,—
বাঁচায়েছ তুমি তারে, কে না জানে সে কথা।

তোমারে নিধান ক'রে তিন বোন নিয়তি
রচে নিতি ছুনিয়ার ভাগ্যের সূত্র,
অধনের ধন তুমি চির-যুগে ধন্য,
অনাথার স্বামী তুমি অবীরার পুত্র।

সতী সে মগের রাণী সতিনীর কুৎসায়
হ'ল যবে বনবাসী, তুমি দিলে অন্ন ;
সখী তুমি ব্রিটেনের রাণী আনি বুলেনের
কাড়াকাড়ি যার বোনা 'মিটেনে'র জন্য।

কবি কবীরের মিতা সঙ্গীতে সঙ্গী
তোমারে বরণ করি কবীরেরি সঙ্গে,
কিং লীয়রের কবি হ্যাম্‌লেট-স্রষ্টা
করেছে তোমার সেবা কৈশোর রঙ্গে।

বুলবুল-কুল শোনো উল্লাস-অন্তর
বলিছে কি বসুরাই গোলাপের ফুলে নীল,—
"ইরাণের কবিবর জুলাহা-ই-অব্‌হর্‌
চরকার চর্চ্চায় মশ্‌গুল হর্‌দিন।"

শুভ-সূচী! এস শুচি-জীবনের বন্ধু!
কর্ম্মীর হে সুহৃৎ! অকেজোর শুদ্ধি!
কৃষাণীর কি রাণীর যতনের রত্ন!
দানো ফিরে জনে জনে মর্য্যাদা-বুদ্ধি।

ভুখা যে তোমার বরে লভুক্‌ সে আরবার
আত্মবশের স্বাদ—আপনাতে নির্ভর;
যন্ত্রের যন্ত্রণা দূর হোক দুনিয়ার,
কলে-গড়া 'কম্ফর্ট্‌!'—খেসারৎ বিস্তর।

নগরের নোংরায় ডুবে যায় সম্ভ্রম,
ম্লান করে মানুষেরে চিম্‌নীর নিঃশ্বাস,
অকুলীন 'কুলি' নাম—পঙ্কের অঙ্ক
মুছে দাও, দাও তুমি বিশ্বেরে আশ্বাস।

ভস্মলোচন নব ভব্যতা রুক্ষ
কল ক'রে গিলে খায় জোয়ানের জোয়ানী,
চুঁয়ে যায় ক্ষেত-ভুঁই চিম্‌নীর ধোঁয়াতে,
গঙ্গা সে সেপ্‌টিক্‌ ট্যাঙ্কের ধোয়ানী!

ভূত-বাদুড়ের মত বুক চাপে বিশ্বের
বাষ্পীয় সভ্যতা ইস্পাত-দন্ত,

কারখানা মানুষের হাড়খানা বাদে আর
সব খায়, আয়ু বল সব করে অন্ত।

ঘর্ঘর কলঘর থর্-থর্ ইমারৎ,
বুক-দুর্ব্বল-করা অহরহ কম্প,
দানবের দাঁতগুলো ঝল্‌সিয়ে দৃষ্টি
নরমাংসের লোভে ছায় যেন লম্ফ!

বাঘের গলার হাড় বার করে চড়ুয়ে!
দানবের পেটে ঢুকে মানবেরা করে কি!
যাবে যে হজম হ'য়ে নিগমের আগেতেই!
হুঁস্ নাই! হাঁশফাঁশ্! ওঠে কি সে পড়ে কি!

সারি সারি খাটে কুলি স্ত্রী-পুরুষ একসা,
রাশ রাশ ওড়ে ফেঁশো, পেটে গেলে যক্ষা;
ঘড়ঘোড়ে কল-ঘরে কার শিশু সুপ্ত?
ধূলো-তূলো রোধে শ্বাস, কেবা করে রক্ষা?

বাস্তুতে ঘুঘু চরে, তার ঠাঁয়ে বস্তি!
উবে গেল উড়ে গেল মমতার প্রিয় নীড়;
কুলিনী কোলের শিশু ফেলে' স্বামী রুগ্‌ণ
ভেগে যায় 'মেট্' সাথে, অনাচার করে ভিড়।

পদে পদে বাড়ে শুধু হৃদয়ের লঙ্ঘন—
ময়দানে কাঁদে কচি গোপনের পর্দা,
সহরের বিষ ঢোকে পল্লীর ঘর ঘর—
লালসার লোল শিখা বাড়ে রে বে-ফয়দা।

ধ্বসা পশ্চিমা লেগে প'চে যায় দুনিয়া,
ছেয়েছে কুকুর-লোভী কামনার ছোঁয়াচে,
শয়তান লেলিয়েছে বোতলের বেতালে,—
দহিছে আগুন-পানি, কে বাঁচাবে ও-আঁচে ?

বিজ্ঞান-বিজ্ঞের বিজ্ঞতা-ঝটিকায়
উড়ে গেল 'ওপ্‌পাট' ! উপে গেল সত্ত্ব !
হাজারো নিরীহ প্রাণ অকারণ বলিদান
দেমাকে করাতে পান ডাকিনীর মত্ত্ব !

জগৎ ফুকারি' বলে, ক্ষমা দে রে আর না,
নাচাস্‌নে ভূত আর অভিচার-মন্ত্রে,
সাধনার শব জেগে সাধকের মুণ্ড
ঘন ঘন করে দাবী ভৈরব-মন্ত্রে !

ব্যথিত দুনিয়া কাঁদে ; এস তুমি চর্‌কা !
কলবলে কাজ নাই, প্রাণ চায় শান্তি !
এসো ফিরে দুনিয়ায়, ধ্রুব হও বাংলায়
শিল্পীর ইজ্জৎ ! শিল্পের নান্দী !

হিংসা-বিরাগী জনে দিলে তুমি সুবসন,
ব্রাহ্মণে হে পুরোধা ! দিলে তুমি পৈতা ;
বাখানিতে তব গুণ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ,
বল দেখি কোন্ মতে এক মুখে কই তা' ?

মিছিল সাজায়ে করি মোরা তব উৎসব,—
রঙ্গ-সবিতা তুমি ক্রোর-দাতা বঙ্গে,

আব্‌রুয়াঁ, শব্‌নম্‌, জাম্‌দানী, মস্‌লিন্‌,
স্বপ্নের কিংখাব নিয়ে এস সঙ্গে।

ঘরে ঘরে আরবার ঠাঁই নাও আপনার,
চারুতায় ছাই দাও মিল্‌মেড্‌ শিল্পে,
কারু-ছত্রের ছাতা! বিশাইএর হাতিয়ার!
গেঁথে তোলো গ্রামে গ্রামে ঋদ্ধির পিল্পে।

"যা কিছু নিজের বশে সেই সুখ-স্বর্গ"
প্রতি গৃহ-কোণে রহি দাও এই মন্তর,
চির-দুর্ভিক্ষের কর তুমি উচ্ছেদ,
মর্য্যাদা-বোধে ভর গরীবের অন্তর।

শিশিরে যেমন ক'রে পালক গজিয়ে তোলে
প্রকৃতির ইঙ্গিতে পাখীদের অঙ্গ,
কল্যাণে চরকার আপনার দর্‌কার
পূরণ করুক আজ সেইমত বঙ্গ।

পর-প্রত্যাশা ছার দূর হোক সবাকার
নিঃস্বে স্বয়ম্প্রভু হোক উদ্‌বুদ্ধ।
পতিতা ত্যজিয়া পাঁক সৎপথে ভাত পাক্‌,
অবিরোধে মরণের দ্বার হোক রুদ্ধ।

বাঙালী পল্টনের গান

এক হ'ল আজ অষ্ট বজ্র,—যুদ্ধ ভয়ঙ্কর!
শঙ্কাহারীর ডঙ্কা বাজে বক্ষে নিরন্তর!
মর্দ্দ যারা মর্‌তে জানে—নেই কিছু কেয়ার,
হাত আছে যার সেই ছুটেছে ধর্‌তে হাতিয়ার।
সাঁচ্চা পুরুষ-বাচ্চা যারা নাচ্‌ছে তাদের মন,
মরুক বাঁচুক কর্‌বে লড়াই—এই সে আকিঞ্চন।
এমন দিনে ঘরের কোণে কে পারে থাক্‌তে?
মন আমাদের যুদ্ধে গেছে কেহই না ডাক্‌তে।
শরীর শুধুই পিছিয়ে মোদের, এগিয়ে গেছে মন—
মানস-লোকে মার্চ্চ্ ক'রে যায় বাঙালী-পল্টন!

*　　　*　　　*

মন আমাদের খাকী প'রে সেজেছে সোল্‌জার,
এমন সময় হুকুম এলো—পরোয়ানা রাজার!
পরোয়ানা এ প্রাণ-মাতানো—এমন দেখি নাই,
মন এতদিন যা চেয়েছে আজ পেয়েছি তাই।
জোয়ান্! তোমার জোয়ানী আজ দেখ্‌বে জগতে,
ঘরের পরের বাড়্‌বে আস্থা তোমার তাগতে;
অস্ত্র ধর! প্রাণের আদেশ কর্‌বে কে পালন?
বেরিয়ে পড়! বেরিয়ে পড়! বাঙালী পল্টন্!

*　　　*　　　*

অস্ত্র-দীক্ষা সমর-শিক্ষা নতুন তোমার নয়,
চার যুগই যে দিচ্ছে তোমার শৌর্য্য-পরিচয়;

দিগ্‌বিজয়ী রঘুর সঙ্গে তোমরা যুঝেছ,
কীর্ত্তি রঘুর গঙ্গা স্রোতে হেলায় মুছেছ।
আঠারো দিন বিষম লড়াই কর্‌লে অহর্নিশ
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বঙ্গ-প্রাগ্‌জ্যোতিষ।
শৌর্য্যে তোমার গৌড়েতে রাজলক্ষ্মী আকৃষ্টা,
তোমার বাহু কর্‌লে কপিল্‌-বাস্তু প্রতিষ্ঠা,
তোমার সৃষ্টি সাতগাঁ এবং শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন,
কান্‌সোনা সে তৈরী তোমার বাঙালী পল্‌টন!

*

শক-হূণে আতঙ্ক মোদের কিসের? তা' ভাই বল্‌,—
রাক্ষসেদের লঙ্কা কেড়ে বানিয়েছি সিংহল।
গঙ্গার আ'লে বসত্‌ করি আমরা বাঙালী,
যার নামে গ্রীক্‌ সৈন্য হঠাৎ সাহস কাঙালী।
কাশ্মীরেতে দুঃসাহসী নিশান উড়ালে,
রাজার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি ক্রোধে গুঁড়ালে,—
কেশাগ্র কেউ নার্‌ল ছুঁতে—চক্ষে হুতাশন,
মেঘের মতন আওয়াজ গলার বাঙালী পল্‌টন।

*　　*　　*　　*

রাজ্য-হারা জয়াপীড়ের তোমরা হে সহায়,
আর্য্যাবর্ত্ত জয় ক'রে থোও পাল-রাজাদের পায়,
হাতীর হল্‌কা ছুট্‌লো তোমার দক্ষিণাপথে,
মগ-মোগলে রুখ্‌লে তুমি নৌকাতে রথে।
নিমক্‌-হারাম হায় গো যে-দিন মুলুক্‌ খোয়ালে,
বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে ক্ষোভে মাথা নোয়ালে;

দু'দিন পরেই বাংলা ছেড়ে নিশান অগণন
উড়্‌ল তোমার কাংড়া-গড়ে ! বাঙালী পল্‌টন !

সিংহবাহুর তোমরা বাহু দৃপ্ত সুবিশাল,
চাঁদ-প্রতাপের কেঁদার রায়ের তোমরা খাঁড়া ঢাল !
শশাঙ্ক আর গণেশ রাজার সাঁজোয়া বজ্রসার,
তোমরা বিজয়সিংহ দেবের পাথর যে কেল্লার !
ফ্রান্সে তোরা অস্ত্র ধরিস্‌ ভীষণ বিপ্লবে,
ব্রেজিলেতে সৈন্য চালাস্‌ অমর গৌরবে ;
নাম্‌জাদা লাল পল্‌টনে, ভাই, তোরাই ছিলি, শোন,
এম্পায়ারের ভিৎ গেড়েছে বাঙালী পল্‌টন।

আজ্‌কে আবার ডাক এসেছে—যুদ্ধে যাবার ডাক,
লাভ ক্ষতি কে খতিয়ে ত্যাখে ? হিসাব এখন থাক।
বেরিয়ে পলাম স্পন্দনেতে বৃহৎ জীবনের
কুচ্‌-কাওয়াজের ছন্দে মেতে আনন্দে মনের !
অনেক লোকের সঙ্গে যাব, যাব অনেক দূর,
পর্‌ব খাকী, ধর্‌ব কিরীচ্‌, এই সুখে ভরপুর !
বুকের বলে কর্‌ব মোরা অসাধ্য-সাধন
কাম্‌ দ্যাখালেই কম্যাণ্ড্‌ পাবে বাঙালী পল্‌টন।

পরোয়ানা ভাই পেইছি যখন, কুছ্‌ পরোয়া নেই,
কাঁধে সঙীন্‌ উড়িয়ে নিশান চল্‌ব এগিয়েই ;

কি পাই, না পাই, আমরা তা ভাই মোটেই ধরিনে,
মার্চ্চ্ ক'রে যাই গোলার মুখে খেয়াল করিনে।
কিছুই চাওয়ার ধার ধারিনে আজ মোরা বিল্‌কুল্,
বীরের বরণ লাভ ক'রে মন ফূর্ত্তিতে মশ্‌গুল্।
যশের পথে জয়ের পথে চল্‌ছে ছুটে মন,
উড়িয়ে নিশান গান গেয়ে চল্ বাঙালী পল্টন!

ঘুম-গুম্ফায়

সেথা তন্দ্রার বীণ্‌কার মঙ্গল গায়!
সেথা মেঘ-মল্লীর বন অঙ্গন ছায়!
সেথা অর্ব্বুদ পর্ব্বত অদ্ভুত ঠাম!
সে যে দুর্গম দুশ্চর যক্ষের ধাম!

সেথা ঘুম্-ডাইনীর হাই দেখ ঝাপ্‌সায়,
যেন গুগ্‌গুল্-মশ্‌গুল্ ঢেউ আফ্‌শায়,—
সেথা দিয়ে গায় কুয়াসার ভোট-কম্বল
যত উদাসীন্ বাতাসের ঘোঁট মণ্ডল!

সেথা লামাদের কপালের ডমরুর সাথ—
ওঠে কঙ্কাল-বংশীর তান দিন রাত!
সেথা চলে জপ অবিরল জপ-যন্ত্রে!
সেথা ঘোরে থাম 'মণি-পাম্ হুম্' মন্ত্রে!

সেথা দিনরাত বিশ-সাত দীপ উজ্জ্বল,
সে যে তিন রত্নের নীড়,—হেম-উৎপল!
সেথা পূজা পায় ত্রিপিটক পুষ্পে ঢাকা,—
কত অবতার দেবতার মূর্ত্তি আঁকা।

সেথা বুদ্ধের বিগ্রহ গম্ভীর ভায়,
যেন শান্তির আগ্রহ আশ্রয় পায়,
যেন আত্মার মুক্তির নির্ব্বাক্ গান,
যেন বিশ্বের ঝঙ্কার শেষ,—নির্ব্বাণ !

সেকি দৃষ্টির চন্দন-বৃষ্টি, মরি,
নিতে সৃষ্টির সন্তাপ-রিষ্টি হরি',
সেকি কাঞ্চন-চম্পক-লাঞ্ছন রূপ,—
সেকি সৌরভ-তন্ময় পুণ্যের ধূপ !

সেথা ঝিল্লীর উল্লাস-হিল্লোল-বায়
লাগে নিত্যের নিঃশ্বাস চিত্তের গায় !
সেথা সূর্য্যের চোখ সদা ধ্যান-মগ্ন,
মহা- শান্তির কান্তিতে মন লগ্ন !

সেথা মহাপুরুষের ছায় মহামহীয়ান্
কত তৃষাতুর অমৃতের পায় সন্ধান,
সেথা বিশ্বের বীণ্‌কার যুগ যুগ ধায়
সেই কুঙ্কুম-ঝুম্‌ঝুম ঘুম-গুম্ফায়।

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

মৈত্র-করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগ হে মহীয়ান্ ! মরতে মহিমায় ;
সৃজিছে অভিচার নিঠুর অবিচার
রোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায়।

নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ
ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়,
হে বোধিসত্ত্ব হে ! মাগিছে মর্ত্ত্য যে
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায় ॥

মনন-ময় তব শরীর চির নব
বিরাজে বাণীরূপে অমর দ্যুতিমান্ ;
তবুও দেহ ধরি' এস হে অবতরি'
হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান।

জগত ব্যথা-ভরে জাগিছে জোড়-করে
এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,
এস হে এস শ্রেয় ! এস হে মৈত্রেয় !
ক্রূরতা-মূঢ়তার কর হে অবসান ॥

হে রাজ-সন্ন্যাসী ! বিমল তব হাসি
ঘুচাক্ গ্লানি তাপ কলুষ সমুদায় ;
ক্রোধেরে অক্রোধে জিনিতে দাও বল,
চিত যে বিচলিত,—চরণে রাখ তায় ;

নিখিলে নিরবধি বিতর 'সম্বোধি'
মরমী হোক্ লোক তোমারি করুণায় ;
ভুবন-সায়রের হে মহা-শতদল !
জাগ হে ভারতের মৃণালে গরিমায় ॥

চাঁদের করে গড়া করভ সুকুমার,
ভুবন-মরুভূমে মূরতি চারুতার ;

বিরাজো চারুহাতে অমিত জোছনাতে
জুড়াতে জগতের পিয়াসা অমিয়ার!

তোমারি অনুরাগে অযুত তারা জাগে,
তৃষিত আঁখি মাগে দরশ আর-বার,
ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,
তোমারি পায়ে ধায় আকুতি বসুধার ॥

মুনির শিরোমণি! হৃদয়-ধনে ধনী!
চিন্তা-মণি-মালা তোমারে ঘিরি ভায়,
বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে
আজো কি শতধারা কমল-আঁখি ছায়?

মমতাময় ছবি! তোমারে কোলে লভি'
ভূষিত হ'ল ধরা স্বরগ-সুষমায়,
করুণা-সিন্ধু হে! ভুবন-ইন্দু হে!
ভিখারী জগজয়ী! প্রণতি তব পায় ॥

কাঠগড়া

জীবন-সিন্ধু-জলের ঢেউয়ে ধাক্কা খেয়ে হয় যারা চুরমার,
ঝড়-তুফানের খেল্‌না-হেন গুঁজড়ে মাথা পড়ে হাজার বার,
কালের জোয়ার ছুড়িয়ে তাদের এই ঠিকানায় হাজির করে রোজ-
ব্যথার ভয়ের রোষের মূর্ত্তি! হেথায় এলে সবার মেলে খোঁজ,
এখান দিয়ে যায় চ'লে সব রসাতলের তলায় একেবারে,
ক্লিন্ন-দেহ দীর্ণ-আত্মা তলিয়ে হঠাৎ মিলায় অন্ধকারে;

মিলায় তাদের অপরাধের অবসাদের স্মৃতি নিরাস্বাদ—
হোটেল-খানার বদ্‌হজম আর শুঁড়িখানার আবর্জ্জনার গাদ।
সকল কসুর মেনে নিয়েও জুড়িয়ে ক্রমে আসে মনের রাগ,
থাকে শুধু শোণিত-চিহ্ন থাকে শুধু চোখের জলের দাগ।

*　　*　　*

এখানে কার ঠাঁই হ'ল আজ? ঘৃণার চোখে ওরে দেখিস্‌নে রে,
চল্‌তে না হয় পারেইনি ও,—আইনকারে বেবাক আঁখি ঠেরে
বন্ধু! সবুর! কাঠগড়াটায় ঝাড়্‌ছ কেন ধূলো মনের ভুলে?
কাঠগড়াতে যারা দাঁড়ায় অশুচি তো নয়কো তারা মূলে,—
অন্তত নয় তেমন,—যেমন গলা-কাটা মহাজনের দল,
কিম্বা যেমন জমীদারের জুলুম-জবর আম্‌লা নায়েব খল।
কাঠগড়া তো অশুচি নয়, অশুচি ও নয়কো কোন-মতে,
ওখানে তো জজ্ঞ বসে না,—ফাঁসীর হুকুম হয় না ওখান হ'তে।

বেতালের প্রশ্ন

(অর্চ্চনায় "ঘরে বাহিরে" কবিতা পাঠে)

পরিচয় দিয়ে যাও গো চলিয়ে,
　　হিঁদুয়ানী-অবতার আমার!
সন্দীপ-কৃত সীতার গ্লানিতে
　　বোতাম বিদরে কার জামার?

"ঘরে-বাইরে"টা ঘরের বাহির
　　করিতে তো তুড়ে ফয়তা দাও,
হিন্দুয়ানীর পুছ্‌কে ছুয়ানী!
　　এদিকে বারেক চোখ্‌ তাকাও

"জানকী মালিনী মাসী" ব'লে হেথা
হল্লা করে কে হাঁক ডাকে,
আমি বলি বুঝি নিমে দত্তটা,
তুমি বল দেখি, লোকটা কে ?

সীতারে খেম্‌টাউলী বানায়ে কে
নাচালে বানর-বৈঠকে,
আমি বলি ওটা গেঁজেল জামাই,
যে হোক্, চাবুক দাও ও'কে।

ব'কে ধম্‌কিয়ে 'থ' বানিয়ে দাও,
ক'সে ওকে তুমি দাও গালি,
রেয়াৎ কোরো না,—হিঁদুর শত্রু,
কই!—কোথা গেল ? চূণকালি ?

সাল্-তামামী

কলম হাতে ভাবছি কেবল লিখ্‌তে ব'সে সঠিক সাল্‌তামামী—
এই দুনিয়ার অশ্রুকণার নিখুঁৎ হিসাব কোথায় পাব আমি!
নিঃস্ব যারা সকল-হারা নিশ্বাস তাদের কুড়িয়ে কি কেউ রাখে,
নিঃসহায়ের প্রাণের হাহা সংখ্যা তাহার সুধাই বল কাকে ?
দুর্ব্বলেদের দাবীর প্রদীপগুলি
প্রবল হাওয়ায় যায় যে নিবে গোণার আগেই ধোঁয়ার ধ্বজা তুলি'।

* * *

খতিয়ে এদের কেউ রাখেনা, মিছে খোঁজা রোকড় ?—বহির পিঠে
আছে খ'তেন্ ডঙ্কা-রবের, অভ্রভেদী মুণ্ড-পিরামিডে !
পল্টনেরি আনা-গোনায় গেল যে-প্রাণ হয়নি তাদের গণা,
প্রসাদ-লোভীর পত্রে শুধু প্রশংসা পায় পরম দস্যুপনা।
আসল ফসল যায় মিশে জঞ্জালে,
অহঙ্কারের বিপুল অঙ্ক লেখা থাকে অজস্র কঙ্কালে।

* * *

লোক্‌সানে লোক ডুব্‌ছে-যতই খাতা ততই অঙ্কে ওঠে ভ'রে,
বেসাত্ ক'রে ফ্যাসাদ ক'রে মর্‌ছে মানুষ অঙ্ক বুকে ক'রে।
আলোয় প'ড়ে আস্‌ছে ভাঁটা, মসী-ঘটায় আকাশ পাংশু-ছবি,
ক্লান্ত দেহের ডেল্‌কো-টাতে লোভের প্রদীপ উস্কে নিয়ে, লোভী !
জমা-খরচ দেখ্‌বি রে আর কত ?
তামাম্-সালের সাল্‌-তামামী হয়নি রে তোর মোটেই মনের মত।

বড় আশার ধন-ঘড়া তোর যায় তলিয়ে ঘাটের কাছে এসে,
স্বস্ত্যয়নের সাঁত পুরুতে চুলোচুলি ঘট্‌ছে অবশেষে !
মুষল-পর্ব্ব লিখ্‌ছে গণেশ বাঁহাত দিয়ে ব্যাসের অসাক্ষাতে
শেষ না হ'তে শান্তি-পর্ব্ব,—ইঁদুরে তার কাট্‌ছে পাতে পাতে !
চিল্‌-শকুনে চল্‌ছে কানাকানি,
বিষিয়ে তোলে বিশ্ব-বাতাস সর্পজিহ্ব সুসভ্য শয়তানী !

* * *

"সবাই হবে স্বয়ম্প্রভু"—এম্‌নি ধারা গেছ্‌ল শোনা বুলি,
"ছোটো-বড় নির্ব্বিশেষে" ; না যেতে সন দেখি নয়ন তুলি'

দল পেকেছে, প্রবল বেগে নিজের পাতে চলেছে ঝোল টানা,
রবার-ক্ষেতের বর্ব্বরতা যে-ধন পাবে রুমের তাহে মানা!
সান্‌টঙে টং বেঁধে উঁচু ক'রে
রইল জাপান, চীন হতমান, ভারত মিশর রইল চাপা গোরে।

* * *

বিস্মিত কে যুদ্ধকালে দুয্‌মনেদের দুষ্ট আচার দেখে?
শান্তি-কালে প্রজার ভালে বোম্‌ ছাড়ে সেই চিড়িয়া-গাড়ী থেকে
রক্তে-কাদা খুনী-বাগে হুণ-হাসানো হ'ল আইন জারী,
মাইনে-করা কাইজারেরা ক'রে নিলে দিন-কত কাইজারী!
আদর্শ সে রইল বইয়ে আঁকা,
দুনিয়াদারী কার্‌বারে হায়, চাই নেহাৎই দু'সেট খাতা রাখা।

মন ভেঙে যায়, মোহ ফুরায়, মুহুর্মুহু ধাক্কা যত লাগে,
রামধনুকের রঙীন স্বপন গুঁড়ো হয়ে যায় উড়ে কোন্‌ বাগে।
পায়ের তলে পৃথ্বী টলে, ভয় পেয়ে ধাই দেউল-আঙিনাতে,
ভেঙে পড়ে দেউল-চূড়া প্রার্থনাশীল লক্ষ লোকের মাথে!
লক্ষ জীবন ধূলার পরে লোটে,
ভুয়ো হ'য়ে যায় দুনিয়া, হাহা ক'রে হুতাশ-হাওয়া ওঠে!

পাঁজরাগুলো ফোঁপ্‌রা ঠেকে, আগুন জ্বলে সারা মগজ জুড়ে,
ভাঙনে সব পড়্‌ছে ভেঙে, আশার বাসা যাচ্ছে উড়ে পুড়ে,
বিশ্বাসে ঘুণ ধর্‌ছে যেন, দিনের বেলা রাত আসে ঘনিয়ে,
"সভ্য-বর্ব্বরতার তরে 'বল্‌সী' আস কল্‌সী দড়ি নিয়ে।"

কালপেঁচা ওই বল্‌ছে বিকট ডেকে ;
কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে আকাশ, কল্‌জে চেপে ধর্‌ছে থেকে-থেকে !

ভুবন-ভরা হাহাকারে ওগো প্রভু ! ওগো ভুবন-স্বামী !
শুকিয়ে ওঠে হৃদয় আমার, শুকিয়ে ওঠে চির-তোমার আমি ;
সকল আলো সঙ্কুচিত সূর্য্যে হেরি কলঙ্ক-নিশানা,
জাগো তুমি সত্য সূর্য্য ! জগৎ-ভরা সংশয়ে দাও হানা।
বিশ্বে জাগো বিশ্ব-হিয়ার প্রীতে,
দাও হে অভয়, হোক্ পরিচয়, হোক পরিণয় মঙ্গলে শক্তিতে।

*　　*　　*

রুদ্ররূপে রোদন তুমি, সান্ত্বনা সে শান্ত-শিবের রূপে ,
জ্যোতিষ্ক হয় ফুৎকারে ছাই, পরম-জ্যোতি জাগাও ধূলির স্তূপে ;
মৃত্যু-তালের নৃত্যে হৃদয় পড়্‌ছে ঢ'লে চল্‌তে তোমার সনে,
জাগাও প্রভু মুহ্যমানে, গতি-ক্রমের ক্রান্তি-সংক্রমণে ;
রোদন-মাঝে বাজুক বোধন-বাঁশী,
তারার আখর রাখুক লিখে হিসাব-হারা হিয়ার কান্না-হাসি।

স্বপ্ন-সুন্দরী

(গান)

ঘুম দিয়ে—
নিঝুম্ দিয়ে !—
ওকি　আওয়াজ হারা হাওয়ায় এল গো
চাঁদ-চারুণের ভূম দিয়ে !

ঢুলঢুলে ওই চোখের চাহনি
ভুলিয়ে নিল ঝিল্লিরই ধ্বনি! "
ওকি জোনাক্-জ্বালা তারার আলো গো
(সব) শীতলে দিল চুম্ দিয়ে!
ওকি জ্যোৎস্নাটুকু ফুরিয়ে এল অস্ত-লগনে
ফুলের বাঁসে ঝামর আঁচল ঢুলিয়ে গগনে
মূর্চ্ছা ওকি রূপ ধরেছে রে!
হরেছে মোর মন হরেছে রে!
ভরেছে যে হর্ষে আকাশ গো
তারারি কুঙ্কুম দিয়ে।

কবির তিরোধান

(স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের দেহান্তে)

ফুল নীরবে যেমন ঝরে তেম্নি ক'রে ম'রে গেল কবি,
চ'লে গেল মানস-যাত্রী প্রজাপতির নীরব পাথার ভরে;
হাওয়া শুধু কর্‌লে হাহা, আন্‌মনে হায়; সেই সমাচার লভি'
দূরের বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠ্‌ল নিমেষ তরে।

এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায় কাঁটার মালা গলে;
পাতায় চাপা গন্ধটুকুন্ পূবে হাওয়ায় বেরুল নীড় ত্যেজে,
পাথর-চাপা রইল কপাল, বাদ্‌লা ক'রে রইল চোখের জলে।

ধন-জনের ধার্‌ত না ধার, চিন্‌ত তারে অল্প কটি লোকে,
নয় দারোগা, নয় খেতাবী, খাতির দাবী কর্‌বে সে কোন্ মুখে!

মরমী কেউ বাস্‌ত ভালো, কল্পনা তার দেখ্‌ত প্রীতির চোখে,
গান গেয়ে সে গেছে চ'লে, রেশ রয়েছে সারা দেশের বুকে।
বাদ্‌লা রাতির সাথী সে যে, শরৎ-প্রাতের আলোয় গেছে ঝ'রে,
মরেনি সে, জুড়িয়ে গেছে, বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ঝঞ্ঝা সয়ে;
সরস্বতীর পায়ের ছায়ে যে পদ্মটি ফুট্‌ছে ত্রিকাল ধ'রে,
কবি জানে, পরম সুখে সে আছে আজ তাঁরি পরাগ হ'য়ে।

ইচ্ছামুক্তি

(ম্যাক্‌সুইনির মৃত্যু উপলক্ষে)

কে তাহারে বন্দী করে? ফন্দী এঁটে বাঁধ্‌বে কে সিন্ধুকে?
মুক্ত পুরুষ, মুক্তি তাহার হাতের মুঠায় মুক্তা হ'য়ে আছে;
'মুক্ত হবই!' একথা যে বল্‌তে পারে জোর ক'রে বুক ঠুকে—
পাষাণ-কারা তাদের গৃহ, লোহার শিকল ব্যর্থ যে তার কাছে।

মরণকে যে তুচ্ছ মানে, ভীষ্ম সমান যেজন প্রতিজ্ঞাতে,—
ইচ্ছামৃত্যু, ইচ্ছামুক্তি,—অপূর্ব্ব সে আত্মারি গৌরবে;
চুয়াত্তরী লঙ্ঘনে যার চিত্ত অটল নিত্য-যন্ত্রণাতে
বীর সে ঋষি, পূর্ণ দিশি তার মরণের নীরব মাভৈঃ-রবে।

অটুট কভু রয় না কারো অনন্তকাল হুকুম মহকুমা,
আগ্‌লে ঘাঁটি আঁক্‌ড়ে মাটি মিছেমিছি মন্ত্রণা, হায়, আঁটা,
সুমতি যে সুনাম সে চায়, ভূমির আগে আকাঙ্ক্ষা তার ভূমা,
চাণক্য তায় দ্যায় না আমল, অর্থশাস্ত্রে নেহাৎ সে নাম-কাটা।
মানুষ তারে কর্‌বে পূজা, ঠাট্টা তারে কর্‌বে অমানুষে,
জাতীয়তার খৃষ্ট সে, তার শরীর পতন স্বাধীনতার ক্রুশে।

শিরাজ্-ই-হিন্দ্

ইরাণ দেশের শিরাজ এ নয়, হিন্দ্ মুলুকের এই শিরাজ !
শর্কী-সৈয়দ-সুল্তান্দের স্মরণ-সাধন জড়োয়া তাজ !
অল্-গজলির মীর-জাওলির গজল্-গানের উৎস এই,
যে গান শুনে ঘুম্তী নদী ঘুর্ছে বিভোল, বিরাম নেই !
ফির্ছে বিবশ স্বপ্নাবেশে স্বর খুঁজে কার ফুলবনে,
বেল-চামেলির ক্ষেতগুলিতে কল্কা কেটে আন্মনে !
কবির মতন কৃষাণ হেথায় কেবল ফুলের চাষ করে !
ফুলের ফসল ক্ষেত-ভরা !—লোক ভোম্রা হয়ে বাস করে।
নিখিল কবির রাজধানী এ, এই নগরী সুন্দরী,
কাজ্রী সুরে গুজ্রী বাজে এর দুটি পায় গুঞ্জরি' !
হাজার-গুণীর চুনীর নূপুর টুক্টুকে পায় রয় মিশে,
জৌন্পুরী তোড়ির তোড়া বাজায় হাজার মজ্লিশে !
কেউ দেছে নাম 'যবনপুরী', কেউ বা 'জমদগ্নিপুর',
কয় কবি 'যৌবনপুরী' এ, গুলাব-গজল্ময় মধুর !

* * *

লাল শিরাজীর স্বপ্ন-ঘেরা শিরাজ এ হিন্দুস্থানে,
রাজ-সদনে কুর্শী সোনার মিল্ত কবির এইখানে।
গুণীর আসন কায়েম ছিল সুল্তানেরি সাম্নেতে,
কাব্যে-সরস খিল জমি দিল্ মিল্ত যাদের লাল ক্ষেতে !
দর্পে যারা দিল্লী দখল কর্তে যেত দুই বেলা,
গুল্-চামেলির চাষ তাদেরি, 'পিউ কাঁহা'দের এই মেলা
বসিয়ে তারা বিদায় নেছে জুটিয়ে কোকিল বুল্বুলে।
তাদের স্বজন হিন্দে শিরাজ দেউল ভাঙা এই ধূলে !

তাদের লীলা শিল্প শিলা ছড়িয়ে সে আজ শিথিল-বেশ
চেহেল্-সাতুন্ প্রাসাদ তাদের মিউটিনিতে স্বপ্ন শেষ!
আজ সে ধূলায় কাল্‌কে যারে ঢক্কা তূরী জয় দিলে,
আজ্‌কে চাষা বাঁধ্‌ছে বাসা লাল দরজার মঞ্জিলে।
দিল্লীপতির খাজ্‌না যারা কর্‌ত দখল মাঝ-পথে,—
কোথায় তারা? সংজ্ঞাহারা পথের ধূলায় রাজপথে।

* * *

কোথায় ফিরোজ? কোথায় জাফর? কোথায় কুমার করন্‌ফুল?
মামুদ শাহের রাজিয়া কোথা? কোথায় সে তার রূপ অতুল?
কোথায় রাণী মাল্কা-জাহান? কোথায় বা তার উচ্চাশা?
লোদির লগুড় হুশেন্ কোথা? কোন্ ধূলিতে তার বাসা?
কই সে খোজা, হাজার হাতী কর্‌লে যে বশ অঙ্কুশে,—
দুনিয়াকে যে চম্‌কে দেছে নপুংসকের পৌরুষে।
কোথায় ভিখন ভ্রাতৃঘাতী—কোথায় হিসাব চুকিয়েছে?
কোথায় সে মা ছেলের তূণের তীর-ফলা যে লুকিয়েছে?
গঞ্জ্-শহীদের যোদ্ধারা কই? কই বা সে-সব হিন্দুবীর,—
লাখন্‌কোটের যুদ্ধে যারা লুটিয়ে দিল লক্ষ শির।
কোথায় বা সে হিন্দু দেশে আর্‌বী চেরাগ জাল্‌লে যে,
কোট্টি-কেরলে নদীর জলে রক্তধারা ঢাল্‌লে যে?
মৌখরি আর কনৌজিয়ার কর্‌লে কীর্ত্তি লোপ যারা,
ভজনশালার ধাপ্ গড়েছে বিগ্রহে যে, কই তারা?
প্রতীক-পূজার সোপান বেয়ে পূজ্‌তে পরমেষ্ঠীরে
উঠ্‌ছে মানুষ বুক দে' হেঁটে কঠোর শিলায় বুক চিরে;
'পায় দ'লে তায় ওঠ্ রে তোরা'—বল্‌লে যারা ঢাক পিটে,
ধর্ম্মকথার মর্ম্ম গেল বুঝিয়ে দিতে মার্‌পিটে,—

কই সে গাজী কোথায় আজি? কাফেরগুলো টল্‌ল না!
ধমক দিয়ে ধর্ম্মপ্রচার? —গল্‌ল না মন গল্‌ল না।
অটল দেবীর ভাঙ্‌ল দেউল, পূজা অটল রইল তাঁর;
সত্যে দিল ব্যর্থ ক'রে প্রচারকের অহঙ্কার।

* * *

দেউল ভেঙে লাঠির জোরে গড়্‌ল কে গো মস্‌জিদে?
বিমুখ হ'ল বিশ্বমানব, মিশ্‌ল যে আফ্‌শোষ জিদে।
সত্য সে বীজ শস্য ছিল, ফল্‌ত সোনার ফল তাতে,
পরশ-পাথর ব্যর্থ হল জোর জবরীর ইস্পাতে।
কাড়াকাড়ির নাকাড়াতেই পড়্‌ল কাঠি বারংবার,
সত্য গেল ব্যর্থ হয়ে, বিপুল হল দম্ভভার।
শড়্‌কী খাঁড়ার ঝন্‌ঝনাতে ঝঞ্ঝা মাতে ভূত-বাতাস,
এই ইতিহাস প্রণয়-বিলাস মহাকালের অট্টহাস।
হানাহানির এই কাহিনী, এই ইতিহাস দুনিয়াটার;—
লোহার কাঁটায় বুক বেঁধে হায়, ছোটায় না-হক্ রক্তধার।
আঁতের কথা বল্‌তে গিয়েও হঠাৎ কেমন দাঁত স্থাথায়,
ধর্ম্ম নিয়ে তর্ক ক'রে ইস্পাতে ইস্পাত ঠেকায়।
নাচেন রণচণ্ডী মাথায়, মগজ-ভরা জিঘাংসা,
কামান দিয়ে মাংস থুড়ে ধর্ম্মমতের মীমাংসা।
শকুনগুলো ফুল্‌ছে ফলে তরুণ শবের বুক কুরে',
মুণ্ড-লগন মজ্জা মেরুর কাবাব জোগায় কুক্কুরে।
ক্রোধের মদের মাতাল মানুষ শাস্ত্র শস্ত্র এক করে।
বুদ্ধি বিচার পঙ্কে পুঁতে ছয় রিপুতে জুৎ ধরে।
লোভের হানার বান ডেকে যায়, দিগ্‌গজেদের দিক্ ভোলায়,
অনেক থালেদ শাস্ত্র স্থাথান্ ঢাক্‌তে নিজের লুব্ধতায়।

সিংহাসনের সিংহ সেজে সহজ মানুষ হয় বাঁকা,
মুসলমানের মস্‌জিদে তাই মুসলমানের তোপ দাগা।
রুক্ষ হাওয়ায় কর্কশতায় উঠ্‌ল না মন উঠ্‌ল না,
গোলাপ-কাঁটার শুক্‌নো বেড়ায় গুল্‌শিরাজী ফুট্‌ল না।
বাজ্-পাখী সে যতই চ্যাচাক আস্‌বে নাকো বসন্ত,
বুল্‌বুলি সে ডাক্‌ছে কোথায়, চল্ করি তাই তদন্ত।
বন্‌রাণীকে পুষ্পেরি তাজ পরায় যে তার তত্ত্ব নে,
তারাই পটু সত্যি-অটুট ভাবের শিরাজ-পত্তনে।
ঝড়ের ফাঁকে উজল আঁখে এই ধরাকে দেখ্‌ছে কে,
পাপিয়া ডাকে কার কানুনের কণন-রবে কান রেখে?
নিমের বনে আমের বনে মন্দ মধুর বয় হাওয়া,
অমূর্ত্ত রস জাগায় হরষ মূর্ত্তি ধ'রে কার গাওয়া?
সঙ্গীতে কার ঢেউ ওঠে রে নিথর নিতল জ্যোৎস্নাতে,
পুলক মিলায় কোকিল-শামা বোস্তানী-বুল্‌বুল সাথে।
শান্ত-ছবি দীন সে কবি, সেই গরীবের ইঙ্গিতে,
সুফির শিরাজ কর্‌বে বিরাজ বেদান্তেরি এই ভিতে।
আদর্শেরি দর্শনে যে ধন্য হল দুনিয়াতে,
স্পর্শ পেলে বুদ্ধ হ'ত বুদ্ধুদেরি বুনিয়াদে;—
ভুলিয়ে তারাই ন্যায় ব্যবধান, ন্যায় ভুলিয়ে দেশ-কালে,
হিন্দে শিরাজ হয়নি গড়া গড়্‌বে তারাই শেষকালে।
আদ্‌রা শুধু আধটা দেখি ঘুম্‌তি-নদীর তীর ঘুরে,
পূর্ণ ন্যাথার পৌর্ণমাসী,—আশায় তারি মন ঝুরে।

ফরিয়াদ

['General Dyer is lecturing in London......on his expedition in Persia in 1916. This is the first lecture of a series, the proceeds of which will be distributed amongst the relatives of Indians who fell at Amritsar."
—Daily News.]

ধূলির অধম নালিশ জানায় তোমার পায়ে ত্রিভুবনের রাজা!
তৃণের চেয়েও নম্র যারা, কেন প্রভু এত তাদের সাজা?
কোন্ অপরাধ প্রমাদ হ'তে ধাক্কা দিয়ে অন্য প্রমাদ-মাঝে
যাচ্ছে নিয়ে ত্রিশ কোটিরে ডুবিয়ে মুহু ধিক্কারে আর লাজে?
নিরেট নিভাঁজ অবজ্ঞাতে জ্যান্তে ম'রে আছি অগৌরবে;
মড়ার 'পরে মারবে খাঁড়া—সয় ব'লে কি সত্যি সবই সবে?
আপীল-শূন্য পুলিশ-জুলুম আইন নামে কায়েম হ'ল দেশে,
রদ্ হ'ল না রোলট-পালট, তিরিশ-কোটির আর্জ্জি গেল ভেসে!
ভুয়ো জেনেও ডায়ার্কি হায় ডায়ার-কুলের চোখ্ টাটালো ভারি,
আম্‌লা-তন্ত্র মারণ মন্ত্র আগে ভাগেই রাখ্‌লে ক'রে জারি।
নিষ্কলঙ্ক স্বদেশ-নিষ্ঠ, নির্ব্বাসনে সইলে সে নিগ্রহ,
সিভিলিয়ান্ মা শীতলার অতি শীতল হ'ল অনুগ্রহ!
ছুট্‌ল প্রজা কর্‌তে নালিশ, ছুট্‌ল গুলি ফরিয়াদীদের 'পরে,
বিগাড়্ সব বিগ্‌ড়ে দিলে, দেখ্‌লে জুজু আঁৎকে না-হক্ ডরে!

* * *

নালিশ যাদের বাদ্‌শাজাদাও শুন্‌ত স্বয়ং নিত্য ঘণ্টা ঘরে,
নাহক্ তাদের মার্‌লে গুলি নিম্‌হাকিমের জবর্‌দস্ত চরে।
মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ এলেন অমৃৎসরে মৃত্যু-মশাল জ্বেলে,
ইতিহাসের পৃষ্ঠা 'পরে খৃষ্টতারি নিবিড় পঙ্ক ঢেলে।

চিড়িয়া-গাড়ী শাঁজোয়া-গাড়ী সাজিয়ে এলেন মার্‌তে নিরস্ত্রেরে,
'বেবি-কিলার' জাঁদ্‌রেল এলেন জালিয়াঁবাগে, জবর ফৌজ ঘেরে ;
ভাঙ্‌তে সভা বল্‌লে নাকো, বল্‌লে নাকো "নইলে সাজা হবে,"
হঠাৎ সুরু মৃত্যুবৃষ্টি ! আকাশ বধির আর্ত্ত-কলরবে !
দুষ্প্রবেশের সব অবকাশ আটক ক'রে বর্ব্বরতার গুরু,
মানুষ নামের কলঙ্ক, হায়, ক'রে দিলে থাম্‌কা খুন সুরু !
বিশ-হাজারের নিবিড় ভিড়ে চালিয়ে গুলি ফুরিয়ে টোটার পুঁজি
খুন জখমের খান্‌জা-খাঁ শেষ ঘরে ফিরে গেলেন সোজাসুজি—
চ'লে গেলেন ফৌজ নিয়ে, খোস্‌মেজাজে বাহাল তবিয়তে,
দেখ্‌লেনাকো ফিরেও বারেক মর্‌ছে কারা ধূলার পরে, পথে !
পেলে না জল-গণ্ডূষও হায় শুষ্কতালু জখম মানুষগুলো ;
বাঁচ্‌তো যারা ওষুধ পেলে, ওষুধ বিনা হ'ল পথের ধূলো ;
বৃদ্ধ কত নিরপরাধ পড়্‌ল মারা বাচ্ছা নিয়ে বুকে,
গুলির ঘায়েল্‌ জোয়ান ছেলে সারাটা রাত কাৎরে ম'ল ধুঁকে !
ময়দানেতে খেল্‌তে এসে ভিড় দেখে হায় গিছ্‌ল জ'মে যারা
দুধের ছেলে মায়ের দুলাল মায়ের কোলে ফির্‌ল না আর তারা !
অজ্ঞ কৃষাণ গ্রাম ছেড়ে যে এসেছিল বৈশাখী মেলাতে,
নাহক্‌ তারা প্রাণ খোয়ালে স্বেচ্ছাচারীর বীভৎস উৎপাতে !
ঘরে ঘরে পুত্রহারা ভর্ত্তৃহারা ভ্রাতৃহারা নারী
গুম্‌রে কাঁদে ; পঞ্চনদে মুলুক-জোড়া ফৌজী আইন জারী !
আসামী বুক ফুলিয়ে বেড়ায়,—স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেউ দিতে নেই সাজা,
"সিম্‌লা-ওলা সাম্‌লে নেছেন," জুলুম বলে, "বাজা রে বুক বাজা !"

* * *

নীরবে সব সইল ভারত ; খবর কিন্তু রইল না কো চাপা ;
লোক-দ্যাখানো কমিশনে চল্‌ল অনেক মুখ-থাবা বাঘ-থাবা !

বর্ব্বরতার গর্ব্ব ক'রে কাঠগড়াতে কীর্ত্তিমন্ত কত
গোঁয়ার্ত্তুমির সমর্থনে মানবতার কর্‌লে মাথা নত !
জবাবদিহির ডর ছিল না, ডায়ার গেল খোলসা বাত কয়ে,—
স্তম্ভিতবৎ রইল ভারত, কাণ্ড কি যে, বুঝ্‌ল র'য়ে র'য়ে।
নন্-কো-বাদের শঙ্খ হঠাৎ উঠল বেজে ভারত-গগন ব্যেপে,
তিরিশ কোটির নমিত শির সোজা হল দাঁতে অধর চেপে ;
সত্য গ্রহণ কর্‌লে ভারত, হে বিশ্বরাজ ! তোমায় প্রণাম ক'রে ;
চিত্ত দিল সকল বিত্ত ; গান্ধী দিলেন পুণ্য-গন্ধে ভ'রে ;
নেহ্‌রু দিলেন নহর কেটে ; ত্যাগের প্লাবন উপ্‌চে গেল ভেসে ;—
যুগল আলির দীপালীতে উজল হ'ল দেশাত্মবোধ দেশে !
চমৎকারের বন্যা এল, চামার মেথর দেশের কাজে মাতে !
শুঁড়িখানায় লোক ঢোকে না, বিলাস-ব্যসন ডুব্‌ল তপস্যাতে !
ভবিষ্যতের বিশ্ব-স্বপন বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীত কালে
ছাইছে যখন, চাইছে নয়ন যবনিকার দেখ্‌তে অন্তরালে,—
এমন সময় কি শুনি হায় ! সাগর-পারে সাধুর পোষাক প'রে
"মিউটিনিটা বাঁচিয়ে দিলাম" ব'লে শিলিং কুড়িয়ে পকেট ভ'রে
হ্যাট-হাতে ফের বেরিয়েছে কে, মরি মরি ভারত-প্রেমীই বটে !
মেহের্‌বানী কর্‌বে ডায়ার ! ভারত জুড়ে তাড়িৎ-বার্ত্তা রটে !
খুন করেছে কাল্‌কে যাদের, স্ত্রীপুত্রদের তাদের কিছু দেবে
বক্তৃতাতে কুড়িয়ে কড়ি,—এম্‌নি কাঙাল রেখেছে হায় ভেবে
ভারত-প্রজায় ;—এম্‌নি ঘৃণ্য, এমনি মনুষ্যত্বশূন্য তারা,—
ক্ষুধার তাড়ায় পুত্রঘাতীর 'খুন্'-মাখা হাত চাট্‌বে কুকুরপারা,—
তাইতে কড়ি কর্‌ছে জমা, ভিক্ষা দেবে, শুন্‌ছি ঘৃণার বাণী,
অমৃৎসরের নারী-নরে ডায়ার শেষে কর্‌বে মেহের্‌বানী !

"কে নিবি আয় শোণিতমূল্য" হাজার আত্মা বল্‌ছে আর্ত্তনাদে,
জালিয়াঁবাগের রক্ত কাদায় ; শব-কোলে ওই রতন-দেবী কাঁদে!
সে কি নেবে স্বামীর মূল্য ? সে প্রথা তো নেই এদেশে, প্রভু!—
ভারত-নারী মর্‌বে ক্ষুধায়, স্বামীর মাথার দাম নেবে না কভু,
ধৃষ্ট জনের মেহের্‌বানী হারাম ব'লে জানে মুসলমানে,
হিন্দু-শিখের গোরক্ত সে, কে ছোঁবে তায়, নেবে সে কোন্ প্রাণে ?
দুর্গতি ঢের সয়েছে দেশ, অনেক হানি অনেকতর গ্লানি,
আর মাথা হেঁট কোরো না, দেব! চাইনে মোরা কারো মেহের্‌বানী।
নানান্ মতে খাটো ক'রে নতুন বেশে আস্‌ছে দুনিয়তি,
তাইতো তোমায় নালিশ জানায়, তৃণের তৃণ, ত্রিভুবনের পতি!
দণ্ড দিতে চাও যদি দেব, ভারত যদি হয় পাতকেই ভারী,
নাম মুছে দাও দণ্ডদাতা! একসাথে দাও পাঠিয়ে অকাল, মারী।
দয়া ক'রে কর্‌তে দয়া পাঠিয়ো না আর ডায়ার ও ডায়ারে,
এ দান প্রতিগ্রহের আগেই ভুখা ভারত মর্‌তে যেন পারে।

কয়েকটি গান

(গুজরাটী গর্‌বার সুরে গেয়)

(১)

পার্‌বনা একলাটি আজ ঘরে পারব না রইতে!
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে!
নিরালার কোল-ভরা, ফুল জাগে আলো-করা,
যেচে কার খুনসুড়ি সইতে।
অথই পাথার-পারা জ্যোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে।

(২)

শোন্ সখী ! গায় কারা আজ রাতে গুজ্‌রাতী গর্‌বা ।
খঞ্জন-নর্ত্তন-হিল্লোল-গর্ব্বা ।
প্রিয়া গন্ধর্ব্বের হিয়া কন্দর্পের
হার মানে ঠুং‌রী কাহার্‌বা !
হুনিয়ার আদরের, ফুর্‌তির আতরের—
মনোহারী বেলোয়ারী কার্‌বা !

(৩)

চল্‌ল রে দখিনার হিল্লোলে সাগরেরি ছন্দ !
কোন্ বনে চন্দন, কোন্ বনে গন্ধ !
মল্লিকা উল্লাসে স্বপ্নেরি হাসি হাসে
সৌরভে সাঁতারে আনন্দ !
আন্‌কো কী সুখ-ভরে আকুলি-বিকুলি করে
খুল্‌ছে যে পাপ্‌ড়িটি বন্ধ !

(৪)

খিল্-খোলা ফর্দ্দাতে যাব চল্, সাধ জেগেছে !
রইবে কে ঘরে আজ চাঁদ ডেকেছে !
আলো হোথা চুপিচুপি নিয়ে পাউডার-খুপি
ফুল দিয়ে ফুল ঢেকেছে !
দিল্-দরিয়ার জলে উথ্‌লিয়ে ঢেউ চলে
নিস্মৃতির বাঁধ ভেঙেছে !

(৫)

খিল এঁটে ঘরে থাক্, হোস্‌নে চাঁদের নাটে সঙ্গী !
জান্‌লা ভেজিয়ে দে রে, ও চাঁদ কলঙ্কী !

যে জানে লো রীত্ ওর যে জানে চরিত ওর
যাবে না সে মানা মোর লঙ্ঘি' ;
সাতাশের ঘর করে সাতালি-বাসর-ঘরে
বাতাসে মাতাল করে রঙ্গী !

(৬)

শুন্‌ব না ! কোনো মানা মান্‌ব না ! জ্ব'লে যায় অঙ্গ !
চাঁদকে চেনেনি, শুধু চিনেছে কলঙ্ক !
আঁধার যে ভুলিয়েছে, পাথার যে দুলিয়েছে,
উথ্‌লিয়ে হৃদয়ে তরঙ্গ,
একা হয়ে একশ' যে—শত তারা যারে ভজে,
ধূলির তবু যে চায় সঙ্গ !

(৭)

জাগ্‌ল রে নিদ্-ঘরে পাখী, আজ নারে নিদ্ সইতে !
আঁখি হ'ল অনিমেষ আলো-থইথইতে !
শোন্ সখী শোন্ মুহু কুহু কুহু কুহু কুহু
বুক-ভরা সুখ নারে বইতে !
সে সুরের মনোহরে জোছনার সরোবরে—
শত তারা এলো জল-সইতে !

(৮)

কোন্ বনে নিরজনে কাজ-ভোলা কার বাঁশী বাজ্‌ল !
হিয়ার গহনে ফুল যোবনে সাজ্‌ল !
হাওয়া ভুর্‌ভুর্ তাই মহুয়া ফুলের হাই !
রূপহীনে রূপটানে মাজ্‌ল !
মউএর ঝাপট দিয়ে উলসিয়ে বিলসিয়ে
মানিনীর মান-মণি যাচ্‌ল !

(৯)

কার পাশে কেও নাচে, কার পানে চেয়ে ও কে হাসে!
উল্লাসে কারা ভাসে অনুভব-রাসে!
যত তারা তত সাধ যত সাধ তত চাঁদ
মণ্ডলে নাচে নীলাকাশে!
যত চাঁদমুখ আছে চাঁদ আছে কাছে কাছে
মনোভব মঞ্জু বিলাসে!

(১০)

আস্‌মানে রাস-লীলা গোপনের যবনিকা টুট্‌ল!
আলোক-লতারে ঘিরে হাসি-মুখ ফুট্‌ল!
স্বপনেরি ঝরোকায় তারা উঁকি দিয়ে চায়,
কাতারে কাতারে তারা জুট্‌ল,
স্মরণ সরণি 'পরে ফুল ফোটে থরে থরে,
পুলকে আঁখির ধারা ছুট্‌ল।

(১১)

লজ্জিত আঁখি নত অনুখন সঙ্করে তারা!
উন্মদ মধুকর গুঞ্জন-হারা!
মৌন মুরতি ধ'রে মৌনে আরতি করে
স্বপন-রভস মাতুয়ারা!
মনোহর! — হার মন — অবচন নিবেদন
বরিষণ চন্দন-ধারা!

(১২)

চন্দ্রেরি চিত ভরি কে গো আজ কে গো তুমি, চিত্রা!
চোখে চোখ! কি পুলক! পুষ্প-পবিত্রা!

পরিচয় চাউনিতে জোছনার ছাউনীতে
সুন্দরী! সুদূর-সুমিত্রা!
তুহুঁ চির দূরে দূরে আঁখি থির, মন ঝুরে,
জাগরণ-সাগর-বহিত্রা!

(১৩)

কী ফুল ফোটায় হায় দুনিয়ায় চোখের চাওয়া!
চোখের চাওয়ায় কত হারানো, পাওয়া!
চোখে চোখে দেয়া নেয়া চোখে পাড়ি চোখে খেয়া
চাহনিতে চৈতী হাওয়া!
চাহনির উড়ো-পাখী মন হরে দিয়ে ফাঁকি!
চোখে-চেয়ে চামেলী-ছাওয়া!

(১৪)

মন হরে অজানার নয়নের-অচেনা চোরে!
কে কারে কখন্ বাঁধে কিসের ডোরে!
ভ্রমর আঁখির মেলা! ভালোবাসা-বাসি খেলা
চোখে চোখে আরতি ক'রে!
নয়নে নাগর-দোলা এই ফ্যালা এই তোলা
ঢেউ-বাওয়া জনম ভ'রে!

(১৫)

অম্বরে জাগে চাঁদ তারকার ফুল-শেষে রাত-ভোর!
কি কথা বলিতে চায় ঘুম হারা ঘুম-চোর!
গগনের নিরালায় মন কোথা ভেসে যায়
জোছনায় মাখা আঁখি-লোর!
তারকার রূপ-শিখা মরতের মল্লিকা
কারে বেশী চায় মন ওর!

(১৬)

আকাশ-কুসুম চাষ করে চাঁদ তারার ক্ষেতে!
পাগল সে, আছে শুনি ওতেই মেতে!
খুঁজে খুঁজে হাসি-মুখ ভ'রে শুধু রাখে বুক
আলোকেরি মালিকা গেঁথে!
যুগে যুগে নিশি জাগে রূপের নিছনি মাগে
নাহি জানি কি ধন পেতে!

(১৭)

চাঁদমুখে আছে ভ'রে, বলে চাঁদ, হৃদয়ের আয়না!
ভালোবাসা ভালোবাসি আর কিছু চাই না!
আকাশ-কুসুম বনে তাই ফিরি আনমনে,
কাজের বাটে তো মন ধায় না!
আঁখি দিয়ে পিয়ে সুধা মিটাই হিয়ার ক্ষুধা
ধনের মানের নেই বায়না।

(১৮)

চাই কারে জানি না রে আমি শুধু ফিরি স্বপনে!
ভালোবাসা ভালোবাসি, মন-গোপনে!
আকাশ-কুসুম তুলি কুমুদের ফূলে বুলি,
দিক্ ভুলি, ফিরি ভুবনে!
জোছনার জাল পেতে জোনাকীর হার গেঁথে
কার ছবি জপি গো মনে!

(১৯)

নিশি নিশি জাগো চাঁদ! নিরালায় নিতি নিরখি!
হারানো ছবির মালা জপ কর কি?

কত আঁখি কত যুগে কত দুখে কত সুখে !
আঁখি তব গেছে পুলকি',
ছাই হ'য়ে গেছে যারা তারা অতীতের তারা,
একাকী তাদের স্মর কি ?

(২০)

কার কথা কবেকার কার কানে দিলে আজ পৌঁছে !
আলুথালু হ'ল চাঁদ ঢুলুঢুলু মৌজে !
জোনাকী সে জোছনায় মোহ পায় মুরছায়
পারুলী-পিয়ালফুলী কৌচে !
হাওয়া ডোবে বিহ্বলে কিরণের থির জলে
অবগাহি' বাদ্‌শাহী হৌজে !

(২১)

কার হাসি কার ঠোঁটে কার ভোলা দিঠি কার চক্ষে !
স্বপনের রাসলীলা মরমের কক্ষে !
কার 'কথা কও" স্বরে মন কে উদাস করে
ইসারায় বলে কি অলক্ষ্যে !
মন ঝরে চিনি চিনি হৃদয়ের স্বদেশিনী
বসতি যা ছিল এই বক্ষে !

(২২)

কে সে ভরেছিল মন, মনে পড়ে তারে ? সেই ভরণী ?
বিরহিণী যে রোহিণী নিয়েছিল ধরণী ?
কোথা রে চাঁদের রাধা কোথা সেই অনুরাধা ?
শ্রবণা শ্রবণ-মন-হরণী ?
কোথা অতীতের সাথী মুক্ত-হাসিনী স্বাতী ?
স্বপন-গাঙে কি বায় তরণী ?

(২৩)

অপ্সরী কোথা শাপভ্রষ্টা সে অশ্বিনী হায় রে ?
আর্দ্রহৃদয়া হায় আর্দ্রা কোথায় রে ?
ভদ্রা দু'বোন তারা কোন্ মেঘে হ'ল হারা ?
কে বাঁধিল মৃগ-নয়নায় রে ?
ফল্গু-প্রেমের সোঁতা ফল্গুনী গেল কোথা ?
বিশাখা কি নীহারিকা-ছায় রে ?

(২৪)

চৈতী এ জোছনায় একি হায় কুয়াশার কান্না !
কান্নার হাহা হাওয়া, গান না রে গান না !
আকাশের পরকোলা কাদের নিশাসে ঘোলা ?
তারালোকে খোলা যত জাল্না !
ভরা নয়নের কোলে মুকুতার মুখ দোলে,
ঠোঁটে চুনি, চুলে তার পান্না !

(২৫)

কর্পূরে ফাগ ক'রে জ্যোৎস্নাতে চাঁদ হোলি খেল্‌ছে !
কর্পূরী কুঙ্কুম ফুলে ফুলে ফেল্‌ছে !
হিল্লোলি' উল্লাসে মাতি অনুভব-রাসে
মল্লিকা হাসি হেনে হেল্‌ছে !
ডুবে-যাওয়া রূপ কত তারা-ফুলে অবিরত
হীরার লাবণি—মণি মেল্‌ছে !

(২৬)

রং বিনা দোল-খেলা, প্রাণে শ্রেফ্ জোছনারি রঞ্জন !
স্মৃতির মুরতি-হারে, রাস রমে কোন্ জন !

আজ পরাণের পুটে সরোজ-কুমুদ ফুটে—
একসাথে রস-ভুঞ্জন!
আকাশে ঝরোকা খোলা, তারা আঁকে, পথ-ভোলা—
স্বপনেরি চোখে অঞ্জন!

(২৭)

প্রেম মানে প্রাণ পাওয়া, প্রাণে মরা প্রেম হারানো;
এই ধারা দুনিয়ার মানো না-মানো।
নিশি নিশি অনিবার— মরে বাঁচে বারে বার—
তাই চাঁদ; জানো না জানো!
ভালোবাসা-রং-ছুট্ ফুল হয় ধূলো মুঠ,
প্রেমে ফিরে পায় পরাণ ও!

(২৮)

ম'রে গিয়েছিলে চাঁদ! বেঁচে ফিরে, ফিরে এয়েছ!
আঁখির আলোতে কার প্রাণ পেয়েছ!
কোন্ পুণ্যের বলে এমন নতুন হ'লে,
কোন্ গাঙে তুমি নেয়েছ!
কোন্ সুধা পিয়ে এলে, কোন্ আশা নিয়ে এলে!
রূপে ত্রিভুবন ছেয়েছ!

(২৯)

ফুটে ঝ'রে ফোটে ফুল বারেবার আকুল বনে!
কত মরা কত বাঁচা একই জীবনে!
কত না বিরতি-রতি পীরিতির গতায়তি
হাস্য-কাঁদা মন-গোপনে!
মলয়া মরুর হাওয়া কত করে আসা-যাওয়া
চাঁদেরও সাধের স্বপনে!

(৩০)

ঝঙ্কারে রিম্‌ঝিম্‌ ঝিঁঝি গায়, আজ না রে আজ না!
তনু ভরি' মরি মরি নূপুরেরি বাজনা!
আজ নয় আজ নয় আজ কোনো কাজ নয়,—
অপরূপ! ভোর না, এ সাঁঝ না!
যে দূরে, যে আছে কাছে সবারি হৃদয় যাচে
জোছনায় অলখেরি সাজনা!

বুদ্ধ-বরণ

কলিকাতা নগরে শ্রী ধর্ম্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ-স্থাপন উপলক্ষে রচিত)

দাও ধুয়ে পথ নগরবাসী আনন্দাশ্রু-ধারে,
বুদ্ধদেবের বিভূতি আজ এই নগরের দ্বারে!
আড়াই হাজার বছর আগে সেই যে রাজার ছেলে
বিশ্বজীবের ব্যথার ব্যথী সোনার রাজ্য ফেলে
বেরিয়ে গেছে ফকীর-বেশে ছাই দিয়ে সংসারে
চিন্তা-মণির অন্বেষণে; কৃচ্ছ্র-তপের পারে—
পেয়েছে যে পরম নিধি, শান্তি-সুধা-বারি,
রিক্ত হ'য়ে পূর্ণ হ'ল যার হৃদয়ের ঝারি,
সম্বোধি যার পরশ-পাথর—কাঁচকে করে সোনা,
যাঁর আঁখি-ছায় নিখিল-হিয়ার নিত্য আনাগোনা,
মৈত্রী-মধুর করুণা যার জুড়ায় হাহাকারে,
জগৎ ঘুরে সেই এসেছে এই নগরের দ্বারে!

শুদ্ধোদনের শুদ্ধ কুলে মায়াদেবীর কোলে
জন্মেছে যে জম্বুদ্বীপে আনন্দ-হিন্দোলে,
কীর্ত্তি যাহার গগন ছাপায় নিখিল ভুবন ভরি',
সৈন্য বিনা জয় করে যে, শাক্যকুলের হরি,
মহাপ্রজাবতীর দুলাল সেই যে মহাপ্রজা
ছয় রিপুরে জয় ক'রে যে উড়ায় কাষায়-ধ্বজা,
যজ্ঞশালার বিড়ম্বনায় বলিপশুর হাটে
কুণ্ঠিত প্রাণ সহজ হ'ল যাহার শান্তি-পাঠে,
বারাণসীর শ্রুতির টোলে উদাত্ত যার স্বরে
'ধর্ম্ম' হ'ল উদ্বোধিত যজ্ঞ-বেদীর 'পরে,
নগ্ন ক্ষপণকের মেলায় ভব্য ছবি যার
দিগম্বরে শ্বেতাম্বরী করলে বারম্বার,
মগধ পতি নমে যারে তাপন-গেহ থেকে,
কোশল-পতি চরণ চুমে ছত্র চামর রেখে,
সেই এসেছে দ্বারে তোমার আজ বিভূতির বেশে ;
বরণ ক'রে নাও গো তারে পর্য্যটনের শেষে।

*   *   *

উদ্ভবে যার লুম্বিনী বন মর্ত্ত্যে স্বতন্তরা,—
জেরুজালেম্ বেথ্‌লেহেমের অগ্র-সহোদরা,—
অক্রোধে ক্রোধ জিন্‌লে যে-জন বিজন মৃগদাবে,
ভারত হ'ল কেন্দ্র ধরার যাহার আবির্ভাবে,
মুকুট ছেড়ে যে-জন নিলে কাষায় উত্তরীয়,
বৈশ্বানরের বন্দনীয় বিশ্বনরের প্রিয়,
যে সন্ন্যাসীর পুণ্যহাসির পবিত্র মহিমা
ছাপিয়ে চল্লো ভূভারতের বিপুল চতুঃসীমা,

চারিত্রে যে পূজ্য হ'ল ব্াহ্লীকে গান্ধারে
শোণ কাবেরী সর্‌দরিয়া কাজিল্‌ নদীর ধারে,
লঙ্কা শায়াম্‌ চীন জাপানে লাল-মানুষের দেশে
পৌঁছাল যার পরমবাণী পাখীর মুখে ভেসে,
তাতার ইরাণ একদা যার পূজ্‌ত সৌম্যছবি,
চার যুগে যার বন্দনা গায় নিখিল ধরার কবি,
শক-হূণে আর গ্রীক-রোমকে রাজায় প্রজায় মিলে
পুলকে যার চলন্‌-পথের ধূলি মাথায় নিলে,
কণিষ্ক যার চিতার ভস্ম কিন্‌লে নিষ্ক দিয়ে,
চণ্ড-অশোক ধর্ম্মী হ'ল যার করুণা পেয়ে,
নিখিল নরের ঐক্য প্রথম দেখ্‌লে যে-জন ধ্যানে,-
সেই এসেছে বাংলা দেশের ঐ নগরোদ্যানে !

* * *

ভক্তেরা যার পশুর তরেও গড়্‌লে সেবা-গেহ,
বিশ্বজনের কল্যাণে যার অর্পিত মন দেহ,
সত্তা যাহার করুণাতে, সত্যে যাহার স্থিতি,
সংজ্ঞ যাহার নূতন সৃষ্টি, সংবোধি যার প্রীতি,
সংযমে যার পরম শৌর্য্য, বীর্য্য মোহের নাশে,
'ধর্ম্ম' চরম প্রতিষ্ঠা যার সোমপায়ীদের পাশে,
শীল সে যাহার অঙ্গভূষণ, অনঙ্গ যার বশে,
যার নয়নের বিমল বিভায় মনের বন্ধ খসে,
সুপ্ত ধরায় প্রবুদ্ধ যে অতুল মর্ত্ত্যধামে,
চায় না অকাজ বাড়ানো যে কিছু করার নামে,
নিষ্ক্রিয় যার বরং প্রিয় দুষ্ক্রিয় জন হ'তে,
নির্ব্বাণই যার অ-লোভ স্বর্গ জন্ম-মরণ স্রোতে,

কর্ম্ম শেষে শালের বনে বন তরুর মূলে
চিতায় শুয়ে ঘুমিয়েছে যে নিরঞ্জনার কূলে,
সেই সে অকূল কাল-সাগরে জমিয়ে খেয়ার পাড়ি
এসেছে আজ এই নগরে চৈত্য-শয়ন ছাড়ি'।

* * *

ছিল যে তার আসার কথা অনেক বছর থেকে,
শ্রীমান্ সার্থপতির বধূ রেখেছে তায় ডেকে!
ভক্ত অনাথপিণ্ডদেরি কন্যা যে সেই নারী,
বঙ্গে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে যে পতির গেহ তারি,
সে ডেকেছে আস্‌তে হবে,...তাই বুঝি আজ আসা;
মনে আছে নিমন্ত্রণ! ...পূরাতে তার আশা—
শতাব্দী সব ঠেলে ঠেলে এল নীরব পায়ে,...
নাইক খেয়াল রাজ্য নগর ভাঙছে ডাহিন বাঁয়ে!
বঙ্গে এল বুদ্ধ-বিভা, কিন্তু সে নাই বেচে,
নগর পুণ্ড্রবর্দ্ধনও নেই—স্বপ্ন হ'য়ে গেছে!
নেই বালিকা উপাসিকা; আমরা তারি হ'য়ে
বরণ করি বুদ্ধ-বিভা চিত্ত-প্রদীপ লয়ে;
চৈত্য দিয়ে যত্নে ঘিরি বুদ্ধ-বিভূতিরে,
নিরঞ্জনা-তীরের স্মৃতি ভাগীরথীর তীরে!

নমস্কার

নমস্কার! করি নমস্কার!
কবিতা কমল-কুঞ্জ-উল্লসিত আবির্ভাবে যার,
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী রহে তরঙ্গিতে,

কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত্য হ'ল স্ফূর্ত্তি-পারাবার,
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে ;
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধা পান ;
তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার,
বেণু বীণা জিনি মিঠা বাণী যার খনি সুষমার,
চিত্তপ্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অভিচার-নিশি,
আবেদনে-আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,
শোণিত-নিষেক-শূন্য নৈযুজ্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

রুদ্ধ-কণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী অমারাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে

ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে ধিক্কার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা!"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত-পারা—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র, দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা—
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার আশে শান্তিবারি-ধার—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশদিক্,—
বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত-চমৎকার,—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

যাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার,
নিশীথে মশাল জেলে যার আগে ন্যাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতার
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
দ্বন্দ্ব ভুলি' 'হূণ' 'গল্' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার! তারে নমস্কার!

নয়নে শান্তির কান্তি, হাস্য যার স্বর্গের মন্দার,
পক্ককেশে যে লভিল বরমাল্য রম্যা অরোরার ;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য-সহচর,
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর,
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্ত্তি স্বদেশ-আত্মার"—
বারম্বার তারে নমস্কার !

চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তিনিবেদন,
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব-সাধনার—
নমস্কার ! নমস্কার ! বারম্বার তারে নমস্কার ।

গান্ধিজী

দিনে দীপ জ্বালি' ওরে ও খেয়ালী ! কি লিখিস্ হিজিবিজি ?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী !' 'গান্ধিজী !'
বাতায়নে ভাখ্ কিসের কিরণ ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে !
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে !
জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশান-ধারী,
পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নরনারী !
কৃষাণের বেশে কেও কৃশ-তনু—কৃশানু পুণ্যছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি !

কৌম্লি-কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি',
কার মৃদুবাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী !
ক্রোর টাকা কার ভিক্ষা-ঝুলিতে, অপরূপ অবদান,
আগুলিয়া কারে ফেরে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান !
আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁঝিঁ
কেরে ও খর্ব্ব সর্ব্বপূজ্য ?—'গান্ধিজী !' 'গান্ধিজী !'

মহাজীবনের ছন্দে যে-জন ভরিল কুলিরও হিয়া,
ধনী-নির্ধনে এক ক'রে নিল প্রেমের তিলক দিয়া ;
আচরণ যার কোটি কবিতার নির্ঝর মনোরম,
কর্ম্মে যে মহাকাব্য মূর্ত্ত, চরিতে যে অনুপম ;
দেশ-ভাই যার গরীব বলিয়া সকল বিলাস ছাড়ি'
'গড়া' যে পরে গো, ফেরে খালি পায়ে, শোয় কম্বল পাড়ি' ;
তপস্যা যার দেশাত্মবোধ ছোটরও ছোটর সাথে,
দিন-মজুরের খোরাকে যে খুসী তিন আনা পয়সাতে ;
স্বেচ্ছায় নিয়ে দৈন্য যে, কাছে টানিল গরীব লোকে,
ভালো যে বাসিল লক্ষ কবির ঘন অনুভূতি-যোগে,
অহিংসা যার পরম সাধনা হিংসা-সেবিত বাসে,
আসন যাহার বুদ্ধের কোলে, টলষ্টয়ের পাশে,
দীনতম জনে যে শিখায় গূঢ় আত্মার মর্য্যাদা,
চিত্তের বলে লঙ্ঘিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাধা,
বীর-বৈষ্ণব—বিষ্ণু-তেজেতে উজল যে-জন ভিজি'
ওই সেই লোক ভারত-পুলক, ওই সেই গান্ধিজী !

কাফ্রির ভিটা আফ্রিকা-ভূমে প্রিটোরিয়া-নগরীতে,
বারে বারে ক্লেশ সহিল যে ধীর স্বদেশবাসীর প্রীতে,
উপনিবেশের অপহুজুরের না মানি' জিজিয়া-কর,
মুদি-মাকালিরে আত্মার বলে শিখাল যে নির্ভর,
বারণ যাদের ওঠা ফুট্‌পাথে তাদেরি স্বজাতি হ'য়ে
ফুটপাথে হাঁটা পণ যে করিল গোরার চাবুক স'য়ে,
মার খেয়ে পথে মূর্চ্ছা গিয়েছে, পণ যে ছাড়েনি তবু,
বারে বারে যারে জরিমানা ক'রে হার মেনে গোরা প্রভু
রদ্ ক'রে বদ্ আইন চরমে রেহাই পেয়েছে তবে!
ধীরতায় বীর সেরা পৃথিবীর, নাই জোড়া নাই ভবে!
প্লেগের প্লাবনে কুলি-পল্লীতে নিল যে সেবা-ব্রত,
বুয়ার-লড়াইয়ে জুলুর যুদ্ধে জখমী বহিল কত.
কৌঁসুলি-কুলি-মুদি-মহাজনে পল্‌টন গ'ড়ে নিয়ে
উপনিবেশীর কথা-বিশ্বাসে খাটিল যে প্রাণ দিয়ে,
কাজের বেলায় ইংরেজ যারে মেনেছিল কাজী ব'লে,
কাজ ফুরাইলে পাজী হ'ল হায় বর্ণ-বাধার গোলে!
কথা রাখিল না যবে হীন-মনা কথার কাপ্তেনেরা,
কায়েম রাখিল বকেয়া যুগের জিজিয়া—ক্ষোভের ডেরা,
তখন যে-জন কুলির ধাতুতে বৈষ্ণবী সেনা সৃজি'
ধৈর্য্য-বীর্য্যে মোহিল জগৎ, এই সেই গান্ধিজী!

* * *

সাগরের পারে স্বদেশের মান রাখিল যে প্রাণপণে,
গোরা-চাষা-দেশে নিগ্রহ সহি' নিগ্রো-কুলের সনে,
বিদেশে স্বদেশী বটের চারায় রোপিয়া যে নিজ-হাতে
বিশ্বাস-বারি সেচনে বাঁচাল বাওবাব-আওতাতে,

ভারত-প্রজারে চোরের মতন থানায় থানায় গিয়ে
নাম লেখাইতে হবে শুনে, হায়, আঙুলের টিপ্ দিয়ে,
যে বিধি অবিধি তারে নির্ম্মূল করিবারে বিধি ঠেলে
দেশ-আত্মায় অপমান হ'তে বাঁচাতে যে গেল জেলে,
গেল চ'লে জেলে জ্বালাইয়া রেখে পুণ্য-জ্যোতির জ্বালা
ভয়-তরণের সুধা-ক্ষরণের উদাহরণের মালা!
ধায় দেশী কুলি দেশী কুঠিয়াল না শোনে কাহারো মানা,
দেখিতে দেখিতে উঠিল ভরিয়া যত ছিল জেলখানা,
মর্দ্দে-মেয়েতে চলিল কয়েদে দলে দলে অগণন,
স্বেচ্ছায় ধনী হ'ল দেউলিয়া, তবু ছাড়িল না পণ!
ক্ষুধিত শিশুরে বক্ষে চাপিয়া দেশ-প্রেমী কুলি-মেয়ে
ইঙ্গিতে যার কষ্টের কারা বরণ করেছে ধেয়ে,
দীক্ষায় যার নিরক্ষরেও সাঁতারে দুঃখ-নদী,
বুকে আঁকড়িয়া সদ্য-লব্ধ মর্য্যাদা-সম্বোধি!
তামিল-যুবক মরিয়া অমর যে পরশ-মণি ছুঁয়ে,
চিরপদানত মাথা তোলে যার মন্ত্র-গর্ভ ফুঁয়ে,
পুলকে পোলক্ মিতালি করিল যার চারিত্র্য-গুণে,
ভারতে বিলাতে আগুন জ্বলিল যার সে দীপক শুনে,
বাঁধিল যাহারে প্রীতি-বন্ধনে বিদেশীরও রাখী-সূতা—
ভেট যারে দিল প্রেমী অ্যানড্রুজ্ অযাচিত বন্ধুতা,
আপনার জন বলি' যারে জানে ট্রান্স্ভাল হ'তে ফিজি,
জীর্ণ খাঁচার গরুড় মহান্—এই সেই গান্ধিজী!

* * *

এশিয়া বে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা,
কুলিতে জাগায়ে মহামানবতা নর-নারায়ণ-সেবা,—

ধৈর্য্যে ও প্রেমে শিখাল যে সবে কায় মনে হ'তে খাঁটি,
সত্য পালিতে খেল যে সরল পাঠান চেলার লাঠি,
বিশ্বধাতার বহে যে পতাকা উজল জিনিয়া হেম,
"সত্য" যাহার এক-পিঠে লেখা আর-পিঠে "জীবে প্রেম",
সত্যাগ্রহে দহিয়া সহিয়া হয়েছে যে খাঁটি সোনা,
দেশের সেবার সাথে চলে যার সত্যের আরাধনা,
অযুত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি'
শবরমতীর বরণীয় তীরে ধ্যানের আসন করি',
অর্জ্জন যার ব্রহ্মচর্য্য তপের বৃদ্ধি কাজে,
উজ্জ্বল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আঁধার-মাঝে,
মেথরের মেয়ে কুড়ায়ে যে পোষে, অশুচি না মানে কিছু,
চাকরের সেবা না লয় কিছুতে, নরে সে যে করা নীচু,
ক্ষুদ্রে মহতে যে দেখেছে মরি আত্মার চির-জ্যোতি;
দাস হ'তে, দাস রাখিতে যে মানে চিত্তের অধোগতি,
প্রেমময় কোষে বসে যে দেশের, শক্তি-বীজের বীজী,
অন্তরে বৈকুণ্ঠ যাহার,—এই সেই গান্ধিজী!

* * *

দর্পীতাপন ভারত-পাবন এই সে বেণের ছেলে,
শুচি মহিমায় দ্বিজকুলে ম্লান করিল যে অবহেলে,—
কুণ্ঠা-রহিত বৈকুণ্ঠের জ্যোতি জাগে যার মনে,
সাজা নিতে নয় কুণ্ঠিত কর্ত্তব্যের আবাহনে,
নীলকর আর চা-কর-চক্রে কুলির কান্না শুনি'
ফেরে কামরূপে চম্পারণ্যে অশ্রু-মুকুতা চুনি',
কায়রা-আকালে শাসনের কলে শেখালে যে মর্ম্মিতা,
নিজে ঝুঁকি নিয়া খাজনা রুখিয়া রায়তের চির মিতা;

রাজা-গিরি নয় কেবলি হুকুম,কেবলি ডিক্রিজারি,
হাল গোরু ক্রোক আকালেরও কালে করিতে মালগুজারি,
এ যে অনাচার এর ঠাঁই আর নাই নাই ভূভারতে,
রাজায় প্রজায় একথা প্রথম বুঝাল যে বিধিমতে,
সাতশত গাঁয়ে বাজায়ে অমোঘ সত্যাগ্রহ ভেরী,
প্রজার নালিশ বোঝাতে রাজারে হ'ল নাকো যার দেরী,
অভয়-ব্রতের ব্রতী যে, সকল শঙ্কা যে-জন হরে,
বিশ্বপ্রেমের পঞ্চপ্রদীপে কুলির আরতি করে ;
আদর্শ যার সুধন্বা আর প্রহ্লাদ মহীয়ান্,
পিতারও হুকুমে করে নাই যারা আত্মার অপমান,
পূজনীয়া যার বৈষ্ণবী মীরা চিতোরের বীণাপাণি,—
রাজারও হুকুমে সত্যের পূজা ছাড়েনি যে রাজরাণী ;
জপমালে যার সারা দুনিয়ার সত্য-প্রেমীর মেল্,
গ্রীসের শহীদ্ সক্রেটিস্ আর ইহুদীর দানিয়েল্,
যার আলাপনে বন্দী মনের বন্ধন হয় ক্ষয়,
তার আগমনী গাও কবি আজ, গাও গান্ধির জয়।

* * *

এসিয়ার হক্, হারুণের স্মৃতি, ইস্লাম্-সম্মান,—
মর্ম্ম-বীণার তিন তারে যার পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,
দরাজ বুকেতে সারা এসিয়ার ব্যথার স্পন্দ বহি,
সব হিন্দুর হ'য়ে যে, খোলসা খেলাফতে দিল সহি,
চিত্ত-বঙ্গের চিত্র দেখায়ে পেল যে পূর্ণ সাড়া,
সত্যাগ্রহ-ছন্দে বাঁধিল ঝড়েরে ছন্দ-ছাড়া,
প্রীতির রাখী যে বেঁধে দিল দুহুঁ হিন্দু-মুসলমানে,
পঞ্চনদের জালিয়াঁর জ্বালা সদা জাগে যার প্রাণে,

ভারত-জনের প্রাণ-হরণের হরিবারে অধিকার
নৈযুজ্যের হ'ল সেনাপতি যে রথী দুর্নিবার,
বিধাতার দেওয়া ধর্ম্ম্য রোষের তলোয়ার যার হাতে
সোনা হ'য়ে গেছে সত্যাগ্রহ-রসায়ন-সম্পাতে ;
ঘোষি' স্বাতন্ত্র্য শাসন-যন্ত্র আম্‌লা তন্ত্র সহ
অভয়-মন্ত্র দিয়ে দেশে দেশে ফিরিছে যে অহরহ ;
মহাবাণী যার শকতি-আধার, অনুদার কভু নহে,
লুকানো ছাপানো কিছু নাই যার, হাটের মাঝে যে কহে—
"স্বরাজপ্রয়াসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিতে হবে,
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়েম করিব তপে।
যা' কিছু স্ববশে সেই তো স্বরাজ, সেই তো সুখের খনি,
আপনার কাজ আপনি যে করে,—পেয়েছে স্বরাজ গণি ;
স্বপাকে স্বরাজ, স্বরাজ—স্বকরে নিজের বসন বোনা,
স্বরাজ—স্বদেশী শিল্প পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,
স্বরাজ—আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ—স্ব-রীতে চলা,
স্বরাজ—যা' কিছু অশুভ তাহারে নিজের দু'পায়ে দলা ;
স্বরাজ—স্বয়ং ভুল ক'রে তারে শোধ্‌রানো নিজ হাতে,
স্বরাজ—প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার দুনিয়াতে।
সেই অধিকারে ন্যায় যারা হাত প্রেষ্টিজ্-অজুহাতে,—
স্বরাজ—সে নৈযুজ্য তেমন আম্‌লা-তন্ত্র সাথে।
হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা স্বরাজ, স্বপ্রকাশের পথে,
স্বরাজ—সে নিজ বিচার নিজেরি স্বদেশী পঞ্চায়তে,
চারিত্র্য-বলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা,
কর-গত তার সারা দুনিয়ার সব দৌলৎশালা,

হাতেরি নাগালে আছে এর চাবী, আয়াস যে করে লভে,
অক্ষম ভেবে আপনারে ভুল কোরো না।" কহে যে সবে ;
আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত্ত যে প্রত্যয়,
পরাজয় আজো জানেনি যে, সেই গান্ধির গাহ জয়।

* * *

হেস না হেস না হ্রস্বদৃষ্টি, হেস না বিজ্ঞ হাসি,
মূর্ত্ত তপেরে শেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসের বিষ-নিশ্বাসে হয় যে প্রাণের ক্ষয়,
বিশ্বাসে হয় বিশ্ববিজয়, বিদ্রূপে কভু নয়।
ব্যঙ্গমা! তোর ব্যঙ্গ এবং বঙ্গ বাখান রাখ্,
গুঞ্জনে শোন্ ভরি' ভরি' 'ওঠে ভারতের মৌচাক,
ভীম্রুলও হ'ল মৌমাছি আজ যার পুণ্যের বলে
তার কথা কিছু জানিস্ তো বল্, মন দোলে কুতূহলে,
জানিস্ তো বল্ মোহনদাসেরে মহানুষ্মন গণি'
কি ফিকির আঁটে সুরা-রাক্ষসী পুতনা বোতল্-স্তনী,
বোতল কাড়িয়া মাতালের, গেল কোন্ তেলি কারাগারে,
কোন্ লাট ঢাকে অশোকের লাট মদের ইস্তাহারে!
জানিস্ তো বল্ কি যে হ'ল ফল আব্কারী-যুদ্ধের,
মদ-জাতকের অভিনয় সুরু হ'ল কি মগধে ফের!
ওরে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস্‌নে ছল খুঁজে,
খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে, তাহারি উতোর যুঝে,
গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল—সে কলহ আজ রেখে
ভারত জুড়ে যে জীবন-জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।
পারিস্ যদি তো শুচি হ'য়ে নে রে স্নান ক'রে ওই জলে,
চিনে নে চিনে নে মহান্-আত্মা মহাত্মা কারে বলে।

এতখানি বড় আত্মা কখনো দেখেছিস্ কোনো দিন ?
দেশ যার আত্মীয় প্রিয়—তবু বিশ্বাসহীন ?
দূরবীন ক'সে বিজ্ঞেরা ঘোষে, 'সূর্য্যের বুকে পিঠে
আছে মসী-লেখা !" আলোর তাহে কি হয় কমি এক ছিটে ?
সেই মসী নিয়ে হাস্যে তপন বিশ্ব ভরিছে নিতি,
রশ্মির ঋণ বাড়ায়ে শশীর, ফুলে ফুলে দিয়ে প্রীতি।
কুটিরে কুটিরে মহাজীবনের জ্বেলেছে যে হোম্‌শিখা,
দিন-মজুরের জনে জনে সঁপি' মর্য্যাদা-শুচি টীকা,
পৌঁছে দেছে যে পৌরুষ নব চাষাদের ঘরে ঘরে,
যার বরে ফিরে শিল্পীর গেহ কাজের পুলকে ভরে,
যার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে রে তিরিশ কোটির মন,
দেশের খতেনে যশের অঙ্ক লেখে সাধারণ জন,
আত্মবিলোপী কর্ম্মী-সঙ্ঘ যার বাণী শিরে ধরি'
নীরবে করিছে ব্রতের পালন দুঃসহ দুখ বরি' ;
ছাত্রের ত্যাগে স্বার্থের ত্যাগে পুলকিয়া বহে হাওয়া,
রাজ-ভৃত্যের বৃত্তির ত্যাগে রাজপথ হ'ল ছাওয়া,
যারে মাঝে পেয়ে কাজিয়া থামায়ে হিন্দু ও মোস্‌লেম,
'আত্মদমন স্বরাজ' সমঝি ভুঞ্জে পরম প্রেম,
মহম্মদের ধর্ম্ম্য-শৌর্য্য যাহার জীবন-মাঝে
বুদ্ধদেবের মৈত্রীতে মিলি' স্ফুরিছে নবীন সাজে ;
সারাটা জীবন খৃষ্টদেবের ক্রুশ যে বহিছে কাঁধে,
বিক্ষত-পদে কণ্টক-পথে 'সত্য'-ব্রত যে সাধে ;
যার কল্যাণে কুড়েমি পালায় প্রণমিয়া চরকারে,
ভরে ভারতের পল্লী-নগরী কবীরের 'কাল্‌চারে' ;

যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্‌মহলের খিল,
পুরা হ'য়ে গেছে যার আগমনে তিরিশ কোটির দিল্‌,
তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী ! গৌড়বঙ্গময়
গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয়।

অর্ঘ্যপঞ্চক

(কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি-পূজায় বিনিয়োগ)

বঙ্গ-বাল্মীকি

বাল্মীকি গড়িল যাহা সংস্কৃতের সংহত শিলায়
তারি কি নকল তুমি করেছ হে গঙ্গামৃত্তিকায়
কৃত্তিবাস ? তব কবিচিত্তের সুষমা রাশি রাশি
করেনি কি রঞ্জিত তা-সবে পদে-পদে ? তব হাসি,
তব অশ্রু ? দেশের দেহের ধাতু ভক্তিনীরে ছানি'
গড়েছ যে নব সীতা, নির্ম্মিয়াছ নব সীতাজানি,
আর সে দোসর চির গড়েছ হে সোদর লক্ষ্মণ ;
ওগো, কবি ! তব স্পর্শে রামায়ণ হয়েছে নূতন,
হয়েছে যে বাঙালীর একান্ত আপন—মন্ত্রে স্তব,
বাল্মীকির পুনর্জন্ম তব তপে হয়েছে সম্ভব,
নির্ম্মম দস্যুরে তুমি আর্দ্র করি দেছ মমতায়,
জাগায়েছ দুর্বৃত্তের চিত্তবাসী সুপ্ত দেবতায় ;
জীবে জীবে ওগো কবি ! জাগায়েছ শিব-সম্ভাবনা ;
নকল-নবীশ নও, কবি তুমি, তুমি মহামনা,
দুষ্টের পরাণ-কোষে দেখিয়াছ অভীষ্টের ছবি,
গ্লানিহরা তব গীতি, তব গান পবিত্র জাহ্নবী।

বাণীর পূজারী

"যার কণ্ঠে সদাকালে বৈসে সরস্বতী"

বাণী-পূজা-দিনে উদয় তোমার
উদয়ে ধন্য জন্মভূমি,
বঙ্গ-বাণীর পূজার প্রচার
ষোড়শোপচারে করিলে তুমি।
অশেষে করিলে বিশেষে প্রকাশ,
আভাষে বাঁধিলে ভাষায় গুণী!
ভক্তির সাজি ভরিলে স্বদেশী
বাঁধুলি টগর দোপাটি চুনি'।
কবি-সরোরুহ ফুটিল যে সরে
তব তপে সেথা আসিল নামি'
পাবনী ফোয়ারা জাহ্নবী-ধারা,
বাঁওড়ের জল সাগর-গামী!
পল্বলে ওঠে প্লাবনের রোল,
কল্লোল ওঠে প্রণবে মিশি'
তোমার গানের সুরধুনী স্নেহে
শীতলিছে দেশ দিবস নিশি;
শীতলিছে আর করিছে অমল
চির-নিরমল পানের পানি,
ছোটো বড় তাহে সুখে অবগাহে
রাঢ়-বাংলার নিখিল প্রাণী!
দেবভাষা দেবলোকে যে ছিল গো,
তব তপে সে যে এল কানাচে;

সপ্তকোটির হৃদয়-পরাণ
আজ তব নামে তাইতো নাচে।
সপ্তকোটির মিলন-তীর্থ
তৃণ-সুনীচেরও মনের মিতা,
পূজারী পসারি সবারী যে তুমি
একাধারে চারি বেদ ও গীতা।
তোমার গানের রেশ লাগি কানে
কত প্রাণে গান উঠিল জেগে,
কত নীহারিকা সূর্য্য হ'ল গো
দানা বেঁধে'তব জ্যোতির্মেঘে।
ভক্তির বলে শক্তি জাগালে,
দেশ-ভারতীরে করিলে ধনী,
বাংলা-দেশের বাল্মীকি ওগো,
বঙ্গবাণীর পদ্মযোনি!

—

বিধান-দাতা

তোমার কথাই মান্‌ব মোরা,
মনুর বচন মান্‌ব না,
সংহিতাতে ছাই দিয়ে আজ
চলুক তোমার গান শোনা।
তোমার গানে পেইছি যে ধন,
সার সে সকল সংহিতার—
কবি যখন বিধান-দাতা
সবাই পাবে ন্যায়-বিচার।

তোমার গানের তোমার প্রাণের
পঞ্চবটীর আবছায়ায়
কত যে বীজ ছড়িয়ে আছে
বল্‌বে কে তা জান্‌বে হায় !
আদি-কবি নও হে শুধু,
সাম্য-সামের হও আদি—
কাঠগড়াতে বামুন-ঠাকুর
পথের কুকুর ফরিয়াদী !
কুকুরকে দাও ডিক্রি তুমি,
ঠাকুরকে দাও দণ্ড হে,
রাজার সেরা রামকে দিয়ে
কর্‌লে একি কাণ্ড হে !
অন্যায়ে মন স্থায়নি সে সায়
বুঝ্‌ছি সে সুস্পষ্ট হে,
কবি ! তোমার প্রাণ যে কাঁদায়
উৎপীড়িতের কষ্ট হে !
কুকুরকে তাই জয় দিয়েছ,
পৈতে ছেঁড়ার শঙ্কা নেই,
সাম্য-মহাসাম গেয়েছ
হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই !
উদ্ভাসিছে গান যে তোমার
ভবিষ্যতের পূর্ব্ব-ভাস,
কবি তুমি, দ্রষ্টা তুমি
কীর্ত্তিমন্ত কৃত্তিবাস।

শূদ্র-দ্বিজের পৃথক্ আইন—
আছে মনুর কুকীর্ত্তি,
ঠাকুর-কুকুর একসা ক'রে
নড়িয়ে দিলে সে ভিত্তি।
গানে তুমি মন কেড়েছ,
তোমার পিছেই চল্‌বে দেশ ;
গানের গায়ন কয় যে আইন
সেই আইনই ফল্‌বে শেষ।

—

যশোধন

"যেথা যাই সেথাই গৌরব মাত্র সার।"

চাও কেবল যশ অমল
কীর্ত্তিসার কৃত্তিবাস !
স্বর্ণ নয়, হর্ম্ম্য নয়,
দাস-দাসীর নাইক আশ।
চাওনা পদ, পয়সা নয়,
রাজপ্রসাদ —চাওনা তাও,
গৌরবের সৌরভেই
মন মাতাল, ধাও উধাও।
ঢের রাজার যাও সভায়,
গান শোনাও, রস বিলাও,
রাজ-শ্রোতার স্থায় যা পা'য়
নাওনা তাও, তাও ফিরাও।
এই তো ঠিক প্রাণ কবির,
এই তো রীত মন্-ভোলার,

রাজ-দাতায় দাও জবাব
"নিই নে দাম দিল্ খোলার।
যাই যেথাই রস বিলাই
পাই সেথাই যশ কেবল,
লই যে দান সে সম্মান
আর শ্রোতার মন্-কমল।"
এই কবির উচ্চ শির—
এই কবির উচ্চ প্রাণ—
হোক্ মোদের হোক্ সহজ
কৃত্তিবাস কীর্ত্তিমান্।
উচ্চলোভ দগ্ধ হোক
সব কবির মোর দেশের,—
পূর্ণতার উৎস যার
চিত্ত, তার ক্ষোভ কিসের?
দাও হে বর—হেঁট না হয়
শির কবির বঙ্গে আর,—
যেই দেশের মূল গায়ন
কৃত্তিবাস কীর্ত্তিসার।

—

অগ্রহারী

ওগো! কাল-ভোলা কীর্ত্তি তোমার অচপল,
কবি! মৃত্যু-বিজয় তব কাব্য সফল;
ঝরে কণ্ঠে পিযূষ তব নিত্য-কালে;
চির রাজটীকা ভায় তব দীপ্ত ভালে!

তুমি কঙ্কালে প্রাণ দিলে সঞ্চারিয়া !
ওঠে মন্ত্রে তোমার মৃত সিংহ জীয়া !
তব হর্ষে শ্যামল হ'ল রিক্ত মরু !
তব সঙ্গীতে মুঞ্জরে শুষ্ক তরু !

কত অন্ধেরি বল্মীকে অঙ্গ ঢাকা,
তবু উদ্ভাসে বঙ্গ ও-কীর্ত্তি-রাকা ;
তব কণ্ঠে সরস্বতী, চক্ষে বিভা ;
আনে গৌড়ে নূতন দিবা ঐ-প্রতিভা।

তুমি বঙ্গবাণীর প্রিয় আত্ম কবি
এলে বজ্র-সাধন-শেষে সৌম্যছবি ;
তুমি নির্ম্মিলে দেশ-ভাষা কাব্য-ছাঁদে,
এল গঙ্গা তরঙ্গিয়া শঙ্খনাদে !

ছিলে মান্-সরোবর-জলে হংস তুমি,
বুঝি স্বপ্নে বাণীর পাদ-পদ্ম চুমি'
এলে পথ ভোলা হংস শ্রীপঞ্চমীতে
বহি বাক্ দেবতার বীণা এই নিভৃতে !

তুমি জাগ্‌লে দখিন হাওয়া পূর্ণ মাঘে
যবে কুঞ্জে কোকিল শানা কেউ না জাগে,
তুমি জাগিয়ে যখন দিলে জাগ্‌ল সবাই,
আজি লক্ষ পাখীর গানে বিশ্রামই নাই !

আজি সব গানে গুঞ্জনে অর্ঘ্য তোমার,
সারা বঙ্গ পরায় গলে বন্দনা-হার,
লেখে ছন্দে যে, শিষ্য সে কৃত্তিবাসের
তুমি কেন্দ্র হে ছন্দেরি, রাস-বিলাসের।

আজি বিশ্বে যে পায় পূজা বঙ্গবাণী
তারি গড়্‌লে প্রথম তুমি আদ্‌রাখানি,
তারে পূজ্‌বে যে পূজ্‌বে তোমায় সে, কবি!
জ্ঞানে অজ্ঞানে অর্পিবে যজ্ঞ-হবি।

শ্রদ্ধা-হোম

(কবিগুরু-প্রশস্তি। গৌড়ী গায়ত্রী ছন্দ)

জয় কবি! জয় জগৎপ্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয়!
অগম শ্রুতির শ্রোত্রিয়! জয়! জয়!
প্রাণ্-প্রণবের দ্রষ্টা-নব!
গান সে অসপত্ন তব,—
অমৃত-সমুদ্ভব! জয়! জয়!
যুবন্ প্রাণের গাও আরতি,—
যে প্রাণ বনে বনস্পতি,
নবীন সবনের ব্রতী! জয়! জয়!
বাক্ তব বিশ্বস্তবা সে,—
নৃত্যে মাতায় বিশ্ব-রাসে,—
চিত্তে দোলায় উল্লাসে! জয়! জয়!
পাবনী-বাগ্‌দেবীর কবি!
পাবীরবীর গায়ন রবি!
পুণ্য পাবকচ্ছবি! জয়! জয়!
জয় কবি! জয় হৃদয়-জেতা!
দিগ্বিজয়ীদিগের নেতা!
চিদ্-রসায়ন প্রচেতা! জয়! জয়!

শ্রদ্ধা-হোমের লও আহুতি,—
মানস-হবি এই আকুতি ;
কবি ! সবিতা-দ্যুতি ! জয় ! জয় !
প্রাণের কাঙাল, মানের নহ,
মান ঠেলে পায় কুলির সহ
অসম্মানের ভাগ লহ ! জয় ! জয় !
তোমায় দেখে প্রাণ উথলে,
হাসি-উজল চোখের জলে
অস্ফুট্ বোলে দেশ বলে—'জয় ! জয় !'
তোমার সুব্রহ্মণ্যা বাণী
তারার ফুলের মাল্যখানি
কণ্ঠে কবি দ্যান্ আনি ! জয় ! জয় !

মাতা মনু

পাখী ডেকে ওঠে ওই গো ওই,
বয় ভোরের হিম বাতাস ;
জাগ্‌ল কার শান্ত চোখ
ফুট্‌ল কার পুষ্পহাস !
ভিজে ওঠে আঁধারের আঁচল
মৌক্তিকের স্নিগ্ধ ভায়,
কম্পমান অঙ্গে ম্লান
কল্প-শেষ রাত্রি যায়।

সারা-নিশি-ভরা যন্ত্রণার
দুঃস্বপন টুট্‌ল মোর,
অশ্রু আর দুর্দ্দশার
হয় রে শেষ, হয় রে ভোর।

একাকী আছিনু মুহ্যমান
এই ধূলায় কল্প কাল ;
কার আঙুল—ফুল চাঁপার,—
বুন্‌ল আজ স্বপ্নজাল !

কোথা হ'তে এল এই অতিথ্—
এই কোমল—এই অরুণ—
এই চমৎকার আমার—
মোর প্রসব—মোর প্রসূন !

বাছা ! ওরে বাছা ! মোর দুলাল !
মোর হিয়ার একটি ফুল !
সঙ্গী মোর—অঙ্গ মোর—
স্বপ্ন মোর—তুই অতুল !

তোরে পেয়ে প্রাণে উল্লাসের
উঠ্‌ল ঢেউ, ভর্‌ল বুক,
উৎসবের উৎস তুই,
উৎসুকীর নিত্য সুখ।

তোরে হেরে চোখে নেই পলক,
হাল্‌কা তুই—মোর পুতুল,
পাপ্‌ড়িময় তোর শরীর—
পল্‌কা তুই প্রাণ্-মুকুল।

কোথা তোরে আমি রাখ্‌ব বল্‌,
কই তেমন ঠাঁই কোথায় ?
হায় রে হায় একটুতেই
অঙ্গে তোর নোন্‌ছা যায়।

পাথরে কাঁকরে এক্‌সা ভুঁই
ছুঁচ্‌লো-ধার বন কাঁটার,
স্থল যেমন তেমনি জল,—
নুন্‌-পাথার—নুন্‌-পাথার।

কোথা পাব আমি ইন্দ্রাণীর
মন্দারের শয্যা, হায়,
দুর্ভাগার দুখ্‌-হরণ
এই রতন থুই কোথায় ?

অদিতি যদিচ বোন্‌-সতীন্‌
হায় রে এই বঞ্চিতার,—
বঞ্চি কাল এই ধূলায়,
স্বর্গে ভাগ নেই আমার।

সোদরা অদিতি মোর নিজের,
সূর্য্য চাঁদ পুত্র তার,—
তার ছেলের রূপ্‌-ছটায়
মূর্চ্ছা পায় অন্ধকার।

তারা পেয়েছিল জন্মিয়েই
নীল গগন্‌-হিন্দোলায়,
তোর তেমন কিচ্ছু নেই—
জন্ম, হায়, তোর ধূলায়।

ক্ষিদে পেলে তুমি ঠোঁট ফোলাও,
কই আধার? হায় রে হায়।
দুর্ভাগার পুত্র তুই,
বৎস মোর নিঃসহায়।

হরিষে বিষাদে দ্বন্দ্ব ঘোর
মোর হিয়ায় আজ কেবল,
দুখ-সুখের ঝঞ্ঝনায়
কাঁপ্‌ছে বুক—মন বিকল।

আঁখি ভ'রে আসে জল কেবল
ঝাপ্‌সা চোখ এক্‌শোবার—
নেই রে নীড় মোর শিশুর,
খাদ্য নেই মোর বাছার।

নাড়ীতে নাড়ীতে কান্না-রোল,—
মন শরীর প্রাণ অধীর,
হয়না ক্ষার এই হিয়ার
রক্তধার মিষ্ট ক্ষীর?

ক্ষণে-ক্ষণে ছেয়ে ফেল্‌ছে সব
অশ্রুময় অন্ধকার।
নয় নিখুঁৎ—নয় রে সুখ—
ধন পেয়েও সাত রাজার।

"দনু-দিতি-অদিতির আপন
মার পেটের বোন" আমি,
বোন্‌-সতীন আমরা সব—
সব বোনের এক স্বামী।

আমি অভাগিনী সব-শেষের,
প্রেম্-চক্রর পাইনি আগ্,
সব নীচেই ঠাঁই আমার,
পাইনি তাঁর ঢের সোহাগ।

দাসীপনা ক'রে সাত বোনের
কাট্‌ল মোর কাট্‌ল কাল
এই কঠিন এই ধূলার
পৃথ্বীপর সাঁঝ-সকাল।

দুখেরি তপে যে দিন কাটায়
তার তপেই নেই কি ফল ?
আজ আমার হোক সহায়
সেই তপের পুণ্য-বল।

স্নেহ-বলে শুধু কর্‌তে চাই
মোর বাছার দুঃখ দূর,
হর্‌বে তার সব অভাব
এই হিয়ার স্বর্গপুর।

কিছু যে পেলেনা পিতৃধন—
থাক্‌তে যার নেই গেহ,
বিত্ত তার মার আশিস্,
নিত্য-নীড় মোর স্নেহ।

বাছা ওরে বাছা ! মোর দুলাল !
ভাবনা নেই, ভয় কি তোর,
স্বর্গ নিক সূর্য্য চাঁদ,
রত্ন নিক্ সর্প চোর।

তুমি যে পেয়েছ মাতৃ-কোল,—
দেব্‌তা সব যার লোভে
জন্মাবেন এই ধরায়
ম্লান ধূলার সংক্ষোভে।

ফিরে-ফিরে হেথা ফুট্‌বে ফুল,
উঠ্‌বে গান নিত্যকাল,
এই ধরায় নন্দনের
মন্দারের মুইবে ডাল।

তোরি স্নেহে দেহে দুধ-নদীর
উঠ্‌ল ঢেউ লাল লোহে ;
তোর পরশ ইন্দ্রজাল,
তোর হরষ মন মোহে।

ভালবাসা সে যে দৈবী তপ
যত্ন যার দিব্য হোম,
সেই হোমের তুই পাবক—
তুই পাবন স্বর্ণ-সোম।

মায়েরি পীযূষে তুই অজয়,
তোর কবচ মার আশিস্‌ ;
সাপ্‌-গরুড় দেব-দানব
তোর মাঝেই ভুল্‌বে বিষ।

তোরি প্রাণে সবে কর্‌বে বাস,
ঘির্‌বে তোর বক্ষনীড়,
সাত পাতাল তোর জানিস,
তুই মালিক সব নিধির।

গরুড়েরি মত কুণ্ঠাহীন
ফির্বি বৈকুণ্ঠ তুই,
পাখ্না নেই? প্রেম এবং
প্রজ্ঞা তোর পাখ্না দুই।

দানবেরা হবে স্বপ্ন-শেষ,
দৈত্যাসুর যুগ পরে
থাক্‌বে তোর বিক্রমের
বিদ্রোহের অন্তরে।

দ্বাদশাদিত্যে কর্‌বে ম্লান
তোর ধ্যানের দিব্য চোখ,
ছাইবে লোক মৈত্রী তোর,
স্বর্লোকের তুই আলোক!

তপে তোরি হবে অগ্নি ম্লান,
বিদ্যুতের ক্ষীণ দ্যুতি;
সৃষ্টি তোর সৃষ্টিসার—
সূক্ত, সাম, গান, স্তুতি।

ত্রিভুবনে হবি সব-সেরা
সব-শেষের সৃষ্টি তুই,
তুই রে ধন বুক চেরা,
মিষ্টি তুই, মিষ্টি তুই!

মায়েরি-আশিসে তুই রে বীর,
তুই তাপস তপ বিপুল,
ইন্দ্র ন'স, চন্দ্র ন'স,
ন'স অমর,—তুই অতুল।

এ মম স্নেহেরি সব ধারায়
স্নান করায়, ধন, তোমায়।
স্তায় লেহন সব লেহায়
বৎস তোর সর্ব্ব গায়।

দিনে-দিনে বেড়ে উঠ্‌বি তুই
মোর প্রাণের পুণ্যদীপ ;
এই ভূলোক ভর্‌বি তুই,
মেল্‌বি দল স্বর্ণ নীপ !—

যুগে-যুগে জেগে রইল মোর
তুই নয়ন আর পরাণ।
ক্লান্তি তোর কর্‌ব দূর,
ঘির্‌ব রোজ তোর শিথান।

চুপে ব'সে নিতি শুন্‌ব তোর
মঞ্জু গান দৃপ্ত ভাষ,
দেখ্‌ব তোর উচ্চ শির
উচ্চ প্রাণ উচ্চ আশ।

ঘ্রাণে প্রাণে পাব এই কেশের
সৌরভের নীপ্-কেয়া,
শুন্‌ব রোজ ওই 'মা'-বোল
নাম ও মোর তোর দেওয়া।

কি নামে মা তোরে ডাক্‌বে বল্ ?
তুই মনুর—তুই মনুজ—
কশ্যপের অংশ তুই—
দেব্‌তাদের তুই অনুজ।

তোরি চোখ চেয়ে দেখ্‌তে পাই
দূর ভবিষ্যের লিপি,
রক্তিমায় অঙ্গারের
অঙ্গ ছায় দীপ্‌দীপি।
তোরি তপে হেরি এই কঠোর
কূর্ম্মপিঠ শস্যময়,
তোর হিয়ার নীড় মাঝার
স্বর্গ রয়, বিশ্ব রয়!
বাছা ওরে বাছা! মোর দুলাল!
মোর হিয়ার মূর্ত্ত-প্রাণ!
তোর হাসির ফুল্ল ভায়
চন্দ্র ম্লান—সূর্য্য ম্লান!

আখেরী

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দে রে বছর-শেষের শেষ দিনেতে,
মজ্জাগত গোলাম-সমন্ধ শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে।
কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বল্‌ব জোরে;
মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে দ্যাখে তুচ্ছ ক'রে।
দলিল তাদের বাতিল, যারা মানুষকে চায় কর্‌তে খাটো,
হাম্‌বড়াইএর সংহিতা কোড্‌ বেবাক কাটো, বেবাক কাটো।
সবাই সমান এই জগতে—কেউ ছোটো নয় কারোই চেয়ে,
কার কাছে তুই নোয়াস্‌ মাথা, ত্রস্তচোখে কম্পদেহে?
সবাই সমান আঁতুড়ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা,
সবাই সমান শ্মশান-ধূলে, বড়াই-ধুয়া মিছাই ধরা।

মিথ্যা গরব গোত্র-কুলের, মিথ্যা গরব রঙ বা ঢঙের,
ভেদের তিলক-তক্‌মাতে লোক সংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের।
মরদ ব'লেই গরব যাদের, চায় নারীদের দল্‌তে পায়ে,
তৈমুরও যার স্তন্যে মানুষ মরদ সে কি ? আয় সুধায়ে।
চেঙ্গিজও যার পীযূষ-কাঙাল পুরুষ সে কি ? জিজ্ঞাসা কর্‌ ;
মাংসপেশীর পেষণ-বলে হয়না মহৎ হয়না ডাগর।

*   *   *

কংস জরাসন্ধ রাবণ সেকেন্দার ও মিহিরকুলে
দেখে নে তুই কল্পনাতে প্রসব-ঘরে শ্মশান-ধূলে।
মিছের ঝুলে আকাশ জুড়ে জাল প'ড়ে যে জম্‌ছে কালি,
পুড়িয়ে দে তুই সেই লুতাজাল দুইহাতে দুই মশাল জ্বালি'।
পুড়িয়ে দে তুই স্বর্গ নরক, পুণ্য পাতক ছাই ক'রে দে,
লোভের চিঠা ভয়ের রোকা জ্বালিয়ে দে একসঙ্গে বেঁধে ;
মেকীর উকীল মেকলে আর ভারত-মন্যু মনুর পুঁথি
স্বার্থ-ক্লিন্ন যে শ্লোক ঘৃণ্য বহ্নিকুণ্ডে দে আহুতি।
আর্য্যামি আর জিঙ্গোপনায় ছাই দিয়ে দে, কিসের দেরী,
ছাই হ'য়ে যাক্‌ মর্দ্দ-গরব, আজ আখেরী—আজ আখেরী।
প্রণাম দাবী কর্‌ছে কারা মুনি-ঋষির দোহাই পেড়ে ?
স্পষ্ট বলি পৈতাগুলায় ও-লোভ দিতে হচ্ছে ছেড়ে।
থাউকো দরে আদর ক'রে অমানুষের দল বেড়েছে,
থাক-বাঁধা জাত মিছার আবাদ, বিচার-বুদ্ধি দেশ ছেড়েছে।
হাজার হাজার বছর পরে দেশছাড়া ফের ফির্‌ছে দেশে,
ভয় ভেগেছে উষার আগেই, দেশ জেগেছে স্বপ্ন-শেষে !
দেশ জেগেছে অবিচারের বন্যাতে বাঁধ দেবার আশে,
পাইকারী প্রেম থাউকো ভক্তি উড়িয়ে দেব অট্টহাসে।

প্রণাম কারো একচেটে নয়, শ্রদ্ধেয় যে শ্রদ্ধা পাবে,
দধীচ মুনি মহৎ ব'লে অর্ঘ্য ভবানন্দ খাবে?
ঘুষ খেয়ে যে ডুবিয়ে দিলে সোনার বাঙ্‌লা অন্ধকারে,
বামুন ব'লেই পূজ্‌ব কি সেই ঘরের কুমীর মজুন্দারে?
বামুন ব'লেই কর্‌ব ভক্তি চাঁদ-কেদারের পুরোহিতে,—
অন্নদাতার কন্যাকে যে মুসলমানে পার্‌লে দিতে?
বামুন ব'লেই কর্‌ব খাতির শুনঃশেপের ঘৃণ্য পিতায়—
হাড়কাটে যে নিজের ছেলে বাঁধ্‌তে রাজী, ধন যদি পায়!
ঘুষের রাস্তা বন্ধ দেখে রাজায় ডেকে যজ্ঞশালে
পুত্র-বলির যুক্তি যে চায় পূজ্‌ব কি সেই খণ্ডহালে?
বামুন ব'লেই পূজ্‌বে হিন্দু ভৃগুকুলের মত্ত হাতী?
কৃষ্ণপ্রেমিক পূজ্‌বে তাদের কৃষ্ণে যারা ছাথায় লাথি?
ভিক্ষু শ্রমণ চাইতে কিছু দক্ষিণা কম মিল্‌ল ব'লে
হর্ষেরে খুন কর্‌তে যে যায়, অলোভ তাদের কই কি ছলে?
গুজ্‌রাটেতে আব্‌রু নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে পরস্পরে
স্বদেশ যেজন পরকে দিলে পূজ্‌ব কি সেই বিপ্রবরে?
রাজপুতনার গড় ঘিরে যে, মুসলমানের অভিযানে,
বাঁধ্‌তে গরু যুক্তি দিলে পূজ্‌ব কি সেই বুদ্ধিমানে?
"দুর্গপথে তুল্‌সী ছড়াও, মাড়াতে তায় নার্‌বে মোগল"
এমন যুক্তি যাদের তারাও ভক্তিভাজন? হায়রে পাগল!
হিন্দুচূড়া নন্দকুমার—যে পরালে তাঁরেও ফাঁসি
গলায় দ'ড়ে রাম-ফাঁসুড়ে তারেও দেব অর্ঘ্যরাশি?
তুড়ুঙে যার শান্‌লোনাকো, আন্‌তে হ'ল গিলোটীনে
মদ্র হ'তে বঙ্গভূমে, সেও বেঁধেছে বিপ্র-ঋণে?

পুলিশ টাউট্ নেশায় আউট গঙ্গাজলী-সাক্ষ্য দড়
বিট বিদূষক ভেড়ুয়া পাচক বামুন ব'লেই মানব বড় ?
কালিদাসের কাব্য অমর, তাঁর গুণে দেশ আছেই কেনা,
তাই ব'লে পাঁউরুটিওলার পায়ের ধূলো কেউ নেবে না।

* * * *

জাতের খাতায় সাফ স্বকৃতি দেখিয়ে শুধুই মস্ত হবে ?
দুষ্কৃতি যে দেউলে' ক'রে দ্যায় তলিয়ে অগৌরবে ;—
তারো হিসাব চাইছে জগৎ, দাখিল করো নাইক দেরী,
প্রণাম দাবী ছাড়্তে হবে নাইক দেরী, আজ আখেরী।
শ্রদ্ধা-ভাজন সত্যি যে জন তারেই মানুষ শ্রদ্ধা দেবে,
রাহাজানি করলে ভক্তি বিশ্বমানব হিসাব নেবে।
পাইকারীতে তরায় না আর জাতের টিকিট মাথায় এঁটে,
সে যুগ গেছে, সে দিন গেছে, সে কুয়াসা যাচ্ছে কেটে।
সেক্স্‌পীয়ারের স্বজাত ব'লে পুছ্‌বে না কেউ কিপ্‌লিঙেরে,
চোচাপটে ভক্তি করার রোগটা ক্রমে আস্‌ছে সেরে।
বার্ক্‌-সেরিডান মহৎ ব'লে ইম্পে-ক্লাইব পূজ্‌বে কেবা ?
হেয়ার-বেথুন স্মরণ ক'রে হোঁৎকা গোরার চরণ-সেবা ?
কর্জ্জনেরে কেউ দেবে না লর্ড্‌ ক্যানিঙের প্রাপ্য কভু,—
লঙ্‌ সাহেবের মর্য্যাদা কি লুট্‌বে জিঙ্গো পাদ্রী প্রভু ?
হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়্‌বে ওলাই-চণ্ডী কি হায় ?
বেসাণ্ট্‌ সে নৈবেদ্য নেবে অর্পিত যা' নিবেদিতায় ?
রং দেখিয়েই ভড়্‌কে দেবে ? তেমন শিশু নাই দুনিয়া,
ভিক্টোরিয়ার প্রাপ্য নেবে ডায়ার প্রেমী হিষ্টিরিয়া ?
মন্দ ভালো গুলিয়ে দেবে এমনি কি মাহাত্ম্য ত্বকে ?
ফর্সা ব'লেই করব খাতির চর্ম্ম গূঢ় মহত্ত্বকে ?

দোকানী যে রেজ্‌কী কুড়ায়, নাক তুলে রাজ-কায়দা করে,
তারেও কি রাজভক্তি দেব? রাখ্‌ব কী ধন রাজার তরে?
অভদ্র যে রেলগাড়ীতে, অভব্য যে খেলার মাঠে,
তারেও নাকি কর্‌ব খাতির অকথ্য যে রাস্তাঘাটে?
নিশীথে যার হরিণ শীকার, ফকির শিকার দিন দুপুরে,
যার পরশে কুলির প্লীহা বিস্ফুরকের মতন স্ফুরে,
রাস্তাতে যে বুকে হাঁটায়, নিরস্ত্রে যে খাওয়ায় খাবি,
ঘোম্‌টা খুলে দ্যায় যে থুতু, রাজপূজা সেও কর্‌বে দাবী?
সাহেব ব'লেই কর্‌ব সেলাম? মন্দ ভালো বাছ্‌ব নাকো?
অন্যায়ে যে কর্‌বে কায়েম বল্‌ব তারে সুখে থাকো?
খুনীরে যে দেয় খোলসা আইন গ'ড়ে রাতারাতি
প্রশস্তি তার পড়্‌ব কি হায়, প্রকাশ ক'রে দন্তপাঁতি?
গোরা ব'লেই গৌরবে কি দিতে হবে শ্রীবুট মুড়ে?
বামুন ব'লেই নাহক প্রণাম কর্‌তে হবে হস্ত জুড়ে?
মরদ ব'লেই মর্দ্দানি কি সইবে নীরব মাতৃজাতি?
আত্মলাভের প্রসাদ-পবন জাগ্‌ছে রে ছাখ্‌ নাইক রাতি।
সঙ্কুচিত চিত্ত জাগে— দেখিস্‌ কি আর চিত্তার ঢেরি,
হিসাব নিকাশ কর্‌তে হবে, আজ আখেরী, আজ আখেরী।

* * * *

বুঝ্‌ সমঝের বইছে হাওয়া, গোলাম-সমঝ্‌ যাচ্ছে টুটে,
সাবালকীর কর্‌ছে দাবী সব দুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে!
মুরুব্বিদের কর্‌ছে তলব, চাইছে হিসাব, চাইছে চাবি,
মানুষ ব'লেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি কর্‌ছে দাবী।
তাবৎ জীবে শিব যে আছেন রুদ্র তিনি অবজ্ঞাতে,
নিখিল লয়ে রন্‌ নারায়ণ পুণ্য পাঞ্চজন্য হাতে।

তাঁর সাড়া আজ সকল প্রাণে বর্ণ-জাতি-নির্ব্বিশেষে।
বিশ্বে নিকাশ-আখেরি আজ নূতন যুগে যুগের শেষে।
চিনি ব'লে চূন যে খাওয়ায় চল্‌বে না তার সওদাগরী,
নিখুঁত হিসাব তৈরী করো—রেখোনা ভুল খাতায় ভরি'।
খাদ ক'ষে দাম চুকিয়ে দেবার দিন এসেছে এবার দেশে,
মদের গেলাস আছ্‌ড়ে ভাঙো, মুরুব্বিদের ওড়াও হেসে।
মন খুলে বল্‌ মনের কথা, জম্‌তে বুকে দিস্‌না ঘৃণা,
মন্দকে বল্‌ মন্দ সোজা, পালিস বিনা—রসান্‌ বিনা।
দাম-নিরূপণ পাল্‌টিয়ে কর—রদ্দি যে তায় ফেল্‌ রে ছুঁড়ে,
মধুফলে মিল্‌লে পোকা ঠাঁই হবে তার আঁস্তাকুড়ে।
সত্য কথা বল্‌ খোলসা—করিস্‌নে ভয় নিন্দা গালি,
মিথ্যাবাদী নাম যারা দ্যায় তাদের মুখে দে চূনকালি।
পাওনা দেনা ঠিক দিয়ে নে—দিল্‌-গোলামীর নিকাশ ক'রে,
মানুষ আবার মানুষ হবে বিশ্বে বিশ্বনাথের বরে।
রুজু দিয়ে পাতায় পাতায় খরচ জমা তৈরী রাখো—
জাব্দা-জুজুর ভয় কোরো না, ঠিক্‌ দিয়ে ঠিক্‌ তৈরী থাকো।
নতুন খাতার বেদাগ পাতায় স্বস্তিকে কে সিঁদুর দেবে,—
তৈরী থাকো; অরুণ ঊষায় নতুন জীবন আস্‌বে নেবে।

দিল্লী-নামা

প্রথম কলি

অতুল! বিরাট্‌! বিপুল দিল্লী!
শত-সম্রাট্‌ প্রেয়সী অয়ি!
গজমোতি-গুঁড়া তব পথ-ধূলা,
মোহিনী! রূপসী! মহিমাময়ী!

তুমি চির-রাণী, চির-রাজধানী,
　　চির-যৌবনা উর্ব্বশী যে,
ইন্দ্রের তুমি মর্ত্ত্য-বিলাস
　　ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি যে নিজে !
তুমি অতুলন ময়ূর-আসন,
　　শত ফুলবন কলাপ তব ;
চির-শূর-বীর দিগ্বিজয়ীর
　　তুমি গো বাহন্ যুবন-নব।
সাতটি রাজার নিধি সে মাণিক
　　দাম তার কেউ বলিতে নারে,
সাতশো রাজার নিধি তুমি, তব
　　পাঁয়জোর ভারী মাণিক-ভারে।
দিলু কি দিলীপ নাম দিল তোরে
　　দিল্লী গো দিল্‌দার-নগরী !
ভুলে গেছি মোরা পুরাণো সে কথা,
　　ভুলে গেছি রাজ-রাজেশ্বরী !
জানি শুধু তুমি চির-লোভনীয়া
　　কামনার ধন অবনীতলে,
রজোগুণে রাঙা আগুনের শিখা
　　দীপিছ, দহিছ, হাজার ছলে !
তুমি বিচিত্রা ! তুমি যাদুকরী !
　　শত রাজা লুটে ওই চরণে ;
শোণিত-মদ্যে অভিষেক তব
　　যুগে যুগান্তে রণাঙ্গনে।

*

দ্বিতীয় কলি

হাজার হাজার বীরের রুধিরে
আঁকিয়াছ ভালে রক্তটীকা,
গড়-কেল্লার কঙ্কাল-জালে
সাজিয়াছ আজ তুমি কালিকা !
ভৈরবী তুমি, ভুবনেশ্বরী !
যুগে যুগে তব শব-সাধনা,
শবের পাহাড় তব পাদপীঠ
আসন তোমার বাসুকী-ফণা !
হিন্দুর দৃঢ় লোহার কীলক
বিঁধে আছে সেই ফণার পরে,
অযুত যুগের স্তম্ভ অটল
রাজদণ্ড সে তোমার করে।
উগ্র তোমার আঁখির দৃষ্টি,
ব্যগ্র তোমার অধরে হাসি,
আগ্রহ তব পাষাণ-মুঠিতে,
তবু অদৃষ্টে তুমি উদাসী !
খর্পরে পান করিয়াছ তুমি
দুঃশাসনের দর্প-মোহ,
কুরু-চৌহান মারাঠা-পাঠান
তোমর-মোগল-শিখের লোহ !
কত ভূপতির শ্মশান তুমি যে
করিব তাহার কি লেখা-জোখা ?
কুমোর-পোকার কেল্লা গড়িয়া
কত মরে' গেছে কুমোর-পোকা !
*   *   *

তৃতীয় কলি

মোগল মরেছে, মরেছে পাঠান,
জেগে আছে তার কীর্ত্তি যত,
কেল্লা-কসর পাহাড়-সোসর
বুরুজ-মীনার সমুদ্যত।
পাণ্ডব নাই, যজ্ঞের তার
কুণ্ড বৃহৎ আজিও রাজে,
নাই পৃথুরাজ, রায়-পিথোরার
প্রাচীর এখনো দাঁড়ায়ে আছে।
রয়েছে 'কুতব', নাই কেহ সেই
কুতরাজ ক্রীতদাসের কুলে,
শের শাহ নাই, শের-মণ্ডলে
আজিকে কেবল বাহুড় ঝুলে!
কাব্য-রসিক হুমায়ুন নাই,
রয়েছে তাঁহার কেতাব-খানা,
দীনহীন বেশে আছে দাঁড়াইয়া
'দীন্-পানা' আর 'জাহান-পানা'।
তোগ্‌লকাবাদে শৃগাল ফিরিছে,
বাঁওলিতে ভেক নাহিছে শুধু,
ফিরোজাবাদের শূন্য মহল,
শুষ্ক নহর করিছে ধূধূ।
ধর্ম্মাশোকের মনের মুরৎ,
'স্তম্ভ উখাড়ি' দিল্লী 'পরে
স্থাপিল যে, হায়, সে আজ কোথায়?
ঘুমায় সে কোন্ ধূলির স্তরে!

কত অতিকায় কামনার কায়া
কঙ্কাল-সার পড়িয়া আছে,—
অতীত জীবের শিলা-পঞ্জর
পাষাণী গো! তোর পায়ের কাছে

*　　*　　*

চতুর্থ কলি

কতবার হাসি' কত নির্ম্মোক
ত্যজিলে হেলায় দিল্লীপুরী!
কত বেশে আহা কালে কালে তুমি
জগতের মন করিলে চুরি!
ভাবিনী! তোমার অশেষ ভাবন,
সোনালি তোমার রঙীন পাণি,
শিলার সাঁজোয়া গুম্বজ-তাজে
সাজিয়াছ তুমি রাজার রাণী;
সপ্ত শিঙার সজ্জা তোমার,—
তোমারে ঘিরিয়া রয়েছে পড়ি;
যে শাড়ীটি দিল অনঙ্গপাল
প'ড়ে আছে তার পাড়ের জরি।
তাতারীর বেশ প'ড়ে আছে তব
বিপুল কুতব-মীনার-ঘরে,
খিল্‌জাই সাজ এসেছ ছাড়িয়া
কখন্ আলাই-দরোজা 'পরে।
রঙীন ফিরোজী পেশোয়াজ তুমি
অশোকের লাটে লুটালে হোথা,

ছাড়িলে ঘাঘরি তোগ্‌লকি স্মরি'
পিতৃঘাতের পাপ-বারতা।
পাঠান-পোষাক শের-মস্‌জিদে,
মোগল-পোষাক সাজাহাঁবাদে,
লোদির দত্ত বোর্‌কা তোমার
কে জানে সে কোন্ ধূলায় কাঁদে?

* * *

পঞ্চম কলি

তোমার বক্ষ আসন করেছে
কত রাজা, কত বাদ্‌শাজাদা,
উচ্চাভিলাষ-বিলসিত ভূমি!
আধা মধু তব মদিরা আধা!
ভারত মৃগীর তুমি মৃগনাভি,
সৌরভ তব ভুবন জুড়ি',
তুমি রমণীর ইন্দ্রের প্রিয়
তুমি—তুমি পারিজাতের কুঁড়ি!
মোগল বাগিচা সাজায়েছে হেথা,
পাঠান গেঁথেছে মীনার তার,
ও রূপ-লোলুপ কত ভূপ, হায়,
করেছে রাজ্য-বল্লাৎকার।
কত ভবঘুরে পশিল এ পুরে
বাদ্‌শার পরে বাদ্‌শা হয়ে,
ক্ষমতা-মদের লক্ষ মাতাল
ঘুমাল ও-বুকে প্রলাপ কয়ে।

কত হানাহানি, কত কানাকানি,
কত সলা, ষড়যন্ত্র কত,
রাজ্য-কামুক কত কালামুখ
ন্যায়-ধরমেরে করিল হত।
ধরম-তেয়াগি' শুধু তোর লাগি
পিতায় ভ্রাতায় বধিল প্রাণে;
আপন ছেলের আঁখি উপাড়িল,
আয়ু নিল হরি আফিম-দানে!
ন্যায়ের নিখুঁতি আঁখি-আগে রাখি'
শত অন্যায় করিল, মরি,—
দিল্লীশ্বর হইবার লোভে,—
জগদীশ্বরে তুচ্ছ করি'!

*　　*　　*

ষষ্ঠ কলি

তুমি অপরূপ! হে চিরজীবিনী!
ঘুমের বুড়ীর চাইতে বুড়া,
তরুণীর চেয়ে সুন্দরী তবু,
মোহিনী তুমি গো নগরী-চূড়া!
যা দেখেছ আর যে ভোগ ভুগেছ,
যা পেয়েছ তার নাই তুলনা,
চাঁদ-কবি গান শুনায়েছে তোরে,
পদ-নখে তোর চাঁদের কণা।
মিশ্র শুনাল ভামিনী-বিলাস,
শ্লোক—কনোজিয়া ভূষণ-কবি,

আফ্‌গান কবি রচিল কি রুবা—
খুশ্‌হাল্‌ পৌরুষের ছবি।
আমীর-খশ্রু বিরচিল হেথা
দেবল-দেবীর মিলন-গাথা,
মিঞা তান্‌সেন রাগ আলাপিল
নীরস তরুর জাগায়ে পাতা!
কত ওস্তাদ নক্সা-নবীশ
আলোকিল তোর প্রাচীর-পুঁথি।
কত ঝাট্টমল, পীরু, বনোয়ারী
পরাল শিলার করবী যূথী।
অঙ্গে তোমার রয়েছে জড়ায়ে
ওস্তাদ মনসুরের স্মৃতি,
জড়ায়ে রয়েছে অণুতে অণুতে
নবজাত কত রাগিণী-গীতি।
চলমান কাল ধরা দিয়েছিল
তোর যন্তর-মন্দিরেতে,
একটিও ছোটো পল কি বিপল
দৃষ্টি এড়ায়ে পারেনি যেতে।
জঙ্গীজ যবে জগতের আগে
দেখাল আপন পাঞ্জা খুনী—
মিলিল দিল্লী-দরবারে ভীত
এশিয়ার যত কবি ও গুণী;
তাহারা তোমার বন্দী ও ভাট,—
বন্দনা-গান গিয়েছে রচি',

মর্ত্ত্যভুবনে তুমি অতুলন
সপত্নীহীন তুমি গো শচী !

সপ্তম কলি

দুহিতা তোমার নারী-সুল্‌তান
পুরুষ-বেশিনী রিজিয়া রাজা,
পালিতা তোমার নারী নূরজাহাঁ
জিনি' তলোয়ার ধারালো মাজা।
কত বীর, হায়, পূজিল তোমায়,
ভজিল তোমায়, মজিল রূপে,
অন্তিমে শেষ বিছাল ও-বুকে
দেশী ও বিদেশী কত না ভূপে।
নব-গ্রহের নয়-মঞ্জিল্
কোনো সুলতান্ স্থাপিল হেথা,—
ভাঙি' তেত্রিশ ঠাকুর-দুয়ারা
একের দেউল—কোনো বিজেতা।
কেহ রাজপুত বীরের মূরৎ
দ্বারপাল করি' রাখিল দ্বারে,
হিন্দুরে কেহ বন্ধু মানিয়া
আধা-রাজকাজ সঁপিল তারে।
দিবালোকে তুমি "আরব-রজনী",
খেয়ালীর চিরধাত্রী তুমি,
কত মিঞা আবু হোসেনে ক্ষেপালে
কৌতুকময়ী স্বপন-ভূমি !

আইন্ করিয়া বেশ্যারু বিয়া
দেওয়াইল হেথা আলমগীর,
পৌত্র তাহার তারি তাজ পরি'
যত অবীরার হইল বীর।
আরাকান্ হতে ইরাণ অবধি
হেথা বসি' কেউ বিথারে বাহু,
দস্যুর পায়ে তাজ রাখে কেউ
রোহিলা পাঠানে মানে গো রাহু।
কোনো বাদ্‌শার কায়া ঢাকি' হেথা
কোটি মুদ্রার কবরু রাজে,
গোলামের হাতে পরাণ হারায়ে
কেহ পচে পড়ি' পথের মাঝে।
অনেক দেখেছ অনেক যুগেতে
এখনো অনেক দেখিতে আছে,
ধূলীভূত সোনা শোণিতের কণা
তোমারে ঘিরিয়া ঘুরিয়া নাচে!

* * *

অষ্টম কলি

হাওয়ার দাপটে আকাশের পটে
পথ-ধূলি তোর মুরতি ধরে,—
সৈন্যের ব্যূহ—চলে সমারোহে—
বাদ্‌শা-বেগম—সফর করে।
তাঞ্জাম চলে হাওদার পিছে,
নাকাড়া সে বাজে, নকীব হাঁকে,

চলে চোব্‌দার ধ্বজা-বর্দ্দার,
চোখ-বাঁধা বাজ চলেছে ঝাঁকে,
বাদ্‌শার পর বাদ্‌শা চলেছে
মিলায় চোখের পলক পাতে,
কারো হাতে ফুল কারো হাতিয়ার
শট্‌কার নল কাহারো হাতে,
কেহ বা খেলায় সারা দুনিয়ায়,
কেহ ক্রীড়নক পরের তাঁবে,
কেহ জেগে আছে সদা-সতর্ক
কেহ বা ঘুমায়, কেহ বা ভাবে।
অকালে নিদ্রা ভেঙে গেল কার !—
জাগিল তুষিতে মরণে কেবা !
রুটি কে সেঁকায় বেগমেরে দিয়া,
কেবা লয় লাখ লোকের সেবা !
দুই হাতে কেহ করি' লুণ্ঠন
উড়ায়ে দিতেছে খেয়াল-পিছু,
খাজানা প্রজার গচ্ছিত জানি'
কে ওই নিলনা ছুঁলনা কিছু !
পুত্রের ব্যাধি আপনি লইয়া
কে ও স্নেহী রাজা অকালে মরে ;
সাত বছরের ছেলে কোলে নিয়া
কে ওই শাজাদা যুদ্ধ করে !
আমারীতে কে ও মরণ-আহত,
আমীরে কহিছে—"ধর হে মোরে ;

জয় নিশ্চয়, শুধু ভয় পাছে
ঢ'লে পড়া দেখে' সিপাহী সরে।
শাজাদীরে কে ও আইবুড়ো রাখে,—
পায় না কুলীন দুনিয়া খুঁজে।
নর্ত্তকী কার হইল মহিষী
মোসাহেবে কে ও উজীর বুঝে।
নূতন ধর্ম্ম প্রচারিতে চায়
কে ওই খিলিজী সুরায় মাতি।
সকল গোঁড়ামি হাসিয়া উড়ায়
কে ওই বাদশা ইলাহি-সাথী।
পঙ্ক-লিপ্ত কৃশ হাতী 'পরে
কে ওই চলেছে বন্দীবেশে?
ওকি গো দিল্লী-বল্লভ দারা?
আগুলিছে পথ ভিখারি এসে।
গায়ের ওড়ন দিয়া শেষ দান
রিক্ত চলেছে মৃত্যু-মুখে!
নিরীহের লোহে স্নান করি' হোথা
নমাজ পড়ে কে কম্প্রবুকে?
দিনে দুপহরে মরীচিকা একি
সৃজিছে রবির মরীচি-মালা?
দিল্লী, তোমার পানে চেয়ে চেয়ে
নয়ন কখনো হ'ল না আলা।

নবম কলি

তোমার ধূলিতে মিশে গেছে আহা
ক্ষয় পেয়ে কত হাতের সোনা—
কত রাঙা হাত মণি-বলয়িত
লীলা-চপলিত না যায় গোণা!
কত বেসরের নীলা আর চুনী,
কণ্ঠীর মুগা, কানের মোতি,
কত মরিয়ামা, তাম্রা, আজবা,
কত দাল্‌চিনা হারাল জ্যোতি।
পোয়া ওজনের পান্না তোমার,
চৌদ্দ ভরির পদ্মরাগ,
ছটায় অনুপ ছটাকী হীরক
ধূলায় তোমার হয়েছে খাক।
যাদের অঙ্গে সাজিত সে-সব
কোথায় তাহারা? জান কি তুমি?
যাদের গহনা নকল করিয়া
প্রতিমা সাজায় বঙ্গভূমি?
কোথা কাশ্মীরী বেগম? কোথায়—
ইস্তাম্বুলী? কান্দাহারী?
কোথা যোধপুরী? কোথা মরিয়ম?
কোথা উদিপুরী? রোকিয়া নারী?
কোথা নূরজাহাঁ? কোথা মম্‌তাজ?
দিল্‌রাস্ বানু আজ কোথায়?
কোথায় দারার প্রেয়সী নাদিরা?
হামির্দা, মাহুম কোথায়? হায়!

কোথা জাহানারা ? শষ্প-শয়ান !
কোথা রোশিনারা ? রৌদ্রে দহে !
কিশোরী স্থরিয়া, কোথায় জিনৎ ?
কেবা জানে হায়, কে তাহা কহে ?
যমুনা দেখিতে উচ্চ মীনারে
চড়িত যাহারা কই গো তারা ?
কই দিল্লীর আদিম রাণীরা ?
তোর ধূলিতলে হয়েছে হারা।
পৃথ্বীর সংযুক্তা মহিষী—
কোথা সেই সতী ? সেই রূপসী ?
সব রূপসীর রূপ হরি', বুঝি,
দিল্লী গো তুমি চির-ষোড়শী !

*   *   *

দশম কলি

দর্পদলনে তুমি মাতঙ্গী,
আগুন জ্বালাতে উগ্রতারা,
অভিষেক-ঘট ধরিয়া তোমার
দশ-দিগ্‌গজ ঢেলেছে ধারা !
রক্ত দেখেছ ছিন্নমস্তা
যুগে যুগে নিজ বুক চিরিয়া,—
দেখেছ নাদীরী রুধিরোৎসব
স্থনেহলি মস্‌জিদ ঘিরিয়া।
মুণ্ড-মালায় কালিকা সাজাল
তোরে তোগ্‌লকী মহম্মদ,

বেড়া-আগুনের ধূমে তৈমুর
দিল ধূমাবতী-পরিচ্ছদ !
বারে বারে তুমি দগ্ধ হয়েছ
তুমি অবিনাশ অমর-পাখী,
আপন ভস্ম-কুণ্ডলি-মাঝে
প্রাণ পেয়ে পুন মেলেছ আঁখি !
ভৈরবী তুমি ভুবনেশ্বরী !
জিহ্বা টানিতে তুমি বগলা,
সাজা দিতে তব অতুল প্রতিভা,—
করেছ রচনা শাস্তি-কলা !
গরু ও গাধার কাঁচা চাম্‌ড়াতে
সিঞায়ে মেরেছ বিদ্রোহীরে,
সন্দেহে, হায়, কত রূপসীরে
জ্যান্তে গেঁথেছ তুমি প্রাচীরে !
কারো দুই কান সত্য ফুঁড়িয়া
পায়রার ঘুড়ি দিয়েছ জুড়ে,
কোমর অবধি পুঁতেছ কারেও,
গজাল ঠুকেছ কাহারো মুড়ে।
কান্না দেখেছ, হাস্য দেখেছ,
দেখেছ লোভীর লোভের ধাঁধা,
গালে-চূন-কালি ওম্‌রার গলে
দেখেছ ঘোড়ার তোব্‌ড়া বাঁধা !
আপনার হাতে কতশত বার
ঘুরায়েছ তুমি যমের জাঁতা,

পূত মস্‌জিদে সায়েদ রাজার
দেখেছ খসিয়া পড়িতে মাথা।
অতীতের রাখী রক্তে রঙীন্‌!
অতীত-সাক্ষী দিল্লী তুমি!
তুমি দশমহাবিদ্যা-রূপিণী
শক্তির তুমি লীলার ভূমি।

একাদশ কলি

শক্তিবিহীনে তুমি ঘৃণা কর
থাক না গো দুর্ব্বলের বশে,
শক্তি-শিবের বিয়া যে ঘটায়
তার কাছে রহ তুমি হরষে।
কালরূপা তুমি পাপের প্লাবনে
দেখিছ সাঁতারি' সাঁচা ও ঝুটা,
অট্ট হাসিয়া দিতেছ দেখায়ে
দিগ্বিজয়ীর রিক্ত মুঠা!
মরণ-মরুর মধ্যে দাঁড়ায়ে
করিছ পরখ জীবন-মণি
দেখেছ দেখিছ অনিমেষ চোখে
মন্‌-কামনার অগাধ খনি।
দেখেছ অশেষ তাণ্ডব-লীলা
মোগল-কুলের অধঃপাতে,
দেখেছ—ঘেসেড়া দল্‌মস্তিয়া
এসেছে লড়িতে বাদ্‌শা সাথে!

দেখেছ নিলাজ জাহান্দরের
সাধারণী রাণী লাল-কুঁয়ারী,
অশ্বশালায় বাদ্‌শা ঘুমায়
নগরেতে ঢিটি কেলেঙ্কারী।
শিখ্ বৈরাগী বান্দাকে হায়
এই অমানুষ মেরেছে প্রাণে!
দর্‌বারে শিশু-হত্যা দেখেছ,
দিল্লী! সে কথা কেবা না জানে?
লোদির হিন্দু বিরাগ দেখেছ,—
চুল-দেওয়া মানা মানৎ মেনে,
দেউলে বন্ধ শঙ্খধ্বনি,—
হুকুম জাহির ফৌজ এনে!
দেখেছ আবার আক্‌বর শার
মার শোকে গোঁফ দাড়ি মুড়ানো,
মহলের মাঝে গণেশের পূজা
দিল্লী গো তুমি সকলি জানো।
তব ইঙ্গিতে দিল বাদ্‌শাহ
ভূমিদান গুরু অমরদাসে,
হিন্দু জৈন খৃষ্টীয় যত
সাধু সজ্জনে আনিল পাশে।
তোমারি অঙ্কে তেগ বাহাদুর,
আলম্‌গীরের আরাম-শনি,—
লাঞ্ছনা সহি' দিল নিজ মাথা,
দিল না ধরম মাথার মণি!

মরাঠা-জাঠের হল্লা শুনেছ,
ডুরানী-শিখের হুহুঙ্কার,
কেঁদেছ কি, হায়, হেসেছ ? জানি না,
সম সুখ দুখ দুই তোমার।

দ্বাদশ কাল

আউলিয়া সাধু নিজামুদ্দিন
সঁপিল তোমায় স্বরগ-জ্যোতি,
কবরে যাহার খির্‌নির ফুল
শোভা পায় উট্‌পাখীর মোতি।
তোমারে নরক করিতে চাহিল
দুর্লোভী দুই সৈয়দ্-ভ্রাতা,
স্বর্গ নরক তোমারে ঘিরিয়া
রচিল রুধির অশ্রু-গাথা।
দেখেছ দিল্লী ! জীবে দয়াশীল
অশোকের অনুশাসন-আগে
কত যে গো-বধ—নর-নারী-বধ
খুনের তুফান রাগে-বিরাগে।
ব্রহ্মবাদী সে বোধন বিপ্রে
বধিল হেথায় কাল্লান্দারে,
বিচারে জিতিয়া হেরেছিল সে যে
হিন্দু জাতির জাতীয় হারে।
ন্যাংটা ফকির সর্ম্মদ শাহ
না মানি আরংজেবের কথা

নগ্ন রহিল ; তারে প্রাণে মারি'
বাদ্‌শা ঘুচাল অশ্লীলতা !
হেথা গাজী হ'ল মানুষ মারিয়া
কালাঁ মস্‌জিদে তুর্কমান্‌,
হেথা ঝরোকার পর্দ্দা তুলিয়া
কুতূহলী নারী হারাল প্রাণ !
বাহাদুর শাহ হইল সে শিয়া,
মোল্লা রাখিল মনের মত,
শুনি শাজাদা দিনে দুপহরে
মস্‌জিদে তারে করিল হত !
তুমি বিচিত্র, তুমি গো মুখর
মানস-ঝড়ের মন্ত্র-গানে,
বন্ধুর তুমি বল-বান্ধবী !
পতনে এবং সমুত্থানে।

ত্রয়োদশ কলি

দীপ্ত দুপরে হে চির-নগরী !
তপ্ত ধূলার বোর্‌কা টানি'
তিরিশ-হাজারি বাগিচার ছায়
আনমনে কিবা ভাব না জানি !
মাসে মাসে আর নাই খুশ-রোজ,
নও-রোজ নাই নব-বরষে,
মোতা-হাওদায় বাদ্‌শাজাদীরা
চলে না দোলায়ে দিল্‌ হরষে,

নাই সমারোহ, পথের দু'ধারে
কোরান রচে না দীপের মালা,
হাব্সী তাতার সৈন্য ঘেরে না
সিদি মৌলার অতিথশালা ;
বাঘ চলে নাকো শিকল পরিয়া
বাদ্শাজাদার ঘোড়ার সাথে,
হাতীর লড়ায়ে পাখীর লড়ায়ে
মাকোষা-লড়ায়ে দেশ না মাতে।
মুসাফের রোজ আসে নাকো আর
ম্লান মুসাফের-খানার আলো,
থেমেছে ডঙ্কা, তুমি ভাবিছ কি ?
সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো ?

*   *   *

চতুর্দ্দশ কলি

যন্ত্র-হাতীর দিন চ'লে গেছে
তবু আজো হায়, মনে কি পড়ে—
শত শিবিকায় রাজপুত সেনা
নারী-বেশে কবে পশিল গড়ে,—
কে যে কবে ঐশ্বর্য্য-গরবে
চেয়ে বসেছিল কাহার নারী,—
অপমানে কারা হইল মরীয়া
আজো কি স্মরিছ কাহিনী তারি ?
পিপা পিপা সুরা আরক উজাড়ি
কে বহাল স্রোত নগরী-পথে,

সপ্তাহ যায়, আঙুর-রসের
কর্দ্দম হায় ঘোচে কি মতে?
মনে পড়ে কে সে রাজ্যের বাঁশী
সেতার কাড়িয়া চাঁদিনী-চকে—
জড়ো করি দিল আগুন জ্বালায়ে,
মনে আছে সেই গীত-মূরখে?
পাহারা এড়ায়ে পেঁড়ার ওড়ায়
দিল্লী! কে যায় নিজেরে ছাপি'?
বেদের ঝোড়ার ভিতরে কে নড়ে?—
নীচে ও উপরে সাপের ঝাঁপি!
গুম্ হ'ল কারা? গায়েব হ'ল কে?
হে নগরী! সবি তোমার জানা,
শত শাজাদায় দেখিয়াছ তুমি
তপ্ত স্থচীতে হইতে কাণা।
ধর্ম্মের ধ্বজা ধূলায় লুটিতে
দেখেছ গো তুমি দেখেছ চোখে,
পাপের বিজয়-ডঙ্কা শুনেছ
ভরেছে দু'চোখ বজ্রালোকে।

* * * *

পঞ্চদশ কলি

ময়ূর-আসন চোরে নিয়ে গেল,
কোহিনূর গেল সাগর পারে,—
কিছু না কহিলে মৌন রহিলে,
গরবী! এই তো সাজে তোমারে।

কালে কালে তুমি কত তেয়াগিলে
পুরাণো শরীর—পুরাণো শাড়ী,
গীতার বাণী যে কানে আজো বাজে,
কুরুক্ষেত্র—তোমার বাড়ী।
স্থির হ'য়ে ব'সে আছ তুমি একা
অবিরাম-যাওয়া-আসার স্রোতে,
স্থজিয়া তোমায় স্থাপিল বিধাতা
মরতে তিলোত্তমার ব্রতে।
রজোগুণময়ী! রাজ্য-কামনা!
সজীব তোমার শিলাব্রজ,
রাজা-মহারাজা ফিরেও দেখ না,—
রাজাগণ তব পথের রজ।
শত শত রাজ-মুকুটের মণি
ধূলা হয়ে আছে তোমার পায়ে,
দর্প ও মান গুঁড়া হয়ে আছে
তোমার পায়ের ডাহিনে বাঁয়ে।
ধৃত-রাষ্ট্রের কত ছেলে এল
গায়ের বসন করিতে ঢিলা,
দিল্লী গো তোর দ্রৌপদী-শাড়ী
যোজন জুড়িয়া হ'ল যে শিলা!
ধ্বংসের মাঝে ব'সে আছ তুমি
জীবনের রণে হারিয়া জিনি'
ধর্ম্মের জয় দেখিবার লাগি
চির-রাণী ওগো, চির-যোগিনী!

খাঁচার পাখী

আজ কি আবার ফুল ধরেছে
ডালিম-গাছের ডালটিতে?
উতল হাওয়ার পালট লাগে
ভরা-বুকের পালটিতে!
তোতা সে আজ আতা-গাছের
পাতায় পাতায় ফির্ছে কি?
সবুজ শিখার দীপান্বিতা
সকল শাখা ঘির্ছে কি?
ঘেরা-টোপের অন্ধকারে
বন্দী আছি, সঙ্গী নেই,
ব্যথার ডালি ব্যর্থ জীবন
ডুবিয়ে দিয়ে সঙ্গীতেই।
অসাড় ডানা ঝাপ্সা দু' চোখ,
খাঁচার জীবন একটানা;
তার মাঝে আজ উঠ্লো কি ঢেউ?—
দখিন হাওয়া দেয় হানা?
ঘেরা টোপের পর্দ্দা কাঁপে,
কাঁপছে আমার সকল গা,
বলক দিয়ে ক্ষীর-সায়রে
ছুট্ছে পুলক অ-বল্গা!
হঠাৎ কেমন হচ্ছে মনে
ফুল ধরেছে সব গাছে,
সবুজ পাতা সার দিয়েছে
এই খাঁচারি খুব কাছে।

ভোরের আলো আজ সকালে
কাদের গালে রং বুলায় ?
ফুলের সঙ্গে ফল ধরে কি
ডালিম-গাছের ডালগুলায় ?
বাতাস যেন বদ্‌লে গেছে—
বদ্‌লে গেছে মন্তরে,
ঘেরা-টোপের নোঙ্‌রা নীলে
ডালিম-ফুলের রং ধরে।
চোখে আমি ঝাপ্‌সা দেখি
আফ্‌সে মরি আফ্‌শোষে,
বল্‌ গো তোরা বসন্ত কি
জাগ্‌ল ধরার হৃদ্‌-কোষে ?
কান্না-কোলে কাঁপ্‌ছে গলা
কণ্ঠে কেঁপে যাচ্ছে তান,
বল্‌ গো তোরা বকুল-চাঁপায়
বসন্ত কি মূর্ত্তিমান ?

বিদ্যুৎ-বিলাস

(শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের অনুসরণে)

সিন্ধুর রোল
মেঘে ভিড়্‌ল আজ,
গরজে বাজ,
বিদ্যুৎ বিলোল—
রক্ত চোখ !

ঝঞ্ঝার দোল
সারা সৃষ্টিময়,—
জাগে প্রলয় ;
তাণ্ডব্ বিভোল্—
ছায় দ্যুলোক।

বৃষ্টির স্রোত
করে বিশ্ব লোপ ;
নিয়েছে খোপ—
নিশ্চুপ কপোত
নিশ্চপল ;
পর্জ্জন্যের
চলে শূন্যে রথ,—
ধ্বনি মহৎ ;
নির্জ্জন্ নীপের
কুঞ্জতল।

সূর্য্যের নাম
হল শব্দ-শেষ,
প্রতি নিমেষ—
তন্দ্রার ত্রিযাম
অন্ধকার !
মেঘ্-মল্লার
শত ঝিল্লি গায়,
যূথি-লতায়

চুম্বন বিথার
অপ্সরার !

দেব-ঝর্ণার
জলে জল্‌সা আজ
ধরণী-মাঝ,
কিন্নর বীণার
উঠ্‌ছে তান ;
অঞ্জন্‌-মেঘ
চলে ঐরাবৎ
জুড়ি' জগৎ,
ঝঙ্কার আবেগ
ছায় পরাণ !

ইন্দ্রের ধন
হের পৃথ্বীছায়—
সোনা বিছায়,
বর্ষার সৃজন
দিক্‌ ছাপায় !
অঙ্কুর তার
ত্যজে গর্ভবাস,
ফেলে নিশ্বাস—
ভূঁই-ভাগ আবার
ভূঁইচাঁপায়।

ঝাপ্‌সার রূপ
ভুলাল কাজ
মৌনের অনুপ
মূর্চ্ছনায় ;
শষ্পের গান
ভ'রে তুল্‌ছে মন
সারাটি ক্ষণ
বাষ্পের বিতান
রস ঘনায়।

বিদ্যুৎ-ঠোঁট
হানে ধূম্রচূড়
ঝড়-গরুড়,
পাথ্‌সাট আচোট
বন লোটায় ;
গর্জ্জন, গান,
মেশে হর্ষ, খেদ,—
পাশরি ভেদ ;
বজ্রের বিধান
ফুল ফোটায়!

বজ্রের বীজ
ফেরে রাত্রিদিন
করে নবীন,

মৃত্যুর কিরীচ্
প্রাণ বিলায় !
বিস্ময়, ভয়,
মেশে হর্ষে, আজ,
রাজাধিরাজ
রুদ্রের সদয়
দান-লীলায় !

কবি-জুবিলি

মিছিল্

প্রথম মূরৎ—স্বর্গদূত

উর্ব্বশী মোরে দিয়েছে পাঠায়ে
স্বর্গ-ভুবন হ'তে—
কবিরে পরাতে মন্দার-মালা
এসেছি মরাল-রথে !
জননী, জায়া, কি কন্যার মত
ভকতি কি স্নেহ, প্রেম
দেয় নি সে ; দেছে স্মৃতির নিকষে
চির-উজ্জ্বল হেম !
জীবন-ভোরের সঞ্চয় সে যে,
সে যে গো দিব্য দান,
ক্ষয় অপচয় হয় না তাহার
হয় না কখনো ম্লান।

অমরার সার মন্দার-হার
পর এ মর্ত্তে বসি'
মর্ত্তের কবি! এ মালা তোমারে
পাঠায়েছে উর্ব্বশী॥

দ্বিতীয় মূরৎ—প্রকৃতি

বরষার বেণী এলাইয়া দাও,
শীতেরে কাঁদাও ফুলের ঘায়ে;
ভাসাও গো সাদা মেঘের ভেলাটি
শরতের সাথে গগন-গায়ে!
ফাল্গুনী ফুলে নামহারা কোন্
নায়িকার নাম দেখ গো লেখা,
অতীতের পুরে পশি হের কার
আঁচলে হংস-মিথুন আঁকা;
পুষ্পের সাথে পুলকিয়া ওঠ,
ঝঞ্ঝার সাথে দাও গো দোলা;
কিবা সে অতীত কিবা অনাগত
তব তরে সব দুয়ার খোলা!
দীপ্ত-লোচন লুপ্ত-বচন
তাপস গ্রীষ্ম ভীষণ-ছবি,
তাহারেও কথা কহাও গো তুমি,
ভাষা দাও তুমি তাহেও, কবি!
অনাগত আর অতীতের মাঝে
বাঁধিয়া তুলিছ মানসী সেতু,

অচেত-চেতনে মিলায়ে যতনে
উড়ায়ে দাও হে বিজয়-কেতু!
বায়ু বহে' যায় ধীরে অতিধীরে
কানে কহে' যায় তোমারি শুধু,
'ওগো গগনের চির-আত্মীয়,
'ওগো জগতের পুরাণো বধু!
মৌন মাটিরে বাসো তুমি ভালো—
মূক বলে' তারে কর না ঘৃণা;
মুগ্ধ প্রকৃতি হৃদয়ের প্রীতি
নিবেদিছে তাই বচন-হীনা।

*

তৃতীয় মূরৎ—বালক

বাজিয়েছিলাম পাতার বাঁশী
রথের মেলায় গিয়ে,
আপনি নাকি তাই লিখেছেন
ছাপার হরফ দিয়ে?
আমার ভেঁপুর আওয়াজ, সে কি
সবের উপর ওঠে?
সোর্‌গোল আর খোল কর্‌তাল
ছাপিয়ে উধাও ছোটে?
সবচেয়ে কম বেশী আমায়
জানে হাবুল টেঁপু;
আপ্‌নি নাকি বাঁশী বাজান?
আমিও বাজাই—ভেঁ—পু!

চতুর্থ মূরৎ—বঙ্গের 'হাসি' 'তাতা'

বরষে বরষে সারা দেশ জুড়ি'
বলির রক্ত ছোটে,
সারা দেশ জুড়ি' শিশুহিয়াগুলি
শিহরি শিহরি ওঠে।
দেবতা দেখিতে দেখে বিভীষিকা,
ঘুমাতে পারে না রাতে,
স্বপনে গড়ায় রক্তের ধারা,
মোছে তারা দুই হাতে!
সঙ্কোচে সারা প্রাণ ভরে' ওঠে,
ঘোচে না রক্তরাশি,
নিঠুর খেলা খেলে প্রবীণেরা
শিশুর শুকায় হাসি।
ওগো কবি! ওগো তরুণ-হৃদয়,
করুণ তোমার গাথা—
করিছে স্মরণ অশ্রুনয়ন
বঙ্গের 'হাসি' 'তাতা'!

পঞ্চম মূরৎ—ভিখারিণী মেয়ে

ছুটে এসেছিনু মা-হারা বালিকা
মায়ের মায়ার লোভে,
পূজা-বাড়ী নাকি মা এসেছে, শুনি;
ভরা ঘট দ্বারে শোভে

অচল প্রতিমা ফিরে চাহিল না,
কথা কহিল না কেহ ;
ক্ষুণ্ণ ফিরিয়া চলেছি ;—সহসা
তুমি ডেকে দিলে স্নেহ !
যাহা দিলে, ওগো ! ভিক্ষা সে নয়,
সে নহে অনুগ্রহ ;
মমতায় ক'রে নিলে আপনার
আমারে,—গ্লানিমা সহ।
দেবতার মত ভালবাস তুমি,
নাহিক তোমার তুলা,
সকলের সাথে তোমারে নমি হে
ভিখারী—পথের ধূলা।

*

ষষ্ঠ মূরৎ—বঙ্গবধূ

বালিকা-বয়সে মার কোল ছাড়ি,
পর-বাসে বাঁধে যেজন গেহ,
পরথ যাহারে করে গো সবাই,
শাসন করে গো, করে না স্নেহ।
আগমনী শুনি' ভিখারিণী-মুখে
মন ছুটে যার বাপের ঘরে,
কুণ্ঠিত সেই বঙ্গের বধূ
হে কবি ! তোমারে প্রণাম করে।
মূক বেদনারে ভাষা দেছ তুমি,
হাল্‌কা করেছ মনের ব্যথা,

মনে মনে তাই নিবেদি' চরণে
মালা এ অশ্রু-সলিলে গাঁথা।

*

সপ্তম মূরৎ—উপেক্ষিত

মরিয়া যে শুধু দিতে জানে, হায়,
জীবনের পরিচয়,—
চোর নয় তবু চুরি যে করেছে
ভুলিয়া লজ্জা ভয়,—
'আপদ' বলিয়া দূর হ'তে যারে
লোকে করে বর্জ্জন,—
ভালবেসে কবি তাদেরো ফুটালে!
করি তোমা বন্দন।

অষ্টম মূরৎ—ভৃত্য

চুরি অপবাদ ভূষণ যাহার,
ত্রুটি অপরাধ নিত্য,
ঘোর নির্ব্বোধ, দেখিলেই যারে
রাগে জ্বলে' যায় পিত্ত,—
উমেশেই বল, কেষ্টাই বল,—
যা খুসী বলিয়া ডাক,
উত্তর দিবে, হইবে হাজির,
মোটে সে চটিবেনাক।

পোষা জন্তুর মত পোষ-মানা
সদা প্রফুল্ল-চিত্ত,
দেউড়িতে এসে গড় করে আজ
সেই পুরাতন ভৃত্য !
হইতে পারে সে ক্ষেত্রবিশেষে
মোহন কি শঙ্কর,—
অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে ; তবু
নিরেট ভয়ঙ্কর ।

*

নবম মূরৎ—খুড়া মহাশয়

দু’কুড়ি ও দশ ?—তোমার বয়স ?
তুমি আরো ঢের বুড়া !
তোমার অনেক পরে জন্মেছে
চক্রবর্ত্তী খুড়া ।
তারি গোঁফ চুল ভুরু পেকে গেল,
টাকে মুড়াইল চূড়া ;
দু’কুড়ি ও দশ ? মোটে ? ভুল ! তুমি
ব্রহ্মার চেয়ে বুড়া ।

*

দশম মূরৎ—বৃদ্ধ

রায় বসন্ত দিয়েছে পাঠায়ে
এই অদন্ত বুড়ারে হেথা,
সেই মানুষটি দেখিতে এসেছি
ফাঁস করে যেই বুড়ার কথা !

শাদা মন আর শাদা মাথা নিয়ে
এসেছি অনেক দিনের পরে,
শুনে মধুবাণী দেখে হাসিখানি
ফিরে চলে' যাব দেশান্তরে!
আল্‌বোলা আর তব্‌লা সিতার
পাল্কীতে হোথা এসেছি রেখে,
হেসে হেসে আর বাঁচিনে রে ভাই
বুড়ার নকল নাকাল দেখে।
(আমুদে বুড়ার নকল দেখে!)

একাদশ মুরৎ—গৌরাঙ্গভজা

জনম অবধি মোরে
গালি দেওয়া!
লাঞ্ছিত লজ্জিত করা খালি!
বিদ্রোহী করিয়া তোলা?
আমার সে
ভগ্নীপতি-ব্রতা যত শালী,
না হয় গৌরাঙ্গে মজি
ভজি তারে;
অভদ্র বিদ্রূপ তাই বলি'?
জোন্স্‌-স্মিথ্‌-টম্‌সন-
নামাঙ্কিত
উপহার দেওয়া নামাবলী?

সিঁদূর মাথায়ে বুটে
হায় হায়!
মাথা হেঁট—অপমান করা?
হায়রান শুধু শুধু
পাঠাইয়া
হাকিমের মিথ্যা হর্‌করা!
কংগ্রেসে দিলাম চাঁদা,
তবু মিছে
ছল ধরা? গেছি আমি চটে,
তোমাদের হুজুগেতে
আমি—আমি—
আমি যোগ দিবনাক মোটে।

*

দ্বাদশ মুরৎ—অপরূপ-রূপা বাংলা

বাংলা দেশের হৃদয়ের মাঝে
যেজন বিরাজ করে,
ডান হাতে যাঁর খড়্গ জ্বলিছে
বাঁ হাত শঙ্কা হরে,
ললাট-নেত্রে বহ্নি যাঁহার,
স্নেহ-বিভা দু'নয়নে,
হে কবি! তোমারে দেছেন প্রসাদ
তিনি প্রসন্ন-মনে।
দেউলের দ্বার খুলেছে তাঁহার,
মিলেছে মিলেছে দিশা,

তাঁর ইঙ্গিতে, সঙ্গীতে তব
হে কবি ! পোহায় নিশা।

ত্রয়োদশ মূরৎ—বিশ্বযোগী—ভারত-মহিমা।

বিতরিলে ব্রহ্মবিদ্যা ; মিশাইলে সীমায় অসীমে !
রচিলে ভাবের সেতু যুক্ত করি' পূরবে পশ্চিমে !
সমীপে আনিলে স্বর্গ ; স্বদেশেরে জানিলে সুন্দর,
স্বর্গ হ'তে গরীয়ান্ !—মূর্ত্ত যেন দেবতার বর !
প্রতিষ্ঠা করিলে প্রাণে ভারতের প্রাচীন সাধনা,
বহুর মাঝারে এক,—জগতের চির-আরাধনা !
সপ্তর্ষির পুণ্য-জ্যোতি সমর্পিলে বাঙালীর ভালে ;
সত্যের নিষ্কাম ভায় লুপ্ত করি' দিলে দেশ কালে !
বিশ্ব-যোগে যুক্ত হ'লে—বিশ্বনাথ প্রেরিল বারতা !
জগতে ঘোষিত হ'ল বিশ্বমানবের আত্মীয়তা !
"জ্যোতিষ্ক কুটুম্ব" যত হেরি তোমা' আনন্দিত-মন,
নক্ষত্র অক্ষরে * লিখি' পাঠাইল তোমারে লিখন !
কর্ম্ম-ক্লিষ্ট কোলাহল মন্ত্রে যেন শূন্যে গেল মিশি' ;
মহাশান্তি এল নামি' † তব পুণ্যে ; হে কবি ! হে ঋষি !

*

চতুর্দ্দশ মূরৎ—কাবুলিওয়ালা।

প্রকাণ্ড এই চেহারাটায়
প্রকাণ্ড যে হৃদয় আছে—

* পাঠান্তর—জ্যোতির অক্ষরে।
† পাঠান্তর—দিব্যশান্তি এল মর্ত্ত্যে।

বাংলাদেশের ওগো কবি!
গোপন সে নেই তোমার কাছে!
ভুষো-মাখা পাঞ্জাখানি
ছাপা ছিল পাঁজর 'পরে,
কারেও তো সে দেখাইনিক,
দেখ্‌লে তুমি কেমন করে'?
বাংলা মুলুক যাতুর মুলুক,
তুমি যাতুগিরের রাজা,
তোমার তরে বাবুসাহেব!
এনেছি এই আঙুর তাজা।

*

পঞ্চদশ মূরৎ—সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী

জীবন তিক্ত হ'য়ে উঠেছিল
সার্কাস করি শূন্যে;
পুরাণো গরিমা ফিরিয়া পেয়েছি
হে কবি! তোমারি পুণ্যে।
পুরাণো গরিমা সহজ মহিমা
প্রাণের রং মহালে,
সার্থক ফিরে হ'ল এ জীবন
প্রাণের গভীর তালে।
সুরে ও কথায় মিলিয়া লতায়
নির্ঝরে রবিরশ্মি!
পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত শুধু
করিতেছে "হা হতোঽস্মি'!

পরাণের মাঝে জনম লভিয়া
সহজে পরাণে পশি,
আজিকে আবার চলনে আমার
শত চাঁদ পড়ে খসি'।

*

যোড়শ মুরৎ—দাসী

রাণী নই, তবু রাজার প্রসাদ
মাথায় ধরেছি আমি,
সৌরভে তাঁর ভরি' আছে মম
জীবনের দিনযামী ;
আঁধারে শুনি সে চরণের ধ্বনি,
আঁধারে একেলা হাসি,
বাসক-সজ্জা করি আমি তাঁর
আঁধার ঘরের দাসী।

বন্দনা

কীর্ত্তি-গগন-সূর্য্য হে !
বঙ্গ-ভুবন-পূজ্য হে !
প্রতিভা তোমার
করিল প্রচার
আঁধারে যা ছিল উহ্য হে !
পূজ্য হে !
যা' ছিল অজানা তুচ্ছ হে,
কর কটাক্ষে উচ্চ হে,

জগতের কবি-
সভা-মাঝে কবি,
বাজাও বঙ্গ তূর্য্য হে !
পূজ্য হে !

*

জুবিলি

রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হ'তে পার্‌বে সে,—
রাজার পূজা আপন রাজ্যে,
কবির পূজা সব দেশে !
চাণক্যের এই প্রাচীন বাক্য
লক্ষ কথার এক কথা,
রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হ'তে পার্‌বে তা।
নজীর খুঁজে নাই যদি পাই
নাই তাতে ভাই দুঃখলেশ,
পর্ব্ব নূতন কর্‌বে সৃজন
রঙ্গভরা বঙ্গদেশ !
রাজার প্রভাব আপন রাজ্যে
কবির প্রভাব সব দেশে,
রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হ'তে পার্‌বে সে।
বিধান দিলাম পাঁতি লিখে
সই করিলাম নিম্নে তার ;
কবির সেরা বঙ্গরবি
জানাই তাঁরে নমস্কার ॥

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

সর্ব্বজনসমাদৃত পুস্তকাবলী

বেণু ও বীণা

বিবিধ বিষয়ের গীতি-কবিতার পুস্তক। দাম এক টাকা

হোমশিখা

পুণ্য ও তেজস্বী ভাবপূর্ণ কবিতা-পুস্তক। দাম এক টাকা

তীর্থ-সলিল

সকল দেশের ও কালের রচনার কাব্যানুবাদ। দাম এক টাকা

তীর্থ-রেণু

সকল দেশের বাছা বাছা কবিতার পদ্যানুবাদ। দাম এক টাকা

কুহু ও কেকা

বসন্তের মঞ্জু রাগিণী ও ঘনবর্ষার মেঘমল্লার হিল্লোলিত কাব্যগ্রন্থ দাম এক টাকা।

জন্মদুঃখী

অন্যায়পীড়িত, দরিদ্র-জীবনের করুণ কাহিনী—উপন্যাস। দাম বারো আনা।

রঙ্গমল্লী

চীন, জাপান ও ইউরোপীয় নাটকের অনুবাদ। দাম বারো আনা
